কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জ্যানিডা প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	কৃষি মন্ত্রণালয়	৯টি	৯টি	_	_	০৫টি	_	১৩%-২০%	০৪টি	৩৭%-৯৭%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়ন
০১।	বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	১৮৩২০.১৩	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯
০২।	বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	১২৭৮৭.৯১	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯
০৩।	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	৩৪৩৪২.৩২	জুলাই-২০১৩ হতে ডিসেম্বর-২০১৮
০৪।	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	৫৪১৭.৮২	মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
০৫।	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প -২য় পর্যায়, (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	৩৩৭৬৪.৪১	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত
০৬।	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫৬৬৪.৩৫	অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯
০৭।	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।	২৭৭.৯০	মার্চ ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০১৮
০৮।	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প।	১৩৬১৬.২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
০৯।	নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প।	৭৯১২.৫০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯

সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

- যথাযথভাবে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি না করা;
- রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরুতে বিলম্ব হওয়া;
- প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব হওয়া;
- জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়া;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়া;

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ
এডিপি সেক্টরঃ কৃষি সাব-সেক্টরঃ ফসল, সেচ

ক্রমিক	সমস্যা	সুপারিশ
০১	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
০২	মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।	মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ক্রমিক	সমস্যা	সুপারিশ
০৩	টেকসইকরণঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম/সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ/সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার পরিকল্পনা থাকতে হবে।
০৪	কৃষক প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাধাণত ০১ দিন হয়। ফলে কৃষকের উপস্থিতি কম। এ সকল প্রশিক্ষণে একই কৃষক সবসময় উপস্থিত হয়।	গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং একই কৃষককে বার বার প্রশিক্ষণ না দিয়ে নতুন নতুন কৃষকক বিবেচনা করা যেতে পারে।
০৫	প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদির মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকের নিকট পৌঁছায় না, ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	দেশের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
০৬	ফসলের নতুন নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী, বীজ, সার ইত্যাদ কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সংস্থা একই কৃষক/গ্রুপ পাচ্ছে; ফলে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী, বীজ, সারের সর্বোচ্চ সুবিধা সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।	কৃষি কাজে যথাযথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সেবা প্রদান না করে সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচন করে সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।
০৭	প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদি মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকে নিকট পৌঁছায় না। ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
০৮	বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই না করেই তাড়াহুড়া করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় এবং বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন বিষয় (component) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় (component) বাদ দিতে হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে বিস্তর পার্থক্য হয় এবং প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।	প্রকল্প গ্রহণের পূর্ব যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই পূর্বক প্রকল্পের অঙ্গ (component) নির্ধারণ করতে হবে এবং অঙ্গভিত্তিক প্রকল্পের ব্যয়ের প্রাক্কলন যথাযথভাবে করতে হবে।
০৯	প্রকল্পের আওতায় কৃষক দল গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প শেষে দলগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	প্রকল্প শেষে কৃষক দল পরিচালনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে হবে।
১০	বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয় না।	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ৩০ জুন, ২০১৯)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়িত Strengthening Phytosanitary Capacity in Bangladesh (2nd revised) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)** গত ১৬/০২/২০২০ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। পরবতীতে করোনা পরিস্থিতির কারণে সরকার সাধারন ছুটি ঘোষনার কারণে এবং চলমান সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনার কারণে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সরেজমিন পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি, প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর এর প্রকল্প কার্যালয় এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করার মাধ্যমে একটি সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

১। প্রকল্পের নামঃ "বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প।

২। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ কৃষি মন্ত্রণালয় /কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

৩। প্রকল্প এলাকাঃ দেশের ৬টি বিভাগের ১৩টি জেলার ৪টি সিটি করপোরেশন ও ১১টি উপজেলা।

১০টি স্থলবন্দর (টেকনাফ, আখাউড়া, তামাবিল, বুড়িমারী, হিলি, বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, ভোমরা, বেনাপোল ও দর্শনা); ১টি সমুদ্র বন্দর -মোংলা, ৩টি আন্তজাতিক বিমান বন্দর (হযরত শাহাজালাল, ঢাকা, শাহআমানত, চট্টগ্রাম ও ওসমানি আন্তঃ,সিলেট) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পার্কিং হাউসসহ মোট ১৫টি স্থাপনা নির্মাণ।

৪। প্রকল্প অনুমোদনঃ

	অনুমোদনের তারিখ	**অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ**
মূল	১৬ অক্টোবর২০১২	একনেক
সংশোধিত	১২ জানুয়ারি ২০১৬	মাননীয় মন্ত্রী
সংশোধিত	২৭ জুন, ২০১৮	মাননীয় মন্ত্রী

৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	**মোট**	**জিওবি**	**প্রকল্প সাহায্য (উৎস)**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
মূল	১৩৮৮০.৪০	১৩৮৮০.৪০	-	-
১ম সংশোধিত	১৮৩২০.১৩	১৮৩২০.১৩	-	

৬। বাস্তবায়নকালঃ

ডিপিপি/টিএপিপি	বাস্তবায়নকাল	হ্রাস/বৃদ্ধি
মূল	১ জুলাই,২০১২ – ৩০ জুন, ২০১৭	-
সংশোধিত (১ম)	১২ এপ্রিল,২০১৬ – ৩০ জুন, ২০১৮	০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি (২০%)
সংশোধিত (২য়)	২৭ জুন,২০১৮ - ৩০ জুন, ২০১৯	০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি (২০%)
প্রকৃত	১ জুলাই,২০১২ - ৩০ জুন, ২০১৯	

৭। পটভূমিঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও উন্নতমানের বীজের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। উন্নত মানের বীজের চাহিদা পূরনের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া, প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি পণ্য আমদানী করে থাকে। এ সমস্ত আমদানীকৃত পণ্য ক্ষতিকারক কীট পতংগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। কেননা, পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ রয়েছে। এসমস্ত কৃষি পণ্য বন্দর (স্থল, বিমান ও সমূদ্র বন্দর) দিয়ে আমদানী করা হয়ে থাকে। সুতরাং কৃষি পণ্য আমদানীর সাথে সাথে ক্ষতিকরক কীটপতঙ্গের বাংলাদেশে প্রবেশের আশংকা থেকে যায়। কৃষি পণা আমদানীর পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে থাকে। International Plant Protection Convention (IPPC) এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বিভিন্ন দেশের সাথে কৃষিজাত পণ্যের নিরাপদ আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার International Standards for Phytosanitary Measures (ISPWS) অনুসরণ করে চলেছে। যথাযথভাবে WTO-SPWS Agreement প্রতিপালনের জন্য বাংলাদের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সুতরাং উদ্ভিদজাত পণ্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণের (pant quarantine) লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নত মানের যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষিত জনবল এবং অনুপ্রবেশের স্থানসমূহে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রকল্প গৃহীত হয়।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সাধারন উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশী পোকামাকড় ও রোগবালাই দেশে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণ ;
- আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান (IPPC এবং WTO-SPS Agreement) অনুসরণপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিতজাত পন্য রপ্তানীর মাধ্যমে দেশের রপ্তানী কার্যক্রমকে গতিশীল ও বৃদ্ধি করা ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

To resolve international trade related problem in case of implementation of Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) under World Trade Organization (WTO), increase efficiency and specialized knowledge of plant quarantine officials of Department of Agricultural Extension and provide training for all stakeholders of plant quarantine.

To assist boost up volume of export and ensure safe import to safeguarding country's agriculture, as well as ensure management of phytosanitary inspection, laboratory test, plant quarantine treatment and plant health.
Establishment of laboratory for identifying plant quarantine pest and update list of Regulated pest and Regulated Non Quarantine pest.
Establishment of 06 new office building including laboratory.
Establishment of Central Packing House for processing of fresh fruits and vegetables for export.
Establishment of laboratory in the Central Packing House to identify pest and diseases including MRL (Maximum Residual Limit) and presence of toxic substance as well as support to previously established laboratory.
Establishment of 07 Post Entry Plant Quarantine Station.
Implementation of Automation or Electronic Phytosanitary certification System to accelerate Import-Export process of plant and plant products.
Conduct Pest Risk Analysis (PRA) and a pest list for important crops of the country.
Establishment of three phase electric line in previously established laboratory.

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

Financial and Physical Programme

01. (a) Original and revised schedule as per DPP :

(In lakh Taka)

Financial year	Financial provision & physical target as per original DPP				Financial provision & physical target as per latest revised DPP			
	Total	Taka	P.A.	Physical %	Total	Taka	P.A.	Physical %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012-13	1049.94			5%	146.65	146.65		1%
2013-14	5194.64			50%	1243.26	1243.26		10%
2014-15	4326.44			30%	2949.67	2949.67		15%
2015-16	2761.94			10%	5908.61	5908.61		30%

Financial year	Financial provision & physical target as per original DPP				Financial provision & physical target as per latest revised DPP			
	Total	Taka	P.A.	Physical %	Total	Taka	P.A.	Physical %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-17	547.44			5%	3503.20	3503.20		27%
2017-18	00.00				1170.14	1170.14		7%
2018-19	00.00				3402.60	3402.60		10%
Total	13880.80			100%	18320.13	18320.13		100%

01. (b) <u>Revised ADP allocation and progress</u> :

Financial year	Revised Allocation and target				Taka Release	Expenditure & physical progress			
	Total	Taka	P.A.	Physical %		Total	Taka	P.A.	Physical %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012-13	150.00	150.00			150.00	146.64	146.64		1%
2013-14	1260.00	1260.00			1260.00	1243.15	1243.15		10%
2014-15	3000.00	3000.00			3000.00	2942.25	2942.25		15%
2015-16	5931.0	5931.0			5931.0	5911.17	5911.17		30%
2016-17	3800.00	3800.00			3800.00	3503.20	3503.20		28%
2017-18	1068.00	1068.00			1068.00	1031.05	1031.05		7%
2018-19	3445.00	3445.00			3445.00	3321.51	3321.51		9%
Total	18654.00	18654.00			18654.00	18098.97	18098.97		100%

৯। প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

Item of work as per DPP	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (+)	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)		
1	2	3	4	5	6	8	
A. Revolving Expenditure (Revenue Component)							
Salary & Allowances							
Basic Salary (Officers)	14	67.30	14	64.52	2		2.78
Basic Salary (Staff)	39	352.03	39	332.64	39		19.39
Allowances	53	330.58	41	296.24	41		34.34
Sub Total (Salary & Allowances)		**749.91**		**693.40**			**56.51**
Supply and Services							
Labour Wages	LS	57.69	LS	55.52	LS	96.33 %	2.17
Seminar Conference	24 Nos.	29.00	24 Nos.	29.00	24 Nos	100%	
Electricity	LS	10.00	LS	2.66	LS	26.6%	7.34
Telephone	LS	3.00	LS	0.85	LS	28.33 %	2.15
Circulate & Advertisement	LS	70.00	LS	69.57	LS	99.38 %	0.43
Books and Publications	LS	15	LS	14.96	LS	99.73 %	0.04
Outsourcing	LS	160	LS	153.58	LS	95.98 %	6.42
Registration fee	LS	20.50	LS	17.25	LS	84.15 %	3.25
Officers Training	60 batch	76.08	60 batch	76.08	60 batch	100%	

Item of work as per DPP	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (+)	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)		
1	2	3	4	5	6	8	
Staff & Importer-exporter Training	260 batch	317.64	260 batch	317.64	260 batch	100%	
Foreign Training	100 Nos.	506.95	100 Nos.	488.36	100 Nos.	100%	18.59
Foreign Study tour	46 Nos.	274.80	46 Nos.	274.73	46 Nos.	100%	0.07
Petrol, Oil & Lubricant	LS	160.00	LS	146.87	LS		13.13
Travelling Allowances	LS	70.00	LS	69.43	LS		0.57
Fertilizer	LS	5.00	LS	4.90	LS		0.10
Pesticides	LS	30.00	LS	29.95	LS		0.05
Printing & Binding	LS	80.00	LS	76.80	LS		3.20
Others Stationary	LS	70.00	LS	70.00	LS		
Chemicals	LS	100.00	LS	99.99	LS		0.01
Usual Products	LS	120.00	LS	119.99	LS		0.01
Consultant (Procurement, PRA & Sectoral Study)	102 MM	201.32	94 MM	176.77	94 MM		24.55
Professional Fee/ Site Management	LS	100.00	LS	70.59	LS		29.41
Pest Risk Analysis (PRA)	20 Nos.	901.48	20 Nos.	900.11	20 Nos.		1.37
Honorarium	LS	15.00	LS	13.67	LS		1.33
Monitoring & Survey	LS	29.46	LS	29.46	LS		

Item of work as per DPP	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (+)	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)		
1	2	3	4	5	6	8	
Sub Total (Supply and Services)		**3422.92**		**3308.73**	**96.66%**		**114.19**

Item of work as per DPP	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (+)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	8
Repair and Maintenance						
Motor cycle	33 Nos.	75.30	33 Nos.	75.25	33 Nos. 100%	0.05
Other Equipment & Materials	LS	146.77	LS	146.72	LS	0.05
Non-residential building	11	370.00	11	368.95	11 100%	1.05
Residential building	10	240.00	10	238.75	10 100%	1.25
Other Building & Establishment	LS	55.00	LS	54.98	LS	0.02
Sanitation & Water Supply	LS	37.93	LS	37.92	LS	0.01
Sub Total (Repair and Maintenance)		**925.00**		**922.57**	**99.73%**	**2.43**
Total Revolving Expenditure		**5097.83**		**4924.70**	**96.60%**	**173.13**
B. Capital Expenditure (Capital Component)						
Construction of 6 New Office building	4000 sqm	1765.05	6	1764.58	6 100%	0.47
Construction of 7	250	494.80	7	494.80	7	0.00

Post entry Quarantine Station	sqm				100%	
Construction of a Central Packing House	6000 sqm	2368.30	1	2368.30	1 100%	0.00
Land Development	1700 cum	60.00	1700 cum	60.00	1700 cum 100%	0.00
Other (Boundary wall)	LS	139.50	LS	139.34	LS	0.16
Construction of Drainage	LS	30.00	LS	29.79	LS	0.21
Sanitation and Water Supply	LS	27.00	LS	24.73	LS	2.27
Procurement of Jeep	1 Nos.	72.26	1 Nos.	72.26	1 Nos.	100%
Procurement of Pick-up	8 Nos.	397.60	8 Nos.	397.60	8 Nos.	100%
Procurement of Motor cycle	16 Nos.	21.92	16 Nos.	21.92	16 Nos.	100%
Computer, Laptop, and Accessories	80	100.00	80	99.98	80 100%	0.02
Telecommunication	30 Nos.	1.50	30 Nos.	0.00	30 Nos. 100%	1.50
Digital Camera	16 Nos.	4.80	16 Nos.	4.80	16 Nos. 100%	0.00
Electrical equipment	LS	146.51	LS	146.12	LS	0.39
Office Equipment	LS	120.00	LS	119.97	LS	0.03
Furniture	LS	250.00	LS	249.74	LS	0.26
Machinery & Equipment	LS	6952.60	LS	6936.36	LS	16.24
Others (Generator/others)	LS	49.89	LS	49.89	LS	0.00
Land Acquisition	0.80	195.57	0.8008 ha	194.08	0.8008 ha	1.49

	08 ha				100%	
Total Capital		**13197.30**		**13174.26**	99.82%	23.04
C. Price Contingency		15.00		0.00		15.00
D. Physical Contingency		10.00		0.00		10.00
Total Project Cost (Revenue + Capital)		**18320.13**		**18098.96**	98.79%	**221.17**

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, মোট প্রকল্প ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশের বেশী অর্থাৎ ৫৫৯৪.৪৮ লক্ষ টাকা (৩৬.৮১%) বরাদ্দ রয়েছে পণ্য ক্রয় খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯১৮.০০ লক্ষ টাকা (৩২.৩৬%) ব্যয়ের খাত হলো পূর্ত বা নির্মাণ খাত। তৃতীয় বৃহত্তম খাত হলো সরবরাহ ও সেবা খাতে বরাদ্দ রয়েছে ২৯৬৬.০৪ লক্ষ টাকা (১৯.৫১%)। উপর্যুক্ত সারণী থেকে আরো দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০১৭পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩৯৬৮.৭৮লক্ষ টাকা; মোট ব্যয়ের প্রায় ৯২%। অর্থাৎ প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ০৮% অব্যয়িত রয়েছে। সর্বাধিক অগ্রগতি সম্পন্ন খাতগুলি হল যথাক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ (আর্থিক - ৯৫.২৯%, বাস্তব –১০০%), মেরামত, সংস্কার ও পুনর্বাসন (আর্থিক –৮৫.৬৩%, বাস্তব –৮৮.১৫%) নির্মাণ খাত (আর্থিক –৯৯.৪৮%, বাস্তব –৯৯.৪৮%)।প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত।

১০। অর্থবছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ ও আর্থিক ব্যয়ঃ

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্যয়	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি
২০১২-১৩	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৬.৬৫	
২০১৩-১৪	১২৬০.০০	১২৬০.০০	১২৪৩.২৬	
২০১৪-১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৪৯.৬৯	
২০১৫-১৬	৮০০০.০০	৫৯৩১.০০	৫৯০৪.৬১	
২০১৬-১৭	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৫০৩.২০	
২০১৭-১৮	১১৫৫.০০	২৮৮.৭৫	২২১.৩৯	
ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়		১৪৪২৯.৭৫	১৩৯৬৮.৭৮	

১১। প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ অর্জন /অগ্রগতিঃ

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য	**প্রকৃত অর্জন**	**অর্জিত না হওয়ার কারণ**
To resolve international trade related problem in case of implementation of Agreement on Sanitary and Phytosanitary	To achieve the goal of the implementation of the Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures and the	N/A

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জিত না হওয়ার কারণ
Measures (SPS Agreement) under World Trade Organization (WTO), increase efficiency and specialized knowledge of plant quarantine officials of Department of Agricultural Extension and provide training for all stakeholders of plant quarantine.	project organized a number of foreign and local training including study tour and increased efficiency and specialized knowledge of plant quarantine officials of Department of Agricultural Extension.	
To assist boost up volume of export and ensure safe import to safeguarding country's agriculture, as well as ensure management of Phytosanitary inspection, laboratory test, plant quarantine treatment and plant health.	The project established a central packing house for sorting, grading and packing agricultural products and volume of export increased. In the meantime the project also established fumigation and heat treatment plant and ensured safe import.	N/A
Establishment of laboratory for identifying plant quarantine pest and update list of Regulated pest and Regulated Non Quarantine pest.	The project established 16 plant quarantine laboratory for identification of pest and diseases. The project also prepared a pest list of Bangladesh.	N/A
Establishment of 06 new office building including laboratory.	The project established 06 new office building at Chittagong Seaport, Mongla Seaport, Akhaura Landport, Darshona Landport, Vhomra Landport and Banglabandha Landport.	N/A
Establishment of Central Packing House for processing of fresh fruits and vegetables for export	For sorting, grading and packing of fresh fruits and vegetables the project established a Central Packing House at Shampur, Dhaka	N/A
Establishment of laboratory in the Central Packing House to identify pest and diseases including MRL (Maximum Residual Limit) and presence of toxic substance as well as support to previously	The project established a plant quarantine laboratory in the Central Packing House to identify pest and diseases including MRL (Maximum Residual Limit) and presence of toxic substance.	N/A

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জিত না হওয়ার কারণ
established laboratory.		
Establishment of 07 Post Entry Plant Quarantine Station.	The project established 07 Post Entry Plant Quarantine Station at Hazrat Shahjalal International Airport, Chittagong and Mongla Seaport, Hilli, Burimari Benapole, and Shonamoshjid Landport.	N/A
Implementation of Automation or Electronic Phytosanitary certification System to accelerate Import-Export process of plant and plant products.	The project Implemented Automation of Phytosanitary services such as Import permit, Phytosanitary certificate, Release Order and Anchorage permit of Plant Quarantine wing.	N/A
Conduct Pest Risk Analysis (PRA) and a pest list for important crops of the country.	The project has conducted Pest Risk Analysis (PRA) of 15 crops (Mango, Potato, Brinjal, Wheat, Cucurbits, Cutflowers and foliage, Citrus, Coconut, Cotton, Guava, Sesame, Ground nut, Pulses, Onion & garlic and Banana), 3 insects (Mediterranean fruit fly, False codling moth and Mealy bug) and a pathogens(*Globodera* Spp.). This PRA will help to take measure for preventing the entry and introduction of foreign pests and diseases as well as help to facilitate trade by fulfilling the phytosanitary requirement of the importing country.	
Establishment of three phase electric line in previously established laboratory.	The project established three phase electric line at Benapole landport, Teknaf Landport, Tamabil Landport, Banglabandha Landport and Darshona Landport.	N/A

১২। আইএমইডি'র সুপারিশ/মতামত:

উল্লেখিত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে IMEDর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত মতামত/সুপারিশ করা হয়েছেঃ

১২. ১। প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৮০৯৮.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকার সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় না হওয়ার কারণ সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

১২.২। প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২২১.১৭লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে। এই অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১২.৩। প্রকল্পের ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, এবং ২০১৮-১৯ সালের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি। অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১২.৪। প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ল্যাবটেকনিশিয়ানদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বদলী করে দেওয়ায় বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ল্যাব এ অপ্রশিক্ষিত ল্যাবটেকনিশিয়ানদেরকে দিয়ে ল্যাবের জরুরি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১২.৫। প্রকল্পের অধীন স্থাপিত ৭টিPlant Quarantine Stations এ কি পরিমাণ উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য বাংলাদেশে আমাদানি/রপ্তানি হয় তার একটি মাস ভিত্তিক তথ্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে উপরোল্লেখিত সুপারিশ/মতামত সমূহের একটি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন IMEDতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৯)

০১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

০৪। প্রকল্প এলাকা : ৩টি বিভাগ, ৯টি জেলা ও ৫৮টি উপজেলা

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত সময়ের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট ১৩৯৮০.৩১ ডিএই ৭৮৫৪.৬৭ এলজিডি ৬১৩৪.৬৪	মোট ১৫০৯৯.০০ ডিএই ৭৫১১.০০ এলজিডি ৭৫৮৮.০০	১২৭৮৭.৯১	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯	প্রযোজ্য নয়	২০%

০৬। অংগভিত্তিক অগ্রগতি:

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (ডিএই অংগ +এলজিইডি অংগ): (লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের আর্জন	
			বাস্তব (পরিমান /সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) রাজস্ব খাতঃ (ডিএই অংগ):						
১.	জনবল (বেতন ও ভাতাদি)	-	**১৩**	**৪৩৬.০০**	১৩	**৩৫৪.৭৪৫(৮১.৩৬)**
সরবরাহও সেবা :						
১.	অন্যান্য	-	-	২৬১.৫৯		২৫৯.৩৭৮ (৯৯.১৬%)
২.	নেটওয়ার্কিং এন্ড কম্পিউটার	থোক		১০.০০		১০.০০ (১০০%)
৩.	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক		৯.০৫		৯.০৪৬ (৯৯.৯৫%)
৪.	ভিডিও ডকুমেন্টেসন	থোক		২০.০০		১৯.৯৯৫ (৯৯.৯৭%)
৫.	প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন	থোক	থোক	২৯.০০	-	২৮.৯৩২ (৯৯.৭৩%)
৬.	পাবলিসিটি এন্ড এডভার্টাইজমেন্ট	থোক	থোক	২৪.০০	-	২৩.০৫৯ (৯৬.০৭%)
৭.	অফিস রেন্ট	থোক	থোক	১২.০০	-	১০.৬৮৭ ((৮৯.০৫%)
৮.	ভেহিকেল হায়ারিং	থোক	থোক	১২.৫০	-	১২.৪৩৬ (৯৯.৪৮)
৯.	সিডিএসটি এন্ড ভ্যাট	সংখ্যা	৩	৮৫.২৩	৩ (১০০%)	৮৫.২৩০ (১০০%)
১০.	কৃষক গ্রুপ গঠন	সংখ্যা	৫০০০	৪৫১.০০	৫০০০ (১০০%)	৪৫১.০০ (১০০%)
১১.	অফিসার ট্রেনিং	ব্যাচ	২০	৩২.৩৯	২০ (১০০%)	৩২.৩৯০ (১০০%)
১২.	এসএএও ট্রেনিং	ব্যাচ	৭২	৭০.৫৬	৭২ (১০০%)	৭০.৫৬০ (১০০%)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের আর্জন	
			বাস্তব (পরিমান /সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	**৫০০০**	**৯৫২.৪০**	**৫০০০ (১০০%)**	**৯০২.০০ (৯৪.৭১%)**
১৪.	কৃষি মেলা	সংখ্যা	৩৬	২১.৯৬	৩৬ (১০০%)	২১.৯৬০ (১০০%)
১৫.	কনসালটেন্ট সাপোর্ট লজিস্টিক ও অন্যান্য	এমএম	৮৪	২৩২.৮০	৮৪ (১০০%)	২১৫.১০৯ (৯২.৪০%)
১৬.	বেজলাইন সার্ভে	সংখ্যা	১	৩৬১.৬০	১ (১০০%)	৩৬.৫১৭ (১০.০৯%)
১৭.	ফাইনেনসিয়াল অডিটিং	থোক	থোক	৫২.৯২	৬	৪৯.৫১৮ (৯৩.৯৭%)
১৮.	বার্ষিক মুল্যায়ন	থোক	থোক	১২.৫০	৫	১২.৫০ (১০০%)
১৯.	মাঠ প্রদর্শনী	সংখ্যা	**১৫০০০**	**৭৮০.৯৬**	**১৫০০০ (১০০%)**	**৭২৮.৭৫১ (৯৩.৩১%)**
২০.	প্লানিং একটিভিটি ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৫	৮.০০	৫ (১০০%)	৮.০০ (১০০%)
২১.	প্রজেক্ট স্টার্টআপ ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	১	৫.৫০	১ (১০০%)	৫.৫০ (১০০%)
২২.	প্রজেক্ট কমপ্লিশন ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	১	৫.৬০	১ (১০০%)	৫.৫০ (৯৮.২১%)
২৩.	রিভিউ ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৪৫	৩২.৪০	৪৫ (১০০%)	৩২.৪০ (১০০%)
২৪.	আইডিবি ফেমিলিয়ারাইজেসন এন্ড রিভিউ ভিজিট	থোক	থোক	৪৯.২০	৪	৪৮.৮০৯ (৯৯.২০%)
২৫.	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন	সংখ্যা	৮১	১০৪.৮০	৮১ (১০০%)	১০১.৮৮৩ (৯৭.২১%)
২৬.	প্রিন্টিং মেটেরিয়াল	থোক	থোক	২১.০০	-	২০.৮৭৩ ((৯৯.৩৯%)
উপ-মোট সরবরাহ ও সেবাঃ				**৩৩৩৩.৯৬**	থোক	**৩২০২.০৩৮ (৯৬.০৪%)**
মেরামত ও সংরক্ষণঃ						
১.	যানবাহন	১৮.	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)
২.	অফিস বিল্ডিং	১৯.	থোক	৫১.০০	থোক	৫০.৯৯৪ (৯৯.৯৮)
উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণঃ			-	৬৬.০০	-	৬৫.৯৯৪ (৯৯.৯৯)
উপ-মোট (ক) রাজস্ব খার্তঃ ডিএই অংগ				**৩৮৩৫.৯৬**	-	**৩৬২২.৭৭৭ (৯৪.৪৪%)**
খ) মূলধন খাতঃ(ডিএই অংগ)						
১.	পিক আপ	সংখ্যা	১	২৮.৭৫	১ (১০০%)	২৮.৭৫ (১০০%)
২.	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	২২০	৮৯.৪৭	২২০ (১০০%)	৮৯.৪৭ (১০০%)
৩.	আসবাবপত্র (ট্রেঃসেঃ)	সংখ্যা	থোক	৪০.০৪	৬১৫	৩১.৪১৪ (৭৮.৪৫%)
৪.	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	৫৫	৮১.৭৯	৫৫ (১০০%)	৮১.৭৮৫ (৯৯.৯৯%)
৫.	জিপ	সংখ্যা	০২	৭৫.৪৬	০২ (১০০%)	৭৫.২৬২ (৯৯.৭৩%)
৬.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৪৬	১৯.৭৪	২৪৬ (১০০%)	১৯.৭৩ (৯৯.৯৪%)
৭.	কৃষি যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮০৯৯	৩২২০.২৩	৭৮৬৯	২৩৩২.৮৭১ (৭২.৪৪%)
উপ-মোট (খ) মূলধন খাতঃ ডিএই অংগ				**৩৫৫৫.৪৭৬**	**-**	**২৬৫৯.২৮২ (৭৪.৭৯%)**
মোট (রাজস্ব+ মূলধন) ডিএই অংগ				**৭৩৯১.৪৩৬**	**-**	**৬২৮২.০৫৯ (৮৪.৯৯%)**
প্রাইজ কনটিনজেন্সি (আরপিএ)				**১১৯.৫৮**	-	**০.০০ (০%)**
সর্বমোট ডিএই অংগ খরচ				**৭৫১১.০০**	**-**	**৬২৮২.০৫৯ (৮৩.৬৪%)**
ক) রাজস্ব খাতঃ(এলজিইডি অংগ)						
১.	জনবল (বেতন ও ভাতাদি)		১	**৫৩.০০**	**-**	**৩১.৪৪ (৫৯.৩২%)**
২.	**সরবরাহ ও সেবা :**	থোক	থোক	৮৬.৩৯	-	৭৫.৬০ (৮৭.৫১%)
৩.	**মেরামত ও সংরক্ষণঃ**	থোক	থোক	২০.৮০	-	১৪.৩৩(৬৮.৮৯%)
উপ-মোট (ক) রাজস্ব খার্তঃ		**-**	**-**	**১৬০.১৯**	**-**	**১২১.৩৭ (৭৫.৭৭%)**
খ) মূলধন খাতঃ (এলজিইডি অংগ)						
অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র						

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের আর্জন	
			বাস্তব (পরিমান /সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	ফটোকপিয়ার, এয়ারকন্ডিশানর, ও স্ক্যানার	সংখ্যা	৫	৭.২৩	-	৫.৮৩ (৮০%)
৫.	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স ও আইপিএস	সংখ্যা	৮	৫.৫৫	-	৫.২৪ (৯৪.৪১%)
৬.	ফার্ণিচার	সংখ্যা	৩৭	৩.০৫	-	৩.০৫ (১০০%)
৭.	ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪২	৯.৯৩	-	৯.৯৩ (১০০%)
উপমোট (অফিস সরঞ্জমাদি ও যন্ত্রপাতি)			**৯৪**	**২৫.৭৬**	**-**	**২৪.০৫**
৮.	ডিএই আঞ্চলিক অফিস বরিশাল এর সম্প্রসারণ ও পুনঃ নির্মাণ	সংখ্যা	১	১৯০.০০	১(১০০%)	১৮২.৫১(৯৬.০৫%)
৯.	উপজেলা ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	৯	৭১৫.৫০	৯ (১০০%)	৭১২.৮২ (৯৯.৬২%)
১০.	মাটি পরিক্ষা ও অন্যান্য	সংখ্যা	৯	৪.৫০	৯ (১০০%)	৩.০৮ (৬৮.৪৪%)
১১.	ক্ষুদ্র সেচ নালা নির্মাণ	কিঃ	৫৫	১৪৩০.০০	৪৮.১২(৮৭.৪৯%)	১২৯৪.১৪(৯০.৫০%)
১২.	সেচ নালা পূনঃখনন করা	কিঃ	৫৯.৫০	৫৩৫.৫০	৪৫.০৮(৭৫.৭৬%)	৪২৩.৫১(৭৯.০৮%)
১৩.	নেট সেড নির্মাণ করা	সংখ্যা	২	৬.৮০	২(১০০%)	৬.৭৭(৯৯.৫৬%)
১৪.	গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন করা	কিঃ মিঃ	৬.৫০	৫৮.৫০	৬.২৭(৯৬.৪৬%)	৭৪.৩৫(১২৭.০৯%)
১৫.	ইউনিয়ন সড়ক বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা	কিঃ মিঃ	১৫.৫০	৯২৬.৯০	১৫.৫৮(১০০.৫৪%)	৮৪৫.৮১ (৯১.২৫%)
১৬.	গ্রাম্য সড়ক বিটুমিনাস কাপেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা	কিঃ মিঃ	৩০	১৪৫৫.০০	২৭.২৬(৯০.৮৫%)	১১৬৩.৭৯(৭৯.৯৯%)
১৭.	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	৬	১৫০.০০	৫ (৮৩.৩৩%)	১২৭.৬৭ (৮৫.১১%)
১৮.	ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণ করা	মিঃ	৩২৮	১৩৭৭.৬০	৩১১.০৬(৯৪.৮৪%	১৩৩৫.৯৮(৯৬.৯৮%)
১৯.	ল্যান্ডিং স্টেজ নির্মাণ করা	সংখ্যা	৯	১৯০.৮০	৯(১০০%)	১৯০.০০(৯৯.৫৮%)
উপমোট কন্সট্রাকশন ওয়ার্কস				**৭০৪১.১০**	**-**	**৬৩৬০.৪৩**
উপমোট (ক+খ)				**৭০৬৬.৮৬**	**-**	**৬৩৮৪.৪৮**
মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ) এলজিইডি অংশ				**৭২২৭.০৫**	**-**	**৬৫০৫.৮৫**
২০.	ফিজিকাল			৩৬০.৯৫	০.০০	০.০০(০%)
২১	প্রাইজ কনটিনজেন্সি			০.০০	-	০.০০
সর্বমোট (এলজিইডি অংশ)			**-**	**৭৫৮৮.০০**	**-**	**৬৫০৫.৮৫ (৮৫.৭৪%)**

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** আইডিবি'র অনুমোদন না পাওয়ায় ডিপিপিভুক্ত পরিমাণের চেয়ে ২৩০টি পাওয়ার থ্রেসার কম সরবারহ করা হয়েছে। এছাড়া ৬.৮৮ কিঃমিঃ ক্ষুদ্র সেচনালা, ১৪.৪২ কিঃমিঃ সেচনালা পুনঃখনন, ২.৭৪ কিঃমিঃ গ্রাম্য সড়কের বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন, ২৬.৯৪ মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট এবং একটি গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন কম করা হয়েছে। আবহাওয়ার বিরূপ পরিবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির কারণে কাজগুলো কম করতে হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা যায় তবে এতে উদ্দেশ্য পূরণে খুব একটা বাধা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

০৮। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি:

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকের বাড়িঘর, ফসল ও প্রাণি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাছাড়া অবস্থানগত কারণে দারিদ্রতা ও অপুষ্টি এলাকার একটি বড় সমস্যা। এ এলাকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দ্রুত দারিদ্রতা নিরসন করা খুবই জরুরী। উচ্চমূল্যের শাকসবজি, ফল এবং অন্যান্য উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল প্রাকৃতিক কারণে উন্নয়নের দিক থেকে বেশ পিছিয়ে। এ এলাকা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত তত উন্নত নয়। লবণাক্ততা সমস্যা, লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসলের জাতের অভাব, মৃত্তিকা উর্বরতা রক্ষার অব্যবস্থাপনা, অনিয়ন্ত্রিত পানি, আধুনিক প্রযুক্তির স্বল্প ব্যবহার, বছরের পর বছর একই ফসলের চাষ, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে এ এলাকার ফসলের উৎপাদনশীলতা খুবই কম। উন্নত বীজ, সুষম সার, সঠিক ফসল রক্ষার ব্যবস্থা ও সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া কৃষকের উৎপাদিত ফসলের সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ। এ লক্ষ্যে মাঠ ফসল, ফল, শাক-সবজি এবং মসলার আবাদ এলাকা যথাক্রমে ২০%, ২৫%, ১০% ও ১৫% বৃদ্ধি করা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫% বৃদ্ধি করা;
- বসতবাড়ির আশেপাশে পতিত জমিতে ফল ও সবজি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। সে লক্ষ্যে দ্ররিদ্য কৃষকের মাথপিছু আয় ২৫% পর্যন্ত এবং পুষ্টিমান (Nutriational Status) ২৫% বৃদ্ধি করা;
- ফল গাছ, মাল্টিপারপাস ট্রি প্লান্টেশন এবং পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রশমন করা এবং জৈব ও অজৈব সারের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা;
- কৃষক গ্রুপ গঠন, উন্নয়ন ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ দরিদ্র কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- খামার যান্ত্রিককরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন ফসল উৎপাদন কলাকৌশলের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং
- গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার কাঠামো উন্নয়ন করা।

৮.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

ক্রঃনং	প্রকল্পের মূল অঙ্গ সমূহ	আরডিপিপি অনুযায়ী
০১	চাষী দল গঠন	৫০০০টি
০২	কৃষক প্রশিক্ষণ	৫০০০ ব্যাচ
০৩	প্রদর্শনী স্থাপন	১৫০০০টি
০৪	উপজেলা ট্রেনিং সেন্টার	৯টি
০৫	গ্রামীণ রোড (বিটুইন কার্পেটিং) নির্মাণ	৩০ কিঃমিঃ
০৬	ইউনিয়ন রোড (বিটুইন কার্পেটিং) নির্মাণ	১৫.৫০ কিঃমিঃ
০৭	ক্ষুদ্র সেচনালা তৈরি	৫৫ কিঃমিঃ
০৮	সেচনালা পুনঃখনন	৫৯.৫ কিঃমিঃ
০৯	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৩২৮ মিঃ
১০	গ্রামীণ বাজার নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	৬টি

০৯। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন:

আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৩৯৮০.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তিতে প্রকল্পটি ১৫০৯৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই

২০১৩ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯/০৩/২০১৭ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রি কর্তৃক ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

১০। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়			
			মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১৩-১৪	২০৭.০০	৭২.০০	২০৫.৯৯	৭০.১৩৪	১৩৪.৯৬৪৮	১.৬০
২০১৪-১৫	১২২২.০০	৫৫৭.০০	১২০৩.৭২৯	৫৪২.০১৯	৬৬১.৭১৪৯	৯.৪১
২০১৫-১৬	২৮৭৬.০০	২৮০.০০	২৮৫৯.০০১	২৭২.০৩৪	২৫৮৬.৯৬৭	২২.৩৫
২০১৬-১৭	২০৪২.০০	৪০২.০০	২০৩৮.৭৭৩	৩৯৯.৯৭৯	১৬৩৮.৭৯৪	১৫.৯৪
২০১৭-১৮	৩৫৬৯.০০	১০০৯.০০	৩৫৬২.০৯১	১০০৪.৪২৮	২৫৫৭.৬৬৪	২৭.৮৬
২০১৮-১৯	৩২০২.০০	১৩৫৩.০০	২৯১৯.২১৬	১৩৪৬.০৯৩	১৫৭৩.১২৩	২২.৮২
সর্বমোট	**১৩১১৮.০০**	**৩৬৭৩.০০**	**১২৭৮৭.৯১**	**৩৬৩৪.৬৮**	**৯১৫৩.২৩**	**১০০.০০**

১১। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও মোবাইল	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	
				যোগদানের তারিখ	অব্যহতির তারিখ
০১	ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম উপপরিচালক, ০১৭১৮-২৯৪৪৯৮	পূর্ণকালীন	-	০৫/০৯/২০১৩	৩০/০৬/২০১৯

১২। সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন: গত ১৩-১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ কামাল হোসেন কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পটির বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২.১। <u>অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চল, বরিশাল এর কার্যালয় এর নতুন ভবন পরিদর্শন:</u>

বরিশাল বিভাগীয় শহরের বগুড়া রোড এলাকায় অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল বরিশালের নিজস্ব ক্যাম্পাসে প্রকল্প নির্মিত অতিরিক্ত পরিচালকের নতুন ভবনটি পরিদর্শন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক এর কার্যালয়টি বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। এ ক্যাম্পাসের অতিরিক্ত পরিচালক এর কার্যলয়ের পুরাতন ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে ডিপিপি'র ডিজাইন অনুযায়ী ৪র্থ তলা ভিতের ওপর ২য় তলা বিশিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চল, বরিশাল এর নতুন ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনটির প্রতিটি ফ্লোর প্রায় ২৪৬০ বর্গফুট বিশিষ্ট । বর্তমানে উক্ত ভবনের ২য় তলায় অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল, বরিশালের অফিস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জানা গেছে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪র্থ তলা ভিতের উপর ২য় তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয় এবং যার কার্যাদেশ মূল্য ছিল ১,৮২,৪৬,৭৬৩.০০ টাকা। নির্মাণ ঠিকাদার সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ০৫/০১/২০১৬ তারিখে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে ভবনটির ২য় তলায় বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলমান। ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আবতাব উদ্দিন ও উপপরিচালক, ডিএই,বরিশাল জনাব তৌহিদুল আলম সহ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ডিএই ও এলজিইডি কর্মকর্তা ও প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক প্রতিনিধিরা জানান যে ভবনটি নির্মাণের ফলে অফিস কাজ পরিচালনার সুবিধা ও কৃষক প্রশিক্ষণ,বিভাগীয় সভা পরিচালনায় জন্য নীচ তলার প্রশিক্ষণ হলরুমটি খুবই উপকারে আসছে। অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয় জানান তিনি দীর্ঘদিন যাবত সমাপ্ত এ প্রকল্পটির সাথে কাজ করেছেন । এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকেরা উপকৃত হয়েছে। তিনি আরো বলেন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এ এলাকার উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাতের সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ফলবাগান স্থাপন ও গ্রামীণ যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি ব্যাপক অবদান রেখেছে। কৃষক প্রতিনিধি জানান বরিশাল জেলার সদর উপজেলার পূর্বচরকাউয়া গ্রামে একটি পাকা ক্ষুদ্র সেচ নালা নির্মিত হয়েছে। উক্ত গ্রামের কৃষকগ্রুপের জনাব মোঃ বাবুল হাওলাদার (মোবাইল ০১৯৯৮-৬০৪০৬৭) জানান যে এ এলাকায় পাকা সেচ নালা নির্মাণ করায় রোরো মৌসুমে প্রায় ৩০০ একর ধান চাষের জমি সেচের আওতায় এসেছে। ফলে কৃষকগণ সেচের পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। বরিশাল জেলার সদর উপজেলার লাকুটিয়া দানা ফসল কৃষক গ্রুপের সেক্রেটারী জনাব মোঃ জাকির হোসেন (মোবাইল ০১৬৮৭২৫৯৮৯৭) জানান যে তার গ্রুপ প্রকল্প হতে একটি পাওয়ার টিলার ও একটি ধান মাড়াই যন্ত্র পেয়েছে। মেশিনগুলি ভালো অবস্থায় আছে। মেশিন পাওয়ায় গ্রুপের সদস্যরা উপকৃত হয়েছে। তিনি জানান প্রকল্প হতে ব্রিধান-৭৪

এর জাত প্রদর্শনী করে ভালো ফলাফল পাওয়ার এলাকায় জাতটির ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। তিনি দাবী করেন সেচের অভাবে এখনো এলাকার অনেক বোরো জমি অনাবাদি থাকে। এলাকায় আরো কিছু সেচ নালা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১২.২। <u>বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টার পরিদর্শন:</u> নির্মিত উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টারটি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত। দ্বিতল এই ভবনটির প্রতিটি ফ্লোর প্রায় ১৪২০ বর্গফুট বিশিষ্ট। বর্তমানে ভবনটির ১ম তলায় কৃষক প্রশিক্ষণ হল রুমে উপজেলার কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে উপজেলার অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২য় তলাটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জানা গেছে ডিপিপি'র ডিজাইন অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪র্থ তলা ভিতের ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়; যার কার্যাদেশ মূল্য ৭৭,৪৫,২৭৩.০০ টাকা মর্মে জানা যায়। ২৫/০৩/২০১৮ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। ঠিকাদার কতৃক ০২/০৪/২০১৯ তারিখে সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে ভবনটির ২য় তলায় বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় হিসাবে দাপ্তরিক কাজকর্ম চলছে। নিচ তলায় ৮০ জন কৃষকের ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অফিস কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া আরো জানা যায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল আসবাবপত্র প্রকল্প হতে প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরেজমিনে উপস্থিত জনাব মোঃ রতন আলী শরিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা (বীর প্রতীক) মোবাইল নম্বর (০১৭২৯-৫৪৫৯৭২) জানান যে আমার বাড়ি এ অফিসের কাছাকাছি। এ ভবনটি নির্মাণের ফলে কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগে খুবই সহজ হয়েছে এবং এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলবাগান প্রদর্শণীস্থাপন করে তিনি লাভবান হয়েছেন। এছাড়াও তাঁর এলাকায় প্রকল্প হতে ০১ (এক) কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি সেচ নালা করায় প্রায় ১০০ একর জমি সেচের আওতায় আসায় কমপক্ষে ২৫০ মেঃ টন ধানের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপপরিচালক, ডিএই ,বরিশাল জেলা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জানান যে ভবনটি নির্মাণের পূর্বে এ উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তার নিজস্ব অফিস ভবন ছিল না। তাছাড়া কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ সেন্টার ছিল না । এ ভবনটি নির্মিত হওয়ায় বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে।

১২.৩। <u>বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় ক্ষুদ্র সেচনালা পরিদর্শন:</u> বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রাকুদিয়া গ্রামে প্রকল্প হতে একটি পাকা ক্ষুদ্র সেচনালা নির্মিত হয়েছে। উক্ত গ্রামের রাকুদিয়া দানা ফসল কৃষক গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রত্তন আলী শরীফ (বীর প্রতীক) জানান যে এ এলাকায় প্রকল্প কর্তৃক ৯৫০ মিটার দীর্ঘ পাকা সেচনালা নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে ৭০ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের রোরো ধানের চাষ হচ্ছে যেখানে পূর্বে কোন উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষ হতো না। তাছাড়া আগে এলাকায় যেখানে দুইটি ফসল হতো বর্তমানে সেখানে তিনটি ফসল হচ্ছে। তিনি বলেন পাকা সেচনালা নির্মাণ করায় পানির অপচয় রোধ হয়েছে এবং কৃষকগণ সেচের পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন প্রকল্প হতে প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ধানের নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রিধান -৮৭ ও ব্রিধান -৮৯ চাষ করে তারা লাভবান হয়েছেন।

১২.৪। <u>বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর (খানপুর) হতে নোমরহাট পর্যন্ত গ্রামীণ রাস্তা পরিদর্শন:</u> এ প্রকল্পের আওতায় রহমতপুর (খানপুর) হতে নোমরহাট ইউনিয়ন পর্যন্ত ৭০০ মিটার গ্রামীণ রোড বিটুমিনাস কার্পেটিংসহ নির্মাণ কাজের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, বাবুগঞ্জ বরিশাল জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম জানান যে, এ রাস্তা নির্মাণের জন্য মোট ৩৩,৭১,৯৪৪/- টাকা ব্যয় হয়েছে। ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। ঠিকাদার ০১/১২/২০১৬ তারিখে সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা (উপকারভোগীদের) সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এই গ্রামীণ রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় স্বল্প সময়ে কৃষি পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ও গণযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

১২.৫। <u>বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর ও জয়শ্রী গ্রামে ক্ষুদ্র ফল বাগান স্থাপন প্রদর্শনী পরিদর্শন:</u> বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর গ্রামের দক্ষিণ শিকারপুর ফল ফসল কৃষক গ্রুপের সদস্য জনাব শ্যামল ব্যানার্জীর বাড়ির আঙ্গিনায় ২০ শতাংশ জমিতে প্রকল্পের সহায়তায় স্থাপিত বারি মাল্টা-১ জাতের ক্ষুদ্র ফল বাগান প্রদর্শনীটি ডিএইর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ পরিদর্শন করি। জনাব শ্যামল ব্যানার্জী (মোবাইল ০১৭১১৯৪৯৬৩৭ জানান প্রকল্প হতে ২০১৪ সালে ৪০ টি মাল্টার চরা দ্বারা ফলবাগান প্রদর্শনীটি স্থাপিত হয়েছিল। তিনি জানান এ বাগান থেকে ২০১৮ সালে তিনি ৬৫,০০০.০০ টাকার ফল বিক্রয় করেন, ২০১৯ সালে ১,৭০,০০০.০০ টাকার ফল বিক্রয় করেন এবং এ বৎসর ২০২০ সালে ২,৪০,০০০.০০ টাকার মাল্টা ফল বাজারে বিক্রয় করেন। শ্যামল ব্যানার্জী আরো জানান এ ফল বাগানের ভাল ফলাফল দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ উদ্দোগে আরো ৬টি মাল্টা বাগান স্থাপিত হয়েছে। এরপর বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার জয়শ্রী গ্রামের জয়শ্রী ফল ফসল কৃষক গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা প্রকল্পের সহায়তায় স্থাপিত একটি আম্রপলি জাতের আমের ক্ষুদ্র ফল বাগান প্রদর্শনী ও একটি বারি মাল্টা -১ জাতের ক্ষুদ্র ফল বাগান প্রদর্শনী ডিএইর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ পরিদর্শন করি। কৃষক গ্রুপের সভাপতি মোঃ জোবায়ের হোসেন (মোবাইল ০১৭১৬-৮৮২৩৪৫) জানান প্রকল্পের মাধ্যমে

ফলবাগান প্রদর্শনী পাওয়ায় তারা ফল বিক্রয় করে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন। তিনি আরো জানান প্রকল্প হতে তাদের গ্রুপে ১ টি পাওয়ার টিলার পেয়েছেন। বর্তমানে উক্ত পাওয়ার টিলারটি চালু রয়েছে। টিলার পওয়ায় তারা অল্প খরচে জমিচাষ করতে পারছেন সাথে সাথে গ্রুপের বাহিরের চাষিদের নিকট টিলারটি ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিয়ে গ্রুপের তহবিল বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। তিনি বলেন গ্রুপের সঞ্চিত তহবিল দিয়ে তারা ৩টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছের চাষ করছেন। তিনি আরো বলেন প্রকল্পের সহায়তায় গ্রুপের মাধ্যমে কাজ করে আজ তারা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ।

১২.৬। বানারীপাড়া উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টার পরিদর্শন: নির্মিত উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টারটি বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্সে অবস্থিত। এ ভবন নির্মাণের পূর্বে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিজস্ব অফিস ভবন ছিল না। এই ভবনটির প্রতিটি ফ্লোর প্রায় ১৪২০ বর্গফুট বিশিষ্ট। নির্মিত ভবনের ২য় তলায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জানা গেছে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪র্থ তলা ভিতের ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়; যার কার্যাদেশ মূল্য ৮৫,২৮,৪৪.৭৭ টাকা মর্মে জানা যায়। ০২/০৪/২০১৮ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। ঠিকাদার ০৯/০৪/২০১৯ তারিখে সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে ভবনটির ২য় তলায় বানরীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়। নিচ তলায় ৮০ জন কৃষকের ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অফিস কক্ষ রয়েছে। উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টারে সরেজমিনে উপস্থিত জনাব মোঃ জামাল শরিফ, বড়ভৈচর চাখার, প্রকল্পের কৃষক গ্রুপের সদস্য, মোবাইল নম্বর (০১৭১২-৪৬১৬৭৭) জানান যে, এ ভবন টি নির্মাণের ফলে কৃষি অফিসের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি জানান যে প্রকল্পের মাধ্যমে এ এলাকার উপযোগী নতুন নতুন জাতের দানাদার ফসল চাষ করে তিনি লাভবান হয়েছেন। এ প্রকল্পের সহায়তায় গ্রুপভিত্তিতে একটি মাড়াই মেশিন ও পাওয়ার টিলার পেয়েছেন। বর্তমানে উক্ত মেশিনগুলো এখনোও সচল রয়েছে। তিনি বলেন তাদের গ্রুপের ব্যাংক একাউন্টে প্রায় ৮০,০০০/- টাকা সঞ্চয় রয়েছে । তিনি আরোও জানান যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে লবন সহিষ্ণু ব্রি ধান-৪৭জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান প্রদর্শনীর মাধ্যমে আবাদ করে লাভবান হয়েছেন। উপপরিচালক, ডিএই, বরিশালসহ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জানান যে ভবনটি নির্মাণের ফলে অফিস কাজ ও কৃষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা সুবিধা হয়েছে। তারা আরো জানান যে স্থানের অভাবে উপজেলার অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১২.৭। ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় গার্ডার ব্রীজ পরিদর্শন: ঝালকঠি জেলায় নলছিটি উপজেলার মুনিয়ারজোর রানাপাশায় অবস্থিত উক্ত ব্রীজটি ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য। উক্ত ব্রীজটি ভবানীপুর বাজার ও তেতুলিয়া বাজার এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এ ব্রীজ নির্মাণে মোট ২,৬৮,২১,৩৮০.০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে । গার্ডার ব্রীজ নির্মাণের জন্য ২৭/০১/২০১৬ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। ঠিকাদার ৩০/০১/২০১৮ তারিখে সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা (উপকারভোগীদের) সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ব্রীজটি নির্মাণ হওয়ায় কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে এবং এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক জনাব দ্বীন মোহাম্মদ খান জানান যে ভবানীপুর ও তেতুলিয়া গ্রামের কৃষকেরা এখন ৬০ থেকে ৭০ হেক্টর বেশি জমিতে ফসল আবাদ করতে পারছেন।

১২.৮। রাজাপুর উপজেলায় নির্মিত কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টার পরিদর্শন: নির্মিত উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টারটি ঝালকাঠি জেলার রাজারপুরউপজেলা কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত। ভবনটির নির্মাণের পূর্বে এ উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তার নিজস্ব অফিস ভবন ছিল না। ডিপিপি'র ডিজাইন অনুযায়ী এই দ্বিতল ভবনটি ৪ তলা ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হয়েছে যার প্রতিটি ফ্লোর প্রায় ১৪২০ বর্গফুট বিশিষ্ট। উক্ত ভবনের ২য় তলায় রাজাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে এবং নিচ তলায় কৃষক প্রশিক্ষণ হলরুম রয়েছে। জানা গেছে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এইভবনটির নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়যার কার্যাদেশ মূল্য ৭৯,৪৫,৭৬৫.০০/- টাকা ছিল মর্মে জানা যায়। ঠিকাদার ১০/০২/২০১৯ তারিখে সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সরেজমিনে উপস্থিত জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান, গ্রামঃ উত্তর তারাবুনিয়া, সাঁথিয়া, রাজাপুর মোবাইল নম্বর (০১৭৮৬-০৮১৭২২) জানান যে, এ ভবন টি নির্মাণের ফলে কৃষি অফিসে কৃষক প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান প্রকল্পের মাধ্যমে সবজি চাষ করে তারা লাভবান হয়েছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিতে স্প্রে মেশিন ও সবজি প্রদশর্নী পেয়েছেন এবং বর্তমানে উক্ত মেশিনটি এখনও সচল রয়েছে।তিনি আরো বলেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়েছেন।

১২.৯। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার গালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে কাঠালিয়া বাজার পর্যন্ত নির্মিত ইউনিয়ন রাস্তা পরিদর্শন: ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার গালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে কাঠালিয়া বাজার ভায়া গালুয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত প্রায় ১০৩২ মিটার দৈর্ঘ্যে যা পূর্বে কাচা রাস্তা ছিল। বর্তমানে বিটুমিনাস কার্পেটিংসহ ১০৩২ মিটার

রাস্তা পাকা করা হয়েছে। এতে করে উক্ত দুই গ্রামের বাসিন্দাদের চলাচলের সুবিধা হয়েছে এবং কৃষি পণ্য সহজ পরিবহন ও যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে।

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চল, বরিশাল এর কার্যালয় এর নতুন ভবন পরিদর্শন</td><td>বাবুগঞ্জ উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টার পরিদর্শন</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর (খানপুর) হতে নোমরহাট পর্যন্ত গ্রামীণ রাস্তা পরিদর্শন</td><td>বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর ও জয়শ্রী গ্রামে ক্ষুদ্র ফল বাগান স্থাপন প্রদর্শনী পরিদর্শন</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় গার্ডার ব্রীজ পরিদর্শন</td><td>রাজাপুর উপজেলায় নির্মিত কৃষক প্রশিক্ষণ সেন্টার পরিদর্শন</td></tr>
</table>

১৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নাত্তোর কাজের বর্তমান অবস্থা: পরিদর্শিত এলাকায় প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক গ্রুপসমূহ কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছে মর্মে দেখা যায়। প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী,উদ্ভুকরণ ভ্রমণ ও কৃষি মেলা থেকে আহরিত আধুনিক কৃষি উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক জ্ঞান ফসল উৎপাদনে ব্যবহার এবং কৃষি যন্ত্রপতির ব্যবহার করে প্রকল্পের কৃষক গ্রুপসমূহ সফলভাবে কৃষি উৎপাদনে কাজ নিয়োজিত আছে। প্রকল্প হতে স্থাপিত স্থায়ী ক্ষুদ্র ফলবাগানসমূহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণসহ আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ক্ষুদ্র সেচ নালাসমূহ ও পুনঃখননকৃত খাল সমূহ প্রকল্প এলাকায় পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করে যাচ্ছে।তাছাড়া প্রকল্প হতে নির্মিত গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা, গ্রাম্য সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট, এবং বাজার অবকাঠামো

উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে বর্তমানে ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। পটুয়াখালী ও বরগুনা হর্টিকালচার সেন্টারে নির্মিত ২টি নেট সেড ফলবৃক্ষের চারা উৎপাদন ও সংরক্ষণে ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ডিএই আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল এবং ৯টি উপজেলা ট্রেনিং সেন্টারসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

১৪। জনবল: প্রকল্প সরাসরি ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত সকল কর্মচারি এবং কনসালটেন্টদ্বয় প্রকল্প সমাপ্তির দিন হতে অব্যাহতি পেয়েছে। প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রেষণাদেশ বাতিল করা হয় এবং এল আর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পে কোন জনবল নাই।

১৫। অডিট আপত্তি:

ক্রমিক নং	অডিট বৎসর	অডিট রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	অডিট আপত্তির সংখ্যা			আপত্তি নিষ্পত্তি অবস্থা	
			ডিএই (অংগ)	এলজিইডি (অংগ)	মোট	ডিএই (অংগ)	এলজিইডি (অংগ)
১	২০১৩-১৪	০৭-১০-২০১৫	১	০	১	নিষ্পত্তি হয়েছে।	-
২	২০১৪-১৫	০৪-০৮-২০২৬	৩	১	৪	নিস্পত্তি হয়েছে।	নিষ্পত্তি হয়েছে।
৩	২০১৫-১৬	০৮-০৮-২০১৭	৭	৪	১১	নিষ্পত্তি হয়েছে।	নিষ্পত্তি হয়েছে।
৪	২০১৬-১৭	১১-০৬-২০১৮	৫	৩	৮	নিষ্পত্তি হয়েছে।	নিষ্পত্তি হয়েছে।
৫	২০১৭-১৮	৩১-১২-২০১৯	৩	২২	২৫	নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আছে।	নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আছে।
৬	২০১৮-১৯	৩১-১২-২০১৯	৫	১	৬	নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আছে।	নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আছে।

১৫.১ প্রকল্প পরিচালকের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় জানা যায় ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের ০৯টি জেলা থেকে কৃষক গ্রুপে বিতরণকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ৩০% মূল্য চালানের মাধ্যমে জমা দেওয়ার বিধান ছিল। পরিদর্শনকালে চালানের কপি প্রদর্শন করতে না পারায় বিষয়টি অডিট আপত্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে সবগুলি চালান সংগ্রহ করে অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব দেওয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। বিষয়টি নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৫.২ অন্য উল্লেখযোগ্য আপত্তি ছিল জিওবি খাতে এলজিইডি অংগের খরচের এজি'র প্রত্যায়ন দেওয়া হয় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান এলজিইডি'র খরচের হিসাব এজি থেকে সংগ্রহ করে ব্রডশিট জবাব দেওয়া হয়েছে। আপত্তি নিস্পত্তির অপেক্ষায় আছে মর্মে জানা যায়।

১৬। প্রকল্প বাস্তাবায়োনোত্তর প্রভাবঃ প্রকল্প বাস্তবায়োনোত্তর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবসমূহ নিম্নরুপঃ

১৬.১। সক্ষমতা উন্নয়ন: প্রকল্পটি কৃষির আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, কৃষি মেলা, মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫০০০টি কৃষকগ্রুপের মোট ১,৫০,০০০ জনকৃষক- কৃষাণীসদস্য এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের সম্পসারণ কর্মীদের বাংলাদেশের দক্ষিণ –পশ্চিম অঞ্চলের উপযোগী ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, জৈব ও অজৈব সারের সমন্বিত ব্যবহার, সুষম সারের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় হালনাগাদ জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকারভোগীদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে তাদের কৃষির প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন ও নিজ জামিতে নতুন নতুন কলাকৌশল ব্যবহার বিষয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬.২। প্রশিক্ষণ সুবিধা ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ প্রকল্প ভুক্ত ৯টি উপজেলার নির্মিত ৯টি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকার কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে যার সুফল কৃষককূল দীর্ঘদিন পেতে থাকবে।

১৬.৩। শস্য বহুমূখীকরণ জোরদার হওয়া: পরিদর্শন কালে উপকারভোগীরা জানান যে, প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ - পশ্চিম অঞ্চলের উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও নতুন নতুন জাতের প্রদর্শনী কৃষক গ্রুপের সদস্য দিয়ে করানো হয়েছে। গ্রুপভুক্ত কৃষকগণ নিজে হাতে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করায় ফসল ও জাত সর্ম্পকে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং ভালো ফলন পেয়েছে। পরবর্তীতে তারা ও আশেপাশের প্রতিবেশী চাষীরা সেই সব নতুন নতুন ফসল ও জাত সেই এলাকায় সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প এলাকায় নতুন ফসল হিসাবে মাল্টা, খাটো জাতের নারিকেল, আম্রপলি আম ও ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি এলাকায় শস্য বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে এবং শস্য বহুমূখীকরণে ভূমিকা রেখেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬.৪। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন: সেচের পানির অপচয় রোধ, সেচের পানির দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যেমে পাকা ক্ষুদ্র সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া পরিবেশ বান্ধব সেচ সুবিধা সম্পসারণের লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সেচনালা/খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। পুনঃখননকৃত সেচ নালা অথবা খালের পানি সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রকল্প থেকে ৫৭৫টি এলএলপি কৃষক গ্রুপসমূহকে ভর্তুকি মুল্যে প্রদান করা হয়েছে। সেচের পানি ব্যবহারের বিষয়ে কৃষক গ্রুপের কৃষক ও কৃষাণীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৬.৫। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ: প্রকল্প এলাকায় অল্প খরচে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করতে ও গ্রুপের সদস্যদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক গ্রুপে ও ডিএই এর উপজেলা ও জেলা অফিসসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। এসকল কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল ১০০০টি পাওয়ার টিলার, ৫৭৫টি এলএলপি, ১০০৫টি পাওয়ার থ্রেসার, ৪৭৫০টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ৪০০ টি ফুট পাম্প, ৬৭ গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার ও ৭২ টি সেলাইনিটি রিফ্রেক্টোমিটার। এতে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এবং উৎপাদন খরচ কমেছে। কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ গ্রুপের সদস্যদের বাহিরে প্রতিবেশী চাষিদের নিকট ভাড়ায় খাটিয়ে গ্রুপসমূহ অধিক মুনাফা অর্জন করেছে যাতে গ্রুপের সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

উদ্দেশ্য	অর্জিত
ক) এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ। এ লক্ষ্যে মাঠ ফসল, ফল, শাক-সবজি এবং মসলার আবাদ এলাকা যথাক্রমে ২০%, ২৫%, ১০% ও ১৫% বৃদ্ধি করা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫% বৃদ্ধি করা।	সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প এলাকায় বোরো ফসল আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১% এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২%, আমন ফসল আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ২১% এবং উৎপাদন বৃদ্ধিপেয়েছে ৩৬%, ভুট্টার আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩৭%, শাক-সবজি আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯%, সেচের আওতায় জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩%, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এলাকা বেড়েছে ৫%। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় নতুন ফসল হিসাবে মাল্টা, খাটো জাতের নারিকেল ও ভুট্টার আবাদ শুরু হয়েছে এবং বছর বছর তা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে জান যায় ২০১৪-১৫ সালে বরিশাল অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা ছিল ২০৮.২১% এবং ২০১৮-১৯ সালে শস্যের নিবিড়তা হয়েছে ২১৪%, অর্থাৎ শস্যের নিবিড়তা প্রায় ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।
খ) বসতবাড়ির আশেপাশে পতিত জমিতে ফল ও সবজি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। সে লক্ষ্যে দ্ররিদ্য কৃষকের মাথপিছু আয় ২৫% পর্যন্ত এবং পুষ্টিমান (Nutriational Status) ২৫% বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পের ক্ষুদ্র চাষিদের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৃষক গ্রুপে ২০০০টি বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান প্রদর্শনী, ১০০০টি উচ্চমান সবজি বাগান, ১০০০টি বালাইনাশক মুক্ত সবজি উৎপাদন প্রদর্শনী এবং ৩০০০টি ক্ষুদ্র ফল বাগান প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত প্রদর্শনীর ভালো ফলাফলে প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগানের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭% যা ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণে ভুমিকা রেখেছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আয় কত % বেড়েছে এবং পুষ্টিমান কত % বেড়েছে তার তথ্য জানা যায় নাই।
গ) ফল গাছ, মাল্টিপারপাস ট্রি প্লান্টেশন এবং পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন করা এবং জৈব ও অজৈব সারের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা;	প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন করা জন্য ৩০০০ টি ক্ষুদ্র ফল বাগান প্রদর্শনী স্থাপন করা হয় তার মধ্যে ১০০০ টি ক্ষুদ্র ফল বাগান, ১০০০০ টি মিশ্র ফল বাগান ও ১০০০ টি দেশীয় ফল বাগান প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে নারিকলে, খাটো জাতের নারিকেল, বারি মাল্টা-১, আম, লিচু , বাউকুল ইত্যাদি পরিবেশ বান্ধব ফলবৃক্ষ রোপন করা হয়। পরিবেশ বান্ধব কৃষি কলাকৌশল হিসাবে ধান ও ভুট্টার সুষম সারের ব্যবহার, ধান চাষে গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার ইত্যাদি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় ও গ্রুপের সভায় গ্রুপভুক্ত কৃষক কৃষাণীদের ফসল উৎপাদনে সুষম সারের ব্যবহার, মাটির

উদ্দেশ্য	অর্জিত
	স্বাস্থ্য, জৈব ও রাসায়নিক সারের গুরুত্ব ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
ঘ) কৃষক গ্রুপ গঠন, উন্নয়ন ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ দরিদ্র কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন, প্রন্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের নিয়ে ৫০০০ টি কৃষক গ্রুপ গঠন করা হয়। যার মধ্যে ৩০০০টি ধান/দানা ফসল কৃষক গ্রুপ, ১৫০০ টি সবজি ফসল কৃষক গ্রুপ ও ৫০০ টি ফল ফসল কৃষক গ্রুপ। প্রতিটি গ্রুপ ছিল ৩০ সদস্য বিশিষ্ট। প্রতিটি গ্রুপে কমপক্ষে ১০ জন মহিলা সদস্য ছিল। গ্রুপের সদস্য সদস্যদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে ১১ টি কৃষি প্রযুক্তির উপর মোট ১৫০০০ টি প্রদর্শনী, ১১ টি বিষয়ে মোট ৫০০০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ, ৮১টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং ৩৬টি কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। এতে ১,৫০,০০০ কৃষক কৃষাণীর ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঙ) খামার যান্ত্রিককরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন নিশ্চিত করা;	খামার যান্ত্রিকিকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প হতে ৫০০০ টি কৃষক গ্রুপের মধ্যে ৫৭৫ টি এলএলপি, ১০০০টি পাওয়ার টিলার, ১০০৫ টি পাওয়ার থ্রেসার, ৪০০টি ফুট পাম্প, ৪৭৫০ টি হ্যান্ড স্পেয়ার প্রকল্পের কৃষক গ্রুপেসমূহে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ডিএই এর উপজেলা ও জেলা অফিসে ৬৭টি গ্রেইন ময়েশ্চার মিটার ও ৭২টি সেলাইনিটি রিফ্রেকটোমিটার দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রকল্প এলাকায় কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখছে। কম খরচে কৃষকেরা অধিক উৎপাদন পাচ্ছে। ফলে এলাকার চাষিরা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরাই কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে খামার যান্ত্রিককরণে অবদান রাখছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায় প্রকল্প মেয়াদে সেচ আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩% এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি যান্ত্রিকিকরণ এলাকা বেড়েছে ৫%।
চ) বিভিন্ন ফসল উৎপাদন কলাকৌশলের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং	বিভিন্ন ফসল উৎপাদন কলাকৌশলের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এলাকা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ের অফিসারদের ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ হয়েছে ২০ ব্যাচ এবং এসএএও প্রশিক্ষণ হয়েছে ৭২ ব্যাচ। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফসলের নতুন উদ্ভাবিত কলাকৌশলসমূহ হাতে কলমে ডিএই এর সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ।
ছ) গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার কাঠামো উন্নয়ন করা।	গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার কাঠামো উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা মটি দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে ৬.২৭ কিঃমিঃ, ইউনিয়ন সড়ক বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে ১৫.৫৮ কিঃমিঃ, গ্রাম্য সড়ক বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে ২৭.২৫ কিঃ মিঃ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে ৩১১.০৬ মিঃ, বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে ৫ টি ,ক্ষুদ্র সেচনালা নির্মাণ করা নির্মাণ করা হয়েছে ৪৮.১২ কিঃমিঃ, সেচনালা পুনঃখনন করা হয়েছে ৪৫.০৮ কিঃমিঃ, নেট সেড নির্মাণ করা হয়েছে ২টি। তাছাড়া ৯টি উপজেলা ট্রেনিং সেন্টার এবং ডিএই আঞ্চলিক অফিস বরিশাল এর সম্প্রসারণ ও পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে।

১৮। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৯। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৯.১ দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষক গুপভুক্ত কৃষক কৃষাণীরা ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী হওয়ায় তারা সিডর, আইলায় যেভাবে সরকার থেকে সাহায্য পেয়েছে সেভাবে প্রকল্প থেকে সাহায্য পেতে চায়। তাই তারা ক্রয় মূল্যের ৩০% মূল্যে এলএলপি, পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার থ্রেসার প্রকল্প থেকে ক্রয়ে আগ্রহ না দেখানোয় এ সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক গ্রুপে বিতরণে বেগ পেতে হয়।

১৯.২ প্রকল্পের মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন কনসালটেন্ট এবং ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন কনসালটেন্ট নিয়োগে আইডিবি'র দীর্ঘসূত্রিতার কারণে কনসালটেন্ট নিয়োগে আইডিবি হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে প্রায় আড়াই বছর সময় লেগে যায়। যার ফলে প্রকল্পের কাজ বিশেষ করে এলজিইডি অংগের নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্বিত হয়েছে।

১৯.৩ আইডিবি হতে প্রকল্প সাহায্যের (আরপিএ) অর্থছাড় বিলম্বিত/সময়মতো না হওয়ায় প্রতি বছরেই প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

২০। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

২০.১ শাক-সবজির আবাদ এলাকায় লক্ষ্যেমাত্রার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেলেও মাঠ ফসল ও ফল চাষের আবাদের এলাকার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই মর্মে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায়।

২০.২ ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ এলাকা বৃদ্ধির কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই। তবে বসতবাড়িতে ফলজ গাছ লাগানোর পরিমাণ বৃদ্ধিকরণসহ বিভিন্ন ধরণের ফল বাগানের প্রদর্শনীর স্থাপন সর্ম্পকিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে বিভিন্ন ফলবাগান দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

২০.৩ কৃষি যন্ত্রপাতি ৮০৯৯ টি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য থাকলেও তার বিপরীতে প্রদান করা হয়েছে ৭৮৬৯টি। শুধুমাত্র ২৩০টি পাওয়ার থ্রেসার ছাড়া অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। যথাসময়ে আইডিবির অনুদান না পাওয়ায় উক্ত যন্ত্রপাতি প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

২০.৪ প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের কৃষির উন্নত কলাকৌশলের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরডিডিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত ৮টি জেলার ৯টি উপজেলায় ৯টি উপজেলা কৃষক ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ০৯টি কৃষি প্রশিক্ষণ সেন্টারই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০.৫ প্রকল্প এলাকায় কৃষি পণ্যের সহজ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরডিডিপির সংস্থান অনুযায়ী ৯টি জেলার ২৯ টি স্থানে মোট ৩০ কিঃমিঃ গ্রামীণ রোড বিটুমিনাস কার্পেটিংসহ উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ০৩ কিঃমিঃ পরিদর্শন করে দেখা গেছে উন্নয়ন করা রাস্তাসমূহ ভাল অবস্থায় আছে তবে ২.৭৪ কিঃমিঃ রাস্তার কাজ কম করা হয়েছে।

২০.৬ প্রকল্প এলাকায় কৃষি পণ্যের সহজ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরডিডিপির সংস্থান অনুযায়ী ৬টি জেলার ১১ টি স্থানে মোট ১৫.৫০ কিঃমিঃ গ্রামীণ রোড বিটুমিনাস কার্পেটিংসহ উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ০১ কিঃমিঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় রাস্তা ভাল অবস্থায় রয়েছে।

২০.৭ প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের কৃষি পণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৬.৫০ কিঃমিঃ গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন করা। তন্মধ্যে ৬.২৭ কিঃমিঃ গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে দেখা যায় ০.২৩ কিঃমিঃ কম কাঁচা রাস্তা উন্নয়ন করেও ১৫.৮৫ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে পিসিআর পৃষ্ঠা নং ৫৩-তে আইডিবি'র অনুমোদন বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

২০.৮ প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের সেচের পানির অপচয় রোধ ও পানির সঠিক ব্যবহারের জন্য আরডিডিপির সংস্থান ছিল ৯টি জেলার মোট ৫৫.০০ কিঃমিঃ পাকা ক্ষুদ্র সেচনালা নির্মাণ করা। তন্মধ্যে ৪৮.১২ কিঃমিঃ নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। পরিদর্শিত এলাকার ক্ষুদ্র সেচনালা ভালো অবস্থায় আছে মর্মে দেখা গেছে।

২০.৯ ভূ-উপরিস্থিত পানি সেচের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল প্রকল্পভুক্ত ৬টি জেলায় মোট ৫৯.৫০ কিঃমিঃ সেচনালা পূনঃখনন করা। প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায় ৪৫.০৮ কিঃমিঃ সেচনালা পুনঃখনন করা হয়েছে অর্থাৎ ১৪.৪২ কিঃমিঃ কম করা হয়েছে।

২০.১০ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আবাদি জমিসমূহ অসংখ্য নদী ও খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত। কৃষি পণ্যের সহজ পরিবহনের জন্য এবং জলাবদ্ধতা দূর করতে পানির সহজ চলাচলের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করার লক্ষ্যে আরডিডিপির সংস্থান ছিল প্রকল্পভুক্ত ৯টি জেলার ৬১টি স্থানে মোট ৩২৮.০০মিঃ ব্রিজ /কালভার্ট নির্মাণ করা। প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায় ৩১১.০৬ মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ হয়েছে অর্থাৎ ১৬.৯৪ মিঃ কম করা হয়েছে।

২০.১১ কৃষি পণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরডিডিপির সংস্থান ছিল ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ৬টি গ্রামীণ বাজার নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা। তন্মধ্যে ০৫টি গ্রামীণ বাজার/গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয়েছে। পরির্দশনকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় এখন তারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহজে বিক্রয়/বাজারজাত করতে পারছে।

২০.১২ কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির (Nutritional Status) কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

২০.১৩ প্রকল্পের আওতায় ০২টি জীপ গাড়ি, ০১টি পিকআপ এবং ৫৫টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে গাড়ী ০২টি খামার বাড়ীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিসিআর-এ গাড়ী ও জীপ কত তারিখে জমা দেওয়া হয়েছে এবং মোটর সাইকেলগুলি কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে এ সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই।

২১। আইএমইডি'র সুপারিশ:

২১.১ কৃষক গ্রুপের মধ্যে বিতরণকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি গ্রুপের সদস্য ও গ্রুপের বাহিরের সদস্যদের মধ্যে ভাড়া দিয়ে যে আয় হয় তার যথাযথ হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ তহবিলের অর্থ দ্বারা কৃষি যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে **(অনুচ্ছেদ ১৭ ঙ);**

২১.২ গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন কাজ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.২৩ কিঃমিঃ কম করা হলেও ব্যয় ডিপিপিতে নির্ধারিত বরাদ্দের চেয়ে ১৫.৮৫ লক্ষ টাকা বেশি করা হয়েছে। এ বিষয়টির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে কিনা তা আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

২১.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত গাড়ী পিকআপ এবং মোটরসাইকেল সংস্থার TO&E ভুক্ত করতে হবে এবং বর্তমানে কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তা আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে **(অনুচ্ছেদ ২০.১২);**

২১.৪ এলজিইডি অংশের ফাপাড অডিটে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ০২টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ২২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে **(অনুচ্ছেদ-১৫);**

২১.৫ আইডিবি হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যের বিপরীতে অব্যয়িত সমূদয় অর্থ (৯৪৫৬.২৪-৯১৫৩.২৩)=৩০৩.০১ (তিনশত তিন লক্ষ এক হাজার টাকা) বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত প্রকল্পের ইমপ্রেস্ট একাউন্ট হতে আইডিবিতে ফেরত প্রদান নিশ্চিত করতে হবে ***(পিসিআর পৃষ্ঠা ০৩ ও ১৩);***

২১.৬ সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-১ম সংশোধিত শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৮)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ও জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন, উপপরিচালক, কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ''সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-১ম সংশোধিত'' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়িত **কার্যক্রম** সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের **মৌলিক তথ্যঃ**

১.১ প্রকল্পের নাম	ঃ	''সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)- ১ম সংশোধিত''				
১.২ প্রকল্প পরিচালক	ঃ	কৃষিবিদ মৃত্যুঞ্জয় রায় টেলিফোন নং - ০১৭১৮২০৯১০৭				
১.৩ প্রকল্পের ধরণ	ঃ	উন্নয়ন				
১.৪ উন্নয়ন সহযোগী	ঃ	ডানিডা				
১.৫ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়				
১.৬ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর				
১.৭ বাস্তবায়নকাল	ঃ	মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ		মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি	সর্বশেষ মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি
১.৭.১ মূল অনুমোদিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৮	১৯/০১/২০১৪			
১.৭.২ ১ম সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১৩- ডিসেম্বর, ২০১৮	০৯/০৪/২০১৭		৬ মাস	৬ মাস **(১০%)**
১.৮ অনুমোদিত ব্যয়	ঃ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জিওবি	প্রকল্প সহায়তা	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি/হ্রাস	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি/ হ্রাস
১.৮.১ মূল অনুমোদিত ব্যয়	ঃ	৪৩২০০.০০	**১০৮০০.০০**	৩২৪০০.০০		
১.৮.২ ১ম সংশোধিত ব্যয়	ঃ	**৩৫৭৯৯.১৩**	**৮৬৬৬.৬২**	২৭১৩২.৫১	-৭৪০০.৮৭ (১৭.১৩%)	-৭৪০০.৮৭ ((১৭.১৩%))
১.৯ প্রকল্প এলাকা	ঃ	বিভাগ : ৮টি	জেলা : ৬১ টি			উপজেলা : ৩৭৩ টি
১.১০ **প্রকল্পের** ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪৩৪২.৩২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৬%।				

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

খ) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমঃ

২। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

ডানিডার কৃষি সেক্টর সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ২০০১-২০০৬ ও ২০০৬-২০১২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দুই ধাপে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এবং সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপন (আইসিএম) বিষয়ে দুইটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-২০১৮ সালে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত প্রকল্প। প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আইএফএমসি প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ি, ঢাকায় অবস্থিত। প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহীতে একটি করে মোট ৬ টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া কৃষক সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়নের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০ টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। দেশের ৬১ টি জেলার ৩৭৩ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কৃষি অফিসসহ সংশিষ্ট সকলকে সহায়তা প্রদান করাই আইএফএমসি প্রকল্পের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের প্রধান কাজ। বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে মোট ১৭৯ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি রয়েছে যার

মধ্যে জিওবি ২৯ জন ও টিএ অংশ বা ডানিডার ১৫০ জন। প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র অ্যাডভাইজার যৌথভাবে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন যাদের বলা হয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বা সিএমএউ।

৩। উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারের কার্যক্রম বহুমূখীকরণের মাধ্যমে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষক- কিষাণীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ।
- কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক- কৃষাণীদের ক্ষমতায়ন করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা।
- কৃষক কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ সেবা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা জোরদারকরণ।

৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (আইএফএম) বিষয়ের ওপর কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) ও কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে বাজার সংযোগ তৈরি এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ ছাড়া দেশব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ সেবাদানকারী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠনও এ প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এ সব কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য কার্যকরী পাঠ্যক্রম তৈরি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। নিচের ছকে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

- কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) বিষয়ে ডিএই এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
- কৃষক সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ (এফএফএস বাস্তবায়নের জন্য)
- কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা
- উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ
- ডিএই কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (কৃষক সংগঠন)
- কৃষক সংগঠনের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- কৃষক সংগঠনের নেতাদের প্রশিক্ষণ
- সংগঠন পর্যায়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা সফর/বিদেশ ভ্রমণ
- জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ প্লাটফর্ম তৈরি ও বিভিন্ন সভা/সেমিনার পরিচালনা করা

গ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

৫। **প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ যৌথ ভাবে জিওবি ও ডানিডা অর্থায়নে ৪৩২০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১০৮০০.০০ লক্ষ ও ডানিডা- ৩২৪০০.০০ লক্ষ) ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯/০১/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ডেনিস ক্রোনারের বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় প্রকল্প বরাদ্দ কমিয়ে ৬ মাস নোকস্ট এক্সটেনশান এর মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ০৯/০৪/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।

৬। **বছর ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ**

অর্থ বছর	**সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ**	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	ব্যয়ের শতকরা হার (%)
২০১৩-১৪	১০৭৮.৬৫	১০৭৮.৬৫	১০৭৮.৬৫	-	১০০
২০১৪-১৫	৫৬৪০.৬২	৫৬৩৯.৮৩	৫৬৩৯.৮৩	.৮৯	৯৯.৯৯
২০১৫-১৬	৭৮৪৪.৮১	৭৮৪১.৭৬	৭৮৪১.৭৬	৩.০৫	৯৯.৯৯
২০১৬-১৭	৮৪২৬.৯১	৮২৮৬.০৭	৮২৮৬.০৭	১৪০.৮৪	৯৮.৩৪
২০১৭-১৮	৮৫৬২.১৯	৮৩০৮.৮৩	৮৩০৮.৮৩	২৫৩.৩৬	৯৭.০৪
২০১৮-১৯	৪২৪৫.৯৪	৩১৮৭.১৮	৩১৮৭.১৮	১০৫৮.৭৬	৭৫.০৬
মোট	৩৫৭৯৯.১৩	৩৪৩৪২.৩২	৩৪৩৪২.৩২	১৪৫৬.৮০	৯৬.০০

সুত্রঃ প্রকল্পের ডিপিপি ও সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত) প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত করা হয়েছে সর্বমোট ৩৪৩৪২.৩২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩৪৩৪২.৩২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৬.০০% এবং অব্যয়িত রয়েছে ১৪৫৬.৮০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.০০%।

৭। **প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৪৩৪২.৩২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ৩৩২৮৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ও আনুসাংগিক ব্যয় ১০৫৩.৯১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত তথ্যদি নিম্মের টেবিলে এবং বিস্তারিত অগ্রগতি **পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলঃ**

কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
কারিকুলাম ডেভলাপমেন্ট (ওয়ার্কসপ-১০/গবেষণা-২৫)	সংখ্যা	৩৫	৩৫	
প্রশিক্ষণ (ওরিয়েন্টেশান, মিটিং, ট্রেনিং)				
এমএফ, এসএমএসও অন্যান্য অফিসার ওরিয়েন্টেশান/ট্রেনিং)	ব্যাচ	২	২	
এনুয়াল প্রগ্রেস রিভিও এন্ড প্ল্যানিং	ব্যাচ	৩	২	
এফএফ টিওটি	ব্যাচ	২৪	২৪	
এফএফ এসএলএল	ব্যাচ	২৪	২৪	
এফএফ রিফ্রেসার কোর্স	ব্যাচ	৪৮	৪৮	
স্পেশাল টেনিং ফর এফএফ	ব্যাচ	১০	১০	
ডিটি টিওটি	ব্যাচ	৪	৪	
ক্রাশকোর্স ফর ডিটি	ব্যাচ	৩০	৩০	
ওরিয়েন্টেশান ফর ডিএই উপজেলা, জেলা ও অন্যান্য ষ্টাফ	ব্যাচ	৩০	৩০	
ষ্ট্যাডি টুরস (কর্মকর্তা-৪১, চাষী-১৯)	সংখ্যা	৬০	৬০	
উপজেলা কোঅর্ডিনেশান মিটিং	সংখ্যা	৭৭৬০	৬৮৯২	
কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) বাস্তবায়ন	সংখ্যা	১৭,১০০	১৭,১০০	
কৃষক সংগঠন তৈরি ও সহায়তা	সংখ্যা	৮৫৩	৮৫৩	
ন্যাশনাল সেমিনার, মিটিং ও যৌথ পরিদর্শন (পোটেনশিয়াল স্টেকহোল্ডার মিটিং- ৩, ন্যাশনাল প্লাটফর্ম মিটিং-৫, এক্সটেনশান এপ্রোস জয়েন্ট ভিজিট-৯, জাতীয় সেমিনার (এএফএসপির সাথে)-৬, যৌথ মাঠ পরিদর্শন (এএফএসপির সাথে)-৭)	সংখ্যা	৩২	৩০	প্রকল্প দেরিতে শুরু হওয়ায়

সুত্রঃ প্রকল্পের ডিপিপি ও সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নামের পাশে বর্ণিত মেয়াদে প্রেষণে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল পদবী ও দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
জনাব মোঃ সাদেক হোসেন	কো-অর্ডিনেটর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	০১.০৭.২০১৩ হতে ১২.০৩.২০১৪	প্রেষণে পূর্ণকালীন
জনাব মোঃ সাদেক হোসেন	প্রকল্প পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৩.০৩.২০১৪ হতে ২৪.০৭.২০১৪	প্রেষণে পূর্ণকালীন
জনাব এস এম হাছেন আলী	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৪.০৭.২০১৪ হতে ২৩.০৯. ২০১৪	প্রেষণে পূর্ণকালীন
জনাব মোঃ ইকবাল	প্রকল্প পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৩.০৯.২১০৪ হতে ১৩.১১.২০১৬	প্রেষণে পূর্ণকালীন
ড. আবু ওয়ালী রাগিব হাসান	প্রকল্প পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৩.১১.২০১৬ হতে ১৪.০৯.২০১৬	প্রেষণে পূর্ণকালীন
জনাব মৃর্ত্যুঞ্জয় রায়	প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৪.০৯.২০১৭ হতে ১৭.১২.২০১৭	প্রেষণে পূর্ণকালীন
জনাব মৃর্ত্যুঞ্জয় রায়	প্রকল্প পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৭.১২.২০১৭ হতে ৩১.১২.২০১৮	প্রেষণে পূর্ণকালীন

সুত্রঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

ঘ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

১১। সরেজমিনে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

মোসাঃ তাজকেরা খাতুন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ গত ২৫.০৪.২০১৯ তারিখ লালমনিরহাট জেলা, ০৯.০৬.২০১৯ তারিখ ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা, ২০.০৬.২০১৯ তারিখ গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলা, এবং জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন, উপপরিচালক ২০ জুলাই, ২০১৯ তারিখ নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা

কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন উপ প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় (৬১ জেলার ৩৭৩ উপজেলা) ১৭১০০ টি কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কৃষক মাঠ স্কুলের সকল সদস্যকে (প্রতি স্কুলে ৫০ জন করে সদস্য, ২৫ জন পুরুষ, ২৫ জন মহিলা) ০৬টি উৎপাদনমুখী বিষয়ে যেমন- উন্নত পদ্ধতিতে ধান চাষ, বসত বাড়ীতে বাগান, উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস মুরগী পালন, উন্নত পদ্ধতিতে গরু লালন-পালন, মাছ চাষ, উন্নত পদ্ধতি ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষক মাঠ স্কুলের সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি এফএ্ফএসের জন্য ২ জন করে কৃষক সহায়তাকারী নিয়োগ করা হয়। ১৭১০০ টি কৃষক মাঠ স্কুল থেকে ৮৫৩-টি কৃষক সংগঠন তৈরি করা হয়েছে। উপকারভোগী ছাড়াও কৃষক সংগঠনের নেতা, ডিএই এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ৩৫ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কৃষক সহায়তাকারীর জন্য দেশে বিদেশে শিক্ষা সফর/ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে ৩২ টি সম্প্রসারণ প্লাটফর্ম তৈরি/সভা/সেমিনার পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিদর্শনকৃত ৭টি জেলার সংক্ষিপ্ত তথ্যদি নিম্মে উপস্থাপন করা হলোঃ

জেলা	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার সংখ্যা	বাস্তবায়িত মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষিত কৃষক সহায়তাকারীর সংখ্যা	কৃষক সংগঠনের সংখ্যা	প্রশিক্ষিত বিজনেস ফোকাল পার্সনের সংখ্যা	প্রশিক্ষিত সংগঠনের নেতার সংখ্যা
১. লালমনিরহাট	৫	১৬৩	৩২	১৫	৬০	৪৫
২. ঢাকা	২	৭৫	১৪	৬	২৪	১৮
৩. মানিকগঞ্জ	৬	২২৬	৩৩	১৮	৭২	৫৪
৪. গাজীপুর	২	৮৮	১৪	৪	১৬	১২
৫. ময়মনসিংহ	৭	৩১৬	৪৪	২০	৮০	৬০
৬. নারায়নগঞ্জ	১	৪৬	৬	৫	২০	১৫
৭. নরসিংদী	৫	১৯১	৩৫	১১	৪৪	৩৩
মোট	২৮	১১০৫	১৭৮	৭৯	৩১৬	২৩৭

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

১১.১। লালমনিরহাট জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে লালমনিরহাট জেলায় ১৬৩টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ৬১৩৭ জন কৃষক ও ৬৭৬৩ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: লালমনিরহাট জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য										
অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	২৭	৬৫৮	৬৯২	১৩৫০	২৭	৫৪	২৭	৫৪	২৭	৫৪
২০১৪-১৫	৬০	১৪৬০	১৫৪০	৩০০০	৬০	১২০	৬০	১২০	৬০	১২০

টেবিল: লালমনিরহাট জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য										
অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৫-১৬	৬৩	১৪৮১	১৬৬৯	৩১৫০	৬৩	১২৬	৬৩	১২৬	৬৩	১২৬
২০১৬-১৭	৫৭	১৩২৮	১৫২২	২৮৫০	৫৭	১১৪	৫৭	১১৪	৫৭	১১৪
২০১৭-১৮	৫১	১২১০	১৩৪০	২৫৫০	৫১	১০২	৫১	১০২	৫১	১০২
মোট	২৫৮	৬১৩৭	৬৭৬৩	১২৯০০	২৫৮	৫১৬	২৫৮	৫১৬	২৫৮	৫১৬

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

উত্তর সিংগীমারী সীমান্ত পাড়ার উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- হাতিবান্ধা, জেলা- লালমনিরহাট

পরিদর্শনকালে উত্তর সিংগীমারী সীমান্ত পাড়ার সুবিধাভোগী কৃষক/কৃষাণী শ্রী অঞ্জলী রাণী রায় (টেলিফোন নং-০১৭২২২০৫৭৮০), জনাব হিমারাণী রায় (টেলিফোন নং-০১৭৩১৯৯০৩৬৩), জনাব মিনতী রাণী রায় (টেলিফোন নং-০১৭২২২০৫৭৮০), জনাব কবরী রাণী রায় (টেলিফোন নং-০১৭২১৩২৫৫৫২), জনাব জানকী বালা দেয়ী (টেলিফোন নং-০১৭৩৩৮২৬৪৫১), জনাব এলিজা খাতুন (টেলিফোন নং-০১৭৭২৫৫৩১১২), জনাব রশমা খাতুন (টেলিফোন নং-০১৭২১৬৬৯৮০২), জনাব ইসমোতারা বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৮৯১১২২১), জনাব মনোয়ারা বেগম (টেলিফোন নং-০১৭১৯১৯৬১৬৫), জনাব মনিন্দ্র রায় (টেলিফোন নং-০১৭০২২০৫৭৮০), জনাব শ্রী নয়ন রায় সভাপতি (টেলিফোন নং-০১৭২৭৬৫১২৭১), জনাব অনাকিকা রায় (টেলিফোন নং-০১৭২১৭৭১৮২৪) সহ পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তারা আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ির আংগিনায় শাক-সব্জি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন। এ ছাড়া ভার্মি কম্পোস্ট, খামার জাত সার ইত্যাদি উৎপাদন করে জমিতে সার প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য সম্মত ফসল উৎপাদন করছে এবং সংসার আর্থিক সাশ্রয়য় করতে পারছে।



চিত্র – ১: লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার উত্তর সিংগীমারী সীমান্ত পাড়ার সুবিধাভোগী দের সাথে মতবিনিময়



চিত্র – ২: ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার হালিয়াঘাটা কৃষক মাঠ স্কুলের সুবিধাভোগী জনাব মোঃ মোসাররফ হোসেনের ভার্মি কম্পোস্ট

১১.২ ঢাকা জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে ঢাকা জেলায় ৭৫ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১৪০০ জন কৃষক ও ২৩৫০ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: ঢাকা জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য										
অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	৪	৭৭	১২৩	২০০	৪	৮	৪	৮	৪	৮
২০১৪-১৫	১২	২৪৪	৩৫৬	৬০০	১২	২৪	১২	২৪	১২	২৪
২০১৫-১৬	২২	৩৫৩	৭৪৭	১১০০	২২	৪৪	২২	৪৪	২২	৪৪
২০১৬-১৭	২২	৪০১	৬৯৯	১১০০	২২	৪৪	২২	৪৪	২২	৪৪
২০১৭-১৮	১৫	৩২৫	৪২৫	৭৫০	১৫	৩০	১৫	৩০	১৫	৩০
মোট	৭৫	১৪০০	২৩৫০	৩৭৫০	৭৫	১৫০	৭৫	১৫০	৭৫	১৫০

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

হালিয়াঘাটা কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- ধামরাই, জেলা- ঢাকা

পরিদর্শনকালে হালিয়াঘাটা কৃষক মাঠ স্কুলের সুবিধাভোগী কৃষক/কৃষাণী জনাব মোঃ মোসাররফ হোসেন, সভাপাতি (টেলিফোন নং-০১৬২৯৩৩৮৫৫১), জনাব ঝরনা আখতার (টেলিফোন নং-০১৮২৫৭৭১৯৪৩), জনাব জোস্না বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৫১২৭৩০১০), জনাব রুবি বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৫৯০৩৬০২৮) সহ পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২৫ টি পরিবার থেকে ৫০ জন (১৫ জন পুরষ ও ৩৫ জন মহিলা) আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ির আংগিনায় শাক-সব্জি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন। এ ছাড়া ভার্মি কম্পোস্ট, খামার জাত সার ইত্যাদি উৎপাদন করে জমিতে সার প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য সম্মত ফসল উৎপাদন করছে এবং সংসার আর্থিক সাশ্রয় করতে পারছে।



চিত্র – ৩: ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার হালিয়াঘাটা কৃষক মাঠ স্কুলের সুবিধাভোগী জনাব মোঃ মোসাররফ হোসেনের বিষমুক্ত শব্জি চাষ



চিত্র – ৪: ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার হালিয়াঘাটা কৃষক মাঠ স্কুলের সুবিধাভোগী জোস্না বেমের গরু পালন

১১.৩। মানিকগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে মানিকগঞ্জ জেলায় ৫৩ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১২৬৮ জন কৃষক ও ৬২৪৯ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: মানিকগঞ্জ জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য										
অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	৬	১৪৬	১৫৪	৩০০	৬	১২	৬	১২	৬	১২
২০১৪-১৫	৩৬	৭৩৩	১০৬৭	১৮০০	৩৬	৭২	৩৬	৭২	৩৬	৭২
২০১৫-১৬	৬৪	১৩৬২	১৮৩৮	৩২০০	৬৪	১২৮	৬৪	১২৮	৬৪	১২৮
২০১৬-১৭	৬৭	১৫৪২	১৮০৮	৩৩৫০	৬৭	১৩৪	৬৭	১৩৪	৬৭	১৩৪
২০১৭-১৮	৫৩	১২৬৮	১৩৮২	২৬৫০	৫৩	১০৬	৫৩	১০৬	৫৩	১০৬
মোট	২২৬	৫০৫১	৬২৪৯	১১৩০০	২২৬	৪৫২	২২৬	৪৫২	২২৬	৪৫২

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- সাটুরিয়া ও ঘিওর, জেলা- মানিকগঞ্জ

পরিদর্শনকালে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার হরকতপুর পূর্ব নগর জান্নাপাড়া কৃষক মাঠ স্কুলের কৃষক/কৃষাণী জনাব নবীরন, জনাব পলান বেপারী, সভাপতি (টেলিফোন নং-০১৭৭৬৬৮৪০৫১), জনাব দেলোয়ার হোসেন জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৮১৭০৪৬৫৪), জনাব সেলিনা আখতার (টেলিফোন নং-০১৭৬৬৪৯৩৮২৩), জনাব পারভীন আখতার (টেলিফোন নং-০১৭৮৯০০৫৩৮৫), জনাব পিয়া আখতার (টেলিফোন নং-০১৭৮৮৯৩৭৩১৬), জনাব জাহাঙ্গীর আলম (টেলিফোন নং-০১৯৫৬৪২৯৯৮৪), জনাব সানাওয়ার হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭১৪২০০০৫৫), জুলেখা (টেলিফোন নং-০১৯২৩৪৭৯১৪৩) এবং ঘিওর উপজেলার বালুঝুড়ি কৃষক সংগঠনের সদস্য জনাব রহিমা বেগম (টেলিফোন নং-০১৭১৬১৯০২০৩), জনাব সবুরা বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৩৯২৮৫২৯১), জনাব মর্জিনা বেগম (টেলিফোন নং-৮৩৪৫৬৭৬৪, জনাব আনোয়ার হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৬৫০৮৭৬১৭), জনাব সুফিয়া বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৫৪২৪২১০০), জনাব হালিমা বেগম, জনাব রোজিনা বেগম, জনাব নাজমা বেগম, জনাব মিনতী, জনাব আতোয়ার হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৫৪৫৭৪৭৭৩) সহ পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২৫ টি পরিবার থেকে ৫০ জন (১৫ জন পুরষ ও ৩৫ জন মহিলা) আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ির আংগিনায় শাক-সব্জি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন। এ ছাড়া ভার্মি কম্পোস্ট, খামার জাত সার ইত্যাদি উৎপাদন করে জমিতে সার প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য সম্মত ফসল উৎপাদন করছে এবং সংসার আর্থিক সাশ্রায় করতে পারছে। উল্লেখ্য ঘিওর উপজেলার বালুঝুড়ি কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের মধ্য থেকে ৩০ জন (১০ জন পুরষ ও ২০ জন মহিলা) মিলে একটি কৃষক সংগঠন তৈরি করেছে তারা প্রত্যেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫,০০০.০০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে ১,৫০,০০০.০০ টাকার একটি তহবিল গঠন করেছেন। উক্ত তহবিলের টাকা দিয়ে তারা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী আড়তদারের নিকট সরবরাহ করে থাকে। এভাবে তারা স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে ভূমিকা পালন করছে।



চিত্র – ৫: মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার উত্তর হরকতপুর পূর্ব নগর জান্নাপাড়ার সুবিধাভোগী দের সাথে মতবিনিময়



চিত্র – ৬: মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার বালুঝুড়ি কৃষক সংগঠনের সুবিধাভোগী দের সাথে মতবিনিময়

১১.৪। গাজীপুর জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে গাজীপুর জেলায় ৮৮ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ১৭৮৭ জন কৃষক ও ২৬১৩ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: গাজীপুর জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য

অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	৬	১১৮	১৮২	৩০০	৬	১২	৬	১২	৬	১২
২০১৪-১৫	১৬	৩৬৪	৪৩৬	৮০০	১৬	৩২	১৬	৩২	১৬	৩২
২০১৫-১৬	২১	৪২৬	৬২৪	১০৫০	২১	৪২	২১	৪২	২১	৪২
২০১৬-১৭	২৩	৪২২	৭২৮	১১৫০	২৩	৪৬	২৩	৪৬	২৩	৪৬
২০১৭-১৮	২২	৪৫৭	৬৪৩	১১০০	২২	৪৪	২২	৪৪	২২	৪৪
মোট	৮৮	১৭৮৭	২৬১৩	৪৪০০	৮৮	১৭৬	৮৮	১৭৬	৮৮	১৭৬

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

গোবিন্দপুর কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- কাপাশিয়া, জেলা- গাজীপুর

পরিদর্শনকালে গাজীপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলার গোবিন্দপুর কৃষক মাঠ স্কুলের কৃষক/কৃষাণী জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সভাপতি (টেলিফোন নং-০১৮৩২৫৪৩৪০০), জনাব মোতাহার বেপারী, ক্যাশিয়ার (টেলিফোন নং-০১৮২৫৭৭৭০৭১), জনাব আবুল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৮৬৩৯৮৫১৯০), জনাব তাসলিমা আখতার (টেলিফোন নং-০১৭৮১৩০৫৪২৪), জনাব সুসইয়া বেগম (টেলিফোন নং-০১৭৬৩৬৭৭৫৬৬), জনাব হালিমা বেগম (টেলিফোন নং-০১৮৫৫০৮২৮৫৪), জনাব রহিমা বেগম (টেলিফোন নং-০১৮৭৫৬১১৭৮০), জনাব আফসার উদ্দীন (টেলিফোন নং-০১৭৫৮৮৬১৬১১), জনাব বাবুল মিয়া (টেলিফোন নং-০১৭৬৪১৩৩১০৬) সহ পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২৫ টি পরিবার থেকে ৫০ জন (১৫ জন পুরষ ও ৩৫ জন মহিলা) আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ির আংগিনায় শাক-সব্জি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন।



চিত্র – ৭: গাজীপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলার গোবিন্দপুর কৃষক মাঠ স্কুলের সুবিধাভোগী দের সাথে মতবিনিময়



চিত্র – ৮: ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার চাঁনপুর গারো বাজার কৃষক সংগঠনের সদস্যদের সাথে মতবিনিময়

এ ছাড়া ভার্মি কম্পোস্ট, খামার জাত সার ইত্যাদি উৎপাদন করে জমিতে সার প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য সম্মত ফসল উৎপাদন করছে এবং সংসার আর্থিক সাশ্রয় করতে পারছে। অন্যদিকে স্কুলের মহিলা সদস্যরা তাদের মুরগির হাজলের কথা বলেছেন। তারা বলেছেন হাজল ব্যবহারের কারণে ডিম কম নষ্ট হয়। বেশী বাচ্চা পাওয়া যায়। আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ স্কুলের সদস্যরা কৃষি বিষয়ক অনেক নতুন প্রযুক্তি শিখেছেন এবং তাদের চিন্তা ভাবনার অনেক পরিবর্তন হয়েছেন; বিশেষ করে নারীদের। উল্লেখ্য এ মাঠ সংগঠনের ৩ জন সদস্য ইতোপূর্বে আইপিএম প্রকল্পের সুবিধাভোগী ছিলেন। যেখান থেকে তারা বিভিন্ন প্রকার সুবিধা পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন এবং কৃষি কাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন। পরবর্তীতে বর্তমানন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। আবার তাদের মধ্য থেকে ৪ জন বর্তমানে চলমান এনএটিপি প্রকল্প থেকেও সুবিধা পাচ্ছে। সুতরাং যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়েছে; তারাই কৃষি কাজে অধিকতরও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১১.৫। ময়মনসিংহ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে ময়মনসিংহ জেলায় ৩১৬ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ৭১০৫ জন কৃষক ও ৮৬৯৫ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: ময়মনসিংহ জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য

অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	১৬	৩৫১	৪৪৯	৮০০	১৬	৩২	১৬	৩২	১৬	৩২
২০১৪-১৫	৫৯	১২৮২	১৬৬৮	২৯৫০	৫৯	১১৮	৫৯	১১৮	৫৯	১১৮
২০১৫-১৬	৮৬	১৯১৩	২৩৮৭	৪৩০০	৮৬	১৭২	৮৬	১৭২	৮৬	১৭২
২০১৬-১৭	৮৫	১৯২৭	২৩২৩	৪২৫০	৮৫	১৭০	৮৫	১৭০	৮৫	১৭০
২০১৭-১৮	৭০	১৬৩২	১৮৬৮	৩৫০০	৭০	১৪০	৭০	১৪০	৭০	১৪০
মোট	৩১৬	৭১০৫	৮৬৯৫	১৫৮০০	৩১৬	৬৩২	৩১৬	৬৩২	৩১৬	৬৩২

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

চাঁনপুর গারো বাজার কৃষক সংগঠনের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- ভালুকা, জেলা- ময়মনসিংহ

পরিদর্শনকালে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার চাঁনপুর গারো বাজার কৃষক সংগঠনের সদস্য জনাব কুমুত মারাক, সভাপতি, জনাব পরেশ সাংমা (টেলিফোন নং-০১৭৭৯৬৯৫৩২০), জনাব লুসি মারাক (টেলিফোন নং-০১৭২৬০২১৮৮৩), জনাব নাছি মারাক (টেলিফোন নং-০১৭৪৬৬৪৪১৫১), জনাব ছায়া মারাক, জনাব লোকমান হাকিম, ক্যাশিয়ার (টেলিফোন নং-০১৭২৭৯৫৪১৮১), জনাব রোজমেরি মারাক, সম্পাদক (টেলিফোন নং-০১৭৪৮৫৭৫২৯৯) জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ১ম দুই বছর (২০১৩-১৫) ২৫ টি পরিবার থেকে ৫০ জন (প্রতি পরিবার থেকে ১ জন পুরষ ও ১ জন মহিলা) আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ির আংগিনায় শাক-সব্জি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট ও খামার জাত সার তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। পরবর্তীতে তারা কৃষক সংগঠন তৈরি করেন। প্রতি সপ্তাহে সদস্যগণ ২০ টাকা করে চাঁদা প্রদান করেন। বর্তমানে তাদের সংগঠনের তহবিল ১,২৪,৩২৫.০০ টাকা। উক্ত তহবিল দিয়ে তারা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পণ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী আড়ৎদার বা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করছে। পরিদর্শনকালে জনাব লোকমান হাকিম (ক্যাশিয়ার) এর বাড়ির আংগিনায় সব্জি চাষ, হাজলে মুরগীর বাচ্চা ফুটানো, ছাগল পালন, ভার্মি কম্পোস্ট ও খামারজাত সার তৈরি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য এ মাঠ সংগঠনের কয়েক জন সদস্য ইতোপূর্বে আইপিএম প্রকল্পের সুবিধাভোগী ছিলেন। ফলে কৃষি কাজে অধিকতরও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্তমানে কৃষক সংগঠন তৈরি করে কৃষি পণ্যের বাজারজাত করণে ও কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১১.৬। নরসিংদী জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে নরসিংদী জেলায় ১৯১ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ৪২৯৭ জন কৃষক ও ৫২৫৩ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: নরসিংদী জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য										
অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	৬	১৫০	১৫০	৩০০	৬	১২	৬	১২	৬	১২
২০১৪-১৫	৩৬	৭৯২	১০০৮	১৮০০	৩৬	৭২	৩৬	৭২	৩৬	৭২
২০১৫-১৬	৫০	১১০৬	১৩৯৪	২৫০০	৫০	১০০	৫০	১০০	৫০	১০০
২০১৬-১৭	৫১	১১৪৭	১৪০৩	২৫৫০	৫১	১০২	৫১	১০২	৫১	১০২
২০১৭-১৮	৪৮	১১০২	১২৯৮	২৪০০	৪৮	৯৬	৪৮	৯৬	৪৮	৯৬
মোট	১৯১	৪২৯৭	৫২৫৩	৯৫৫০	১৯১	৩৮২	১৯১	৩৮২	১৯১	৩৮২

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

কবিরাজপুর কৃষক কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- নরসিংদী সদর, জেলা- নরসিংদী

নরসিংদী সদর উপজেলার কবিরাজপুর গ্রামে গঠিত কৃষক মাঠ স্কুলটি পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্টিদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচ্য মাঠ স্কুলের সাইনবোর্ড দেখা যায়। মাঠ স্কুলের সদস্য স্বপ্না বেগমসহ উপস্থিত সদস্যবৃন্দ জানান যে, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং তাদের কৃষি কাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি কৃষক মাঠ স্কুল এবং ট্রায়াল প্লটের মাধ্যমে শিখে ভার্মি কমপোস্ট চাষ করছেন। কয়েকদিন আগেও তিনি ১০০০ কেজি কমপোস্ট সার ১৩০০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। আলোচ্য মাঠ স্কুলের সদস্যরাও বগাদী নোয়াপড়া আইএফএমসি কৃষক মাঠের মত সুবিধা পেয়েছেন। আলোচ্য স্কুল হতে জানা যায় যে তারা ১০-১২ জন অন্যান্য দলের সদস্যদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নরসিংদী শিবপুরে গিয়েছিলেন। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ হতে নতুন বিষয় জানতে পেরেছেন এবং উৎসাহিত হয়েছেন। সেখান থেকে তারা লেবুর কলম করা, ড্রাগন চাষ, লটকন চাষ ইত্যাদি শিখেছেন। তারা গাছের পরিচর্যা শিখেছেন এবং সেভাবে গাছের পরিচর্যা করছেন। তাতে ফলন বেশী পাচ্ছে। এছাড়া বসতবাড়ীতে লেবু, মিষ্টি কুমড়া চাষ করছেন মর্মে দেখা যায়। তবে এ স্কুলে ট্রায়াল প্লট ও অন্যান্য উপকরণ হিসেবে কত বরাদ্দ ছিল তা স্কুল সদস্যরা জানতো না।

পাঠানের কান্দি **কৃষক সংগঠনের সদস্যদের সাথে মতবিনিময়ঃ**

প্রকল্পের আওতায় গঠিত নগরডৌকাদি পাঠানের কান্দি আইএফএমসি কৃষক সংগঠনটি পরিদর্শন ও সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। সংগঠনের কোন ঘর বা সাইনবোর্ড দেখা যায়নি। প্রকল্পের আওতায় কালেকশন পয়েন্ট গঠিত হয়েছিল। কৃষক সংগঠনটি সদস্যদের উৎপাদিত পন্য কালেকশন পয়েন্টে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। সে লক্ষ্যে ৪০ জন সদস্যবিশিষ্ট সংগঠনের সদস্যদেরকে ০৭ দিনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ (বাজার, লিডারশীপ, বাৎসরিক পরিকল্পনা ইত্যাদি) দেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটি ৪০ জনের মধ্যে হতে ০৪ জন বিজনেস ফোক্যাল পারসন হিসেবে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়েছে জামালপুরে। সংগঠনটির সদস্যরা প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে জমা দেয়।



চিত্র - ৯: নরসিংদী সদর উপজেলার কবিরাজপুর কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়



চিত্র - ১০: নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার বগাদী নোয়াপাড়া কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগীর আর্মি কম্পোস্ট তৈরি

উল্লেখ্য, প্রকল্প হতে সংগঠনকে ৩৫০০০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছিল। সংগঠনটি সব মিলিয়ে বর্তমানে ১৩১ হাজার সঞ্চয় আছে মর্মে জানা যায়। টাকা দিয়ে মাছ চাষের উদ্দেশ্য পুকুর লিজ নিয়েছে এবং মাছ চাষ করছে কিন্তু যে উদ্দেশ্য সংগঠনটি ও কালেকশন পয়েন্টটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা সফল হয়নি। কোন বাজারের পাশে এমন পয়েন্ট হলে কালেকশন পয়েন্টটি পরিচালনা করা যেত। দল সৃষ্টি করা গেছে কিন্তু বাজারজাতকরণের যে উদ্দেশ্য ছিল তা সফল হয়নি। তাই এ ধরণের সংগঠনকে কার্যকরী করার জন্য প্রচলিত বাজারব্যবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে। নতুন করে বাজার সৃষ্টি না করে চলমান বাজারেই কৃষকদেরকে অর্ন্তভূক্ত করার বিবেচনা করা যেতে পারে।

১১.৭। নারায়ণগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি)-প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৪৬ টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়। এই মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ৯১৪ জন কৃষক ও ১৩৮৬ কৃষাণী ধান চাষ, বসতভিটায় সব্জি ও ফলের চাষ, হাঁস মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু মোটতাজাকরণ ও পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

টেবিল: নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রকল্প মেয়াদকালে বছরওয়ারী কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের তথ্য

অর্থ বছর	মাঠ স্কুলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা			ট্রায়াল/প্রদর্শণী প্লটের সংখ্যা					
		পুরুষ	মহিলা	মোট	ধান	মুরগি	বসত ভিটায় সব্জিও ফল	কম্পোস্ট	মাছ চাষ	গরু/ছাগল পালন
২০১৩-১৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০১৪-১৫	৯	১৬৮	২৮২	৪৫০	৯	১৮	৯	১৮	৯	১৮
২০১৫-১৬	১৩	২২৭	৪২৩	৬৫০	১৩	২৬	১৩	২৬	১৩	২৬
২০১৬-১৭	১৪	৩০২	৩৯৮	৭০০	১৪	২৮	১৪	২৮	১৪	২৮
২০১৭-১৮	১০	২১৭	২৮৩	৫০০	১০	২০	১০	২০	১০	২০
মোট	৪৬	৯১৪	১৩৮৬	২৩০০	৪৬	৯২	৪৬	৯২	৪৬	৯২

সুত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়

বগাদী নোয়াপাড়া কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ উপজেলা- আড়াইহাজার, জেলা- নারায়নগঞ্জ

পরিদর্শনকালে বগাদী নোয়াপাড়া আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলের উপকারভোগী কৃষক সহায়তাকারী গোলাম মোস্তফা (মোবাইল নম্বর-০১৯২২৯৫৫৬৩২) জানান যে, তিনি সহ আড়াইহাজার উপজেলায় মোট ০৬ জন সহায়তাকারী রয়েছেন। তারা চাপাইনবাবগঞ্জের কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টারে ২৬ দিনে মোট ০৬টি উৎপাদনমুখী বিষয়ে (উন্নত পদ্ধতিতে ধান চাষ, বসত বাড়ীতে বাগান, উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস মুরগী পালন, উন্নত পদ্ধতিতে গরু লালন-পালন, মাছ চাষ, উন্নত পদ্ধতি ছাগল পালন)। শ্রেণী কক্ষে ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন ০৬টি রিজিয়নে মোট ২১৮৪ জন কৃষক সহায়তাকারীকে কৃষক দলকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জনাব গোলাম মোস্তাফা বলেন যে, ২৫টি পরিবার হতে

০২ জন করে সদস্য নিয়ে মোট ৫০ জন নিয়ে স্কুলটি গঠন করা হয়। তিনি মোট ১৭টি কৃষক মাঠ স্কুলের শিক্ষার্থীকে পাঠ দিয়েছেন এবং হাতে কলমে শিখিয়েছেন। ২৫ পরিবারের মধ্যে হতে ০২টি পরিবারে বসতবাড়িতে সবজি ও ফল চাষ বিষয়ক ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা হয়। এবং প্রতি পরিবারকে ০২টি করে গাছের চারা প্রদান করা হয়। ২-৩ ঘন্টাব্যাপী মোট ৪৭ সেশনে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক পরিবারকে ১৫০০ টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্যাপ, খাতা ও কলম প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির জন্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তাকে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। ০৬টি বিষয়ে কি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, কৃষক সহায়তাকারীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি সম্পর্কে এখন অভিজ্ঞ এবং তারা কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখার উপযুক্ত। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়াতে তাদের এরুপ আর কোন কাজে লাগানো হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি প্রকল্প চলমান থাকলেও এসকল অভিজ্ঞ জনবল ব্যবহারের বিষয়ে কোন পরিকল্পনা আছে এরুপ তথ্য পাওয়া যায়নি। এসকল অভিজ্ঞ কৃষক সহায়তাকারীদেরকে কাজে লাগাতে পারলে কৃষির যেমন উন্নয়ন হত তেমনি এসকল অভিজ্ঞ কৃষকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তাদের আয়ের পথ হত এবং কৃষককে শেখাতে পারতো। স্কুল হতে নতুন কি শিখেছেন এবং তা হতে কি পরিমাণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য জনাব নুসরাত, জনাব খাদিজা জানান যে তারা অনেক নতুন প্রযুক্তি শিখেছেন যেমন, মেটে আলু বস্তার মধ্যে লাগানো, উন্নত পদ্ধতিতে মুরগি ও গরু পালন। শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করায় মুরগি বেশি বার ডিম দিচ্ছে। UMS (১ কেজি খড়+১/২ পানি +১/৪ কেজি চিটাগুড়+ ৩০ গ্রাম ইউরিয়া সার) পদ্ধতিতে গরুকে খাবার দেওয়ায় গরুতে লাভ বেশী হচ্ছে। স্কুলের অন্য একজন সদস্যের বাড়িতে স্থাপিত ভার্মি কমপোস্ট খামার পরিদর্শন ও কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। কৃষক জানান যে, এবছর তিনি ২ হাজার টাকার কেচোঁ বিক্রি করেছেন এবং উৎপাদিত ভার্মি কমপোস্ট ব্যবহারের ফলে কম সার ক্রয় করতে হয়েছে। তবে ট্রায়াল প্লট বা ০১টি মাঠ স্কুলের জন্য কত টাকা রবাদ্দ ছিল তা কৃষকেরা বলতে পারেনি। তাদের যা দেওয়া হয়েছে তাই তারা গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে এমন কোন রেজিস্টার বা তথ্য বইও পাওয়া যায়নি। কৃষক ও সঠিক করে বলতে পারেনি। তাই কৃষকদের জন্য কত টাকা বরাদ্দ তা কৃষক না জানলে কৃষক তা বুঝো নিতে পারবে না। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব দেখা গেছে। ট্রায়াল প্লট/ক্লাব/কৃষক দল/ প্রদর্শণীগুলোতে বরাদ্দের হিসাব লেমেনেটিং করে টাঙ্গিয়ে দিতে পারলে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা যেত। এই মাঠ স্কুলের কোন সাইনবোর্ড দেখা যায়নি এবং বর্তমানে কোন কার্যক্রম নেই। তবে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাঝে মাঝে আসে মর্মে জানিয়েছেন স্কুলের সদস্যরা কিন্তু তা কোন এজেন্ডা ভিত্তিক নয়। প্রকল্প সমাপ্তের পরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এগুলো পরিচালনা বা নতুন বিষয় তাদেরকে জানানোর উদ্যোগ নিলে স্কুলটি টেকসই হত।

(ঙ) প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যাদিঃ

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১২.১ প্রকল্প সম্পৃক্ত চাষী পরিবারের মাথাপিছু মাসিক আয় কন্ট্রোলগ্রুপ চাষী পরিবারের আয়ের তুলনায় ১০% বৃদ্ধি পাবে।	১২.১ তুলনামূলক মাথাপিছু আয় বৃদ্দির হার ১৩%
১২.২ প্রকল্প সম্পৃক্ত চাষী পরিবারের ৫ বছর ও তার কম বয়সি বাচ্চাদের দৈনিক আমিষ গ্রহণের হার কন্ট্রোলগ্রুপ চাষী পরিবারের আমিষ গ্রহণের ১০% বৃদ্ধি পাবে;	১২.২ তুলনামূলক আমিষ গ্রহণের হার ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.৩ প্রকল্প সম্পৃক্ত চাষী পরিবারে দৈনিক .২৫ কর্মদিবস সমপরিমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।	১২.৩ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিমান .৫৪ কর্মদিবস
১২.৪ প্রকল্প সম্পৃক্ত চাষীদের ধান উৎপাদনের হার কন্ট্রোলগ্রুপ চাষীদের তুলনায় ৮% বৃদ্দি পাবে।	১২.৪ তুলনামূলক ধান উৎপাদন বৃদ্দির হার ১৪%
১২.৫ প্রকল্প সম্পৃক্ত চাষীদের বসতভিটায় সব্জি উৎপাদন কন্ট্রোলগ্রুপ চাষীদের তুলনায় ১৫% বৃদ্ধি পাবে।	১২.৫ তুলনামূলক বসতভিটায় সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৭%

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১২.৬ প্রকল্প সম্পৃক্ত চাষীদের ডিম, মাছ ও দুধ উৎপাদন কন্ট্রোলগ্রুপ চাষীদের তুলনায় যথাক্রমে ৫০%, ১০%, ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে	১২.৬ তুলনামূলক ডিম, মাছ ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৯০%, ৫৬% ও ৩৯%

১৩. উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৪. অডিটঃ

প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকেল্পর পিসিআর –এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও এক্সটারনাল অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্মের টেবিলে দেখানো হলোঃ

১৪.১. অভ্যন্তরীণ অডিটঃ

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫	৩/৭/২০১৫	সর্বমোট ২৭ টি পর্যবেক্ষণ উল্থাপিত হয়	উথাপিত পর্যবেক্ষণ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৫-২০১৬	৩/২/২০১৬ ও ১/৩/২০১৬	সর্বমোট ২২ টি পর্যবেক্ষণ উল্থাপিত হয়	উথাপিত পর্যবেক্ষণ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৬-২০১৭	২৬/১০/২০১৬	সর্বমোট ২৩ টি পর্যবেক্ষণ উল্থাপিত হয়	উথাপিত পর্যবেক্ষণ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছ।
২০১৭-২০১৮	৬/৮/২০১৭ ও ১১/৪/২০১৮	সর্বমোট ২৭ টি পর্যবেক্ষণ উল্থাপিত হয়	উথাপিত পর্যবেক্ষণ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৮-২০১৯ (জুলাই ১৮ – ডিসেম্বর ১৮)	১৭১২/২০১৮	সর্বমোট ১৩ টি পর্যবেক্ষণ উল্থাপিত হয়	উথাপিত পর্যবেক্ষণ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৪.২. এক্সটারনাল অডিটঃ

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
২০১৩-১৪	২৯/৭/২০১৫	১. পিপিআর ২০০৮ এর নিয়ম বহির্ভুত খরচ ৪৩,৫১৬৮৫ টাকা ২. ডিপিপি বরাদ্দ বহির্ভুত ১৮,৯৭,৮৭১.০০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়েছে। ৩. মোটরসাইকেল সরবারহকারীর নিকট থেকে ১,৬৩,০৪১.০০ টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করা হয় নাই।	উথাপিত পর্যবেক্ষণ /অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৪-১৫	৩১/১২/২০১৫	১. মোটর সাইকেল এবং ডবল কেবিন পিকাপ ওটিএম-র পরিবর্তে ডিএমপি অনুসরন করে ক্রয় করা হয়েছে যা পিপিআর-৮ এর বিধানের পরিপন্থী। ২. অতিরিক্ত ৫,৮৬,৩৩০.০০ টাকা ডানিডার অনুমোদন ছাড়াই প্রজেক্ট কর্মীদের বেতন প্রদান করা হয়েছে যা ডিপিপি-র প্রভিশনের বহির্ভূত । ৩. ট্রায়াল উপকরণ ক্রয়বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪,২৪,৮৬,৯০০ টাকা কিন্তু কোন বিতরন নথি এবং কৃষকদের প্রাপ্তির কোন নথি	উথাপিত পর্যবেক্ষণ /অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
		অডিটের সময় পাওয়া যায়নি। ৪. ৫৬,৭১,৫৬৫.০০ টাকা ব্যয় পিপিআর-২০০৮ বিধি বহির্ভূত। ৫. কল্পিত ব্যয় ৬৩,২৫০.০০ টাকা যা কৃষকদের উপকরন সহায়তা ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে তা প্রকৃত প্রদানকৃত টাকার চেয়ে কম। ৬. উপকরন সরবরাহকারীদের নিকট থেকে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি তাই রাজস্ব ক্ষতির পরিমান ৯৯৭৫১.০৮ টাকা। ৭. বিদেশ ভ্রমণ কনট্রাক্টরকে অতিরিক্ত ১,৯১,২১৭.০০ টাকা ব্যবস্থাপনা ফি প্রদান করা হয়েছে যা জমাকৃত প্রোপজালে উল্লেখ নেই কিন্তু চুক্তিতে ব্যবস্থাপনা ফি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পেমেন্ট দেয়া হয়েছে।	
২০১৫-১৬	৩০/৩/২০১৭	১. ৪৩,৫১,৬৮৫.০০ টাকা ব্যয় ডিডিপি-র বরাদ্দ বহির্ভূত। ২. প্রজেক্ট কর্মীদের প্রদেয় অতিরিক্ত বেতন ১২,৮৬,১৯৪.০০ টাকা ৩. প্রজেক্ট অফিস থেকে খরচ কেন্দ্র পর্যন্ত ২০,২৮,৩৩৩.০০ টাকা ব্যয় বৈষম্য পাওয়া গিয়েছে। ৪. বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয়বাবদ কল্পিত ব্যয় ৯,৪২,৩৩৪.০০ টাকা। ৫. ভ্যাট কর্তন না করার কারনে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩,১৭,৫৩১.০০ টাকা। ৬. সম্মানীভাতা বাবদ সংঘটিত সন্দেহজনক ব্যয় ৩,১২,৬০০.০০ টাকা। ৭. বিদ্যুৎ বিল ও সেন্টার ইনচার্জের সম্মানীভাতা বাবদ কল্পিত ব্যয় ১,১৬,৬০০.০০ টাকা। ৮. ট্রায়াল উপকরণ ক্রয়বাবদ সংঘটিত ব্যয় ৫,৪৫,৯৯৮.০০ টাকা। কিন্তু বিতরনের কোন নথি অথবা কৃষকদের প্রাপ্তির কোন নথি অডিটের সময় পাওয়া যায়নি। ৯. এফএফ সম্মানী বিল হতে ইনকাম ট্যাক্স কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমান ১,১৬,৫১০.০০ টাকা। ১০. ইউনিফর্মের জন্য প্রজেক্ট তহবিলের ক্ষতির পরিমান ১,০৩,৫১৪.০০ টাকা। ১১. ইলেকট্রনিক পন্য ক্রয়বাবদ কল্পিত ব্যয় ১,১০,০০০.০০ টাকা। ১২. পিপিআর-২০০৮ নিয়ম বহির্ভুত ব্যয় ১,১৭,৭৩৭.০০ টাকা। ১৩. টায়ার ক্রয়বাবদ নিয়ম বহির্ভুত ব্যয় ৫০,০০০.০০ টাকা। ১৪. মনিটরিং এর নাম করে সংঘটিত নিয়ম বহির্ভুত ব্যয়ের পরিমান ৫২,০০০.০০ টাকা।	৫ নং ব্যতিত উত্থাপিত সকল পর্যবেক্ষণ /অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৬-১৭		১. একটি গাড়ী মেরামতে একজন কর্ট্রাকটরকে অসংগতিপূর্ণ ও অসমর্থনীয় পেমেন্ট দেয়া হয়েছে ৫,২২,৮৮৫.০০ টাকা। ২. অসংগতিপূর্ণ ও নিয়ম বহির্ভুত ব্যয় সংঘটন ২৫,১৬৫.০০ টাকা। মানদন্ড: আর্থিক নীতিমাল ৩. প্রষিক্ষণের নিমিত্তে ক্ষতি ১,২১,৫২০.০০ টাকা। মানদন্ড: ট্রেজারী নিয়ম ৭(১)। ৪. প্রকল্প কর্ম এলকার বাইরে অবস্থিত বুড়িরহাট হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কারে ব্যয় ১,২০,০০০.০০ টাকা। ৫. পরিচিতীহীন ম্যাগাজিনে বিপন ছাপানোবাবদ ৩,১৪,২৫০.০০ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে।	উত্থাপিত পর্যবেক্ষণ /অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সময়কাল	অডিটের তারিখ	প্রধান পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
		৬. খাবার ভাতা বাবদ সহায়তাকারী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নিয়ম কহির্ভূত ৩,১৫,৯০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে । মানদন্ড: প্রশিক্ষণ বাজেট, ডিপিপি এবং সরকারী আদেশ। ৭. প্রশিক্ষণ সময়ের বাইরে প্রশিক্ষণভাতাবাবদ অতিরিক্ত ২,১৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। মানদন্ড: আর্থিক নীতিমালা ৮. প্রশিক্ষ পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ১০,৪৪,২০০.০০ টাকা অননুমোদিতভাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে যা আর্থিক ক্ষমতা প্রতিনিধিত্ব আইন লঙ্ঘন করেছে। ৯. প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অগ্রিম ৬০,৩১,০৭০.০০ টাকা উত্তোলন ডিওএফপি লঙ্ঘন। মানদন্ড: আর্থিক ক্ষমতা প্রতিনিধিত্ব আইন ১৫. আঞ্চলিক সমন্বয়কারীকে (আরআইসি) ২,০৬,৩০০/ টাকা প্রশিক্ষণ সম্মানীভাতা নিয়ম বহির্ভুতভাবে প্রদান করা হয়েছে। মানদন্ড: আর্থিক নীতিমালা	
২০১৭-১৮		অডিট সমাপ্ত, প্রতিবেদন প্রক্রিয়াধীন	
২০১৮-২০১৯		অডিট সমাপ্ত, প্রতিবেদন প্রক্রিয়াধীন	

পরিদর্শনকালে (ক) ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এক্সটার্নাল অডিটে উল্লেখিত ৫ নং আপত্তি ও (খ) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এক্সটার্নাল অডিটে উল্লেখিত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি; এবং (গ) ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এক্সটার্নাল অডিট যথা নিয়মে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

(চ) **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ**

১৫। আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ	১৬। আইএমইডি'র সুপারিশমালা/মতামততঃ
১৫.১। প্রকল্পের মূল ডিপিপি ব্যয় ৪৩২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের সংশোধিত মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা; যা মূল ডিপিপি ব্যয়ের চেয়ে ৭৪০০.৮৮ বা ১৭.১৩% কম। অপরপক্ষে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ কাল ৬(ছয়) মাস অর্থাৎ ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪৩৪২.৩২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৬.০০%। সুতরাং ডিপিপি প্রণয়ন কালে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ- ১.৭, ১.৮, ১.১০, ৫);	১৬.১। পরবর্তীতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক যথাযথভাবে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় নির্ধারণ করবে; যেন প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়ে ও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় (অনুচ্ছেদ- ১.৭, ১.৮, ১.১০, ৫, ১৫.১);
১৫.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে কৃষি/খামারের উন্নত প্রযুক্তি কৃষকের নিকট পৌঁছানোর ফলে সচারচার কৃষি কাজের বাইরেও আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, মুরগি পালন, মাছ চাষ ও বসত বাড়ীতে ফল ও সব্জি বাগান সৃষ্টি বিশেষতঃ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ- ১১);	১৬.২। কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কৃষকদের মাঝে উন্নত প্রযুক্তি সংবলিত কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ, পশু-পালন, মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্পের অনুরূপ ফলো আপ প্রকল্প হিসাবে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচির যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ১১, ১৫.২);

১৫। আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ	১৬। আইএমইডি'র সুপারিশমালা/মতামততঃ
১৫.৩। প্রকল্পের আওতায় একটি গ্রামে শুধুমাত্র ২৫ টি পরিবারের (প্রতিটি পরিবার থেকে ১জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) মোট ৫০ জন সদস্য নিয়ে কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) গঠন করা হয়েছে; যা এলাকাসমূহে কৃষকের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। উপরন্ত একই পরিবার থেকে ২ জন করে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। অপর পক্ষে প্রকল্প এলাকার অনেক পরিবার প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ- ১১);	১৬.৩। পরবর্তীতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে কৃষক মাঠ স্কুলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিক সংখ্যক কৃষকের মাঝে বিস্তারের লক্ষ্যে প্রত্যেক পরিবার থেকে ২ জন করে সদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে প্রতি পরিবার থেকে ১ জন করে সদস্য নিয়ে কৃষক মাঠ স্কুল গঠন করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ১১, ১৫.৩);
১৫.৪। প্রকল্প এলাকার একজন সুবিধাভোগী কৃষক একই সময়ে আলোচ্য প্রকল্পসহ ঐ এলাকায় চলমান অন্যান্য প্রকল্প যেমন- ইতোপূর্ব সমাপ্ত আইপিএম, বর্তমানে চলমান এনএটিপি ইত্যাদি থেকেও সুবিধা (Input) গ্রহণ করেছে মর্মে জানা গেছে। ফলে, যারা একাধিক প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়েছে; তারা অধিকতর দক্ষতা অর্জন করেছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আইএফএমসি প্রকল্পের Output ও Outcome নিরুপন করা দুরুহ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১১);	১৬.৪। সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে প্রকল্পের সুবিধা প্রদান এবং একটি প্রকল্পের Output ও Outcome নিরুপনের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার একজন সুবিধাভোগী কৃষক যেন একই সময়ে অন্য কোন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১, ১৫.৪);
১৫.৫। কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে মোট ৪৭টি সেশনের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্ন শস্য ও সাক সব্জি চাষ, গরু মোটাতাজা করণ, ছাগল ও মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অথচ প্রশিক্ষণের সময়ে কৃষকদের কোন লিখিত লিফলেট বা বুকলেট দেয়া হয় না। ফলে প্রকল্প সমাপ্তির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত না থাকায় প্রকপ্লের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অনেক কৃষক কিছুটা ভূলে গেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১১);	১৬.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান/অভিজ্ঞতা দীর্ঘস্থায়ী (sustainable) করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের লিখিত লিফলেট বা বুকলেট দেয়া প্রয়োজন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তিসমূহ বিস্তারের লক্ষ্যে ডিএই -এর নিজস্ব রাজস্ব বাজেট বা বর্তমানে চলমান অন্যান্য প্রকল্প বা নতুন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রম ও মাঠ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১১, ১৫.৫);
১৫.৬। কৃষকের উৎপাদিত খামার জাত সার ও ভার্মি কম্পোস্ট সারের বাজারজাত করণে সমস্যা রয়েছে বিধায় অধিকাংশ কৃষক বৃহদাকারে খামার জাত সার ও ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনে অনাগ্রহী। শুধুমাত্র তারা নিজেদের জমিতে ব্যবহারের উদ্যেশ্যে এ ধরণের জৈব সার উৎপাদন করছে। অথচ জৈব সার পরিবেশ দুষণ হ্রাস ও জমির গুণগত মান বজায় রাখতে খামার জাত সার ও ভার্মি কম্পোস্ট খুবই উপযোগী। ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন, ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতার অভাব এবং বাজারজাতকরণে সমস্যা রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১১);	১৬.৬। পরিবেশ দুষণ হ্রাস ও জমির গুনগত মান বজায় রাখতে খামার জাত সার ও ভার্মি কম্পোস্ট এর ব্যবহার জনপ্রিয় করতে এবং কৃষকের উৎপাদিত খামার জাত সার ও ভার্মি কম্পোস্ট সার বাজারজাত করণে ডিএইকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১, ১৫.৬);
১৫.৭। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২৪০০ জন কৃষক সহায়তাকারী (Farmer Facilitator) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন তারা কৃষকদের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছেন। প্রকল্প শেষে তাদেরকে অন্যকোন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হলে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও লব্দ অভিজ্ঞতা কালে লাগত এবং দেশের কৃষি সেক্টর লাভবান হত। অপরপক্ষে, কৃষক সহায়তাকারীবৃন্দেরও সংস্থানের একটা সুযোগ সৃষ্টি হত	১৬.৭। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক সহায়তাকারীবৃন্দের (Farmer Facilitator) অর্জিত জ্ঞান ও লব্দ অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কৃষি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলমান অন্যকোন প্রকল্পের সাথে কৃষক সহায়তাকারীবৃন্দেরও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১১, ১৫.৭);

১৫। আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ	১৬। আইএমইডি'র সুপারিশমালা/মতামততঃ
(অনুচ্ছেদ ১১);	
	১৬.৭। অনুচ্ছেদ ১৬.১ - ১৬.৭ এ বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-কঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

	কাজের ধরণ	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		ব্যতিক্রমের কারণ
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) রাজস্ব খাত							
১। জনবল ও বেতন ভাতাদি							
	ক. কর্মকর্তার বেতন	নং	৫,৩২৮.৯৯	১০৫	৫,১৩৪.২৩	১০৫	
	খ.স্টাফ বেতন	নং	১,০৭২.৩৭	৭৪	১,০২৭.৫২	৭৪	
	গ. স্বল্পকালিন কনসাল্টটেট	থোক	১৮.০৫	থোক	৮.০৫		
	ঘ. ভাতা	নং	১,৪৫০.৯৭	১৭৯	১,৪৭৭.২২	১৭৯	
২. কারিকুলাম উন্নয়ন		নং	৪৯.৮৮	৩৫	৩৬.৯৩	৩৫	
৩. প্রশিক্ষণ (৫০ ব্যাচ)		নং	৯৮০.১৮	১৭৫	৯৬৭.২৩	১৬১	
৪	ক.স্ট্যাডি ট্যুর	নং	১৭৬.৯৩	৬০	১৭৬.৭৯	৬০	
	খ. উপজেলা সমন্বয় সভা	নং	১১৫.২৯	৭৭৬০	১১৫.০৪	৭৭৬০	
	গ. প্রশিক্ষন কেন্দ্র মেরামত	নং	৬০	৬	৫৭.৬৪	৬	
৫	ক. এফএফএস বাস্তবায়ন	নং	১৯,২৫১.৩৭	১৭১০০	১৯,০২২.২০	১৭১০০	
	খ. রিভিউ ও প্লানিং ওয়ার্কশপ	নং	২৭২.৯৬	২৪৮	২৫০.৭৫	২৪৮	
	গ. আইসিসি ও গনমাধ্যম	থোক	৫৯.৬৭	থোক	৪৮.৬১		
৬	মনিটরিং ও ব্যাকস্টপিং	নং	১,২৮৯.২৭	১৭১০০	১,২৬৩.৭২	১৭১০০	
৭	কৃষক সংগঠন সহায়তা (প্রশিক্ষল/ওর্য়াকশপ)	থোক	২,০১৮.২৫	থোক	১,৭৯০.৪৭		
৮	জাতীয় ও সেমিনার এবং যৌথ পরিদর্শন	নং	৩৮.৪৩	৩২	৩২.৬৪	৩২	
৯	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট	নং					
	ক. সদর দপ্তর	থোক	৪৩১.০২	থোক	৩৬৬.৬৩		
	খ. আঞ্চলিক কার্যালয়	থোক	৫৭৯.৩২	থোক	৫২৬.৩১		
	গ. জেলা ও উপজেলা অফিস	থোক	১,০৫৫.৯০	থোক	৯৮৬.৪৩		
উপমোট (ক) রাজস্ব খাত			**৩৪,২৪৮.৮৫**		**৩৩,২৮৮.৪১**		
(খ) কম্পোনেন্ট মূলধন							
১	গাড়ি	নং	৫৬.৭৪	২	৫৬.৭৪	২	
২	মটারসাইকেল	নং	৯০.৬২	৯১	৯০.৬২	৯১	
৩	কম্পিউটার	নং	৩৫.৫	৬৪	২৯.০৭	৫৪	
৪	প্রিন্টার	নং	৮.০৫	৬৪	৬.৬৯	৫৭	
৫	ল্যান্ড স্থাপন	নং	২.৩৮	৬	২.১২	৬	
৬	ফটোকপিয়ার	নং	২৮.৬৫	১৫	২৩.৬৫	১৩	
৭	আসবারপত্রও যন্ত্রপাতি	থোক	৬৯.১৮	থোক	৬৫.৬৪		
৮	ল্যাপটপ	নং	৩.৩১	৭	৩.৩১	৭	
৯	ক্যামেরা	নং	২.২১	২২	২.১৮	২১	
১০	স্ক্যানার	নং	০.৪২	৮	০.৩১	৬	
১১	সিডি/ভ্যাট	থোক	১৮৩.৭৬	থোক	১৮৩.৭৬		
উপমোট (খ) মূলধন অংশ			**৪৮০.৮২**		**৪৬৪.০৯**		
মোট (রাজস্ব+মূলধন)			**৩৪,৭২৯.৬৭**		**৩৩,৭৫২.৫০**		
ভৌত (আনুসাঙ্গিক)			১৯৮.০৪		৫৬.৫		
মূল্য (আনুসাঙ্গিক)			৮৭১.৪২		৫৩৩.২২		
সর্বমোট প্রকল্প খরচ			**৩৫,৭৯৯.১৩**		**৩৪,৩৪২.২২**		

সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম : **"সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : সিলেট অঞ্চলের ৪টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : (ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (খ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) (গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৫১৯.১০	৫৪৮১.২৬	৫৪১৭.৮২	মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	ব্যয় কম হয়েছে ৩৭.৮৪ (০.৬৯% কম)	-

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	রাজস্ব ব্যয়:					
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	০৪	৯০.৪১	০৪ (১০০%)	৮৪.০৩ (৯২.৯৪%)
২.	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	জন	০২	৩.৮৭	০২ (১০০%)	৩.৪৯ (৯০.১৮%)
৩.	ভাতাদি	থোক	থোক	৬৬.২৮	থোক	৬২.৯৩ (৯৪.৯৪%)
৪.	সরবরাহ ও সেবা প্রচার বিজ্ঞাপন সহ	থোক	থোক	২০৫.৮৯	থোক	২০৫.১০ (৯৯.৬১%)
৫.	কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৪৫০	৮৮২.০০	২৪৫০ (১০০%)	৮৮২.০০ (১০০%)
৬.	সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২০০০	৭২০.০০	২০০০ (১০০%)	৭২০.০০ (১০০%)
৭.	অফিসার এবং এসএ এও প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৫৪	২৮.৬০	৫৪ (১০০%)	২৮.৫৫ (৯৯.৮২%)
৮.	মাঠ দিবস	সংখ্যা	৫০০	৫০.০০	৫০০ (১০০%)	৫০.০০ (১০০%)
৯.	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	ব্যাচ	২০৩	১৬৭.৫৮	২০৩	১৬৭.৫৩

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	(কৃষক, অফিসার এবং এসএ এও)				(১০০%)	(.৯৯%)
১০.	এক্সপোজাল ভিজিট	ব্যাচ	৬	১৬০.০২	৬ (১০০%)	১৫৭.৯১ (৯৮.৬৮%)
১১.	সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২২	৬৬.০০	২২ (১০০%)	৬২.২৮ (৯৪.৩৬%)
১২.	কৃষি মেলা (উপজেলা এবং জেলা)	সংখ্যা	১৩২	১১৪.০০	১৩২ (১০০%)	১১৪.০০ (১০০%)
১৩.	পিসিআর মিটিং	সংখ্যা	১১	২.৭৫	১১ (১০০%)	২.৩৭ (৮৬.১৮%)
১৪.	প্রদর্শনী (ক্রপস, ফল, সবজি জৈব সার)	সংখ্যা	১৬৩৩১	১৬৮৭.২২	১৬৩৩১ (১০০%)	১৬৬৩.৫৩ (৯৮.৫৯%)
১৫.	চারা সরবরাহ	থোক	থোক	২০১.০০	থোক	১৯৫.৫৫ (৯৭.২৮%)
১৬.	সম্মানী/ফি	থোক	থোক	৬.৩৮	থোক	৬.৩৬ (৯৯.৬৮%)
১৭.	মনিটরিং, ইভালুয়েশন এবং প্রভাব মূল্যায়ন	থোক	থোক	১৯.৪৪	থোক	১৯.২৪ (৯৮.৯৭%)
১৮.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৬৮ (৯৬.৮০%)
১৯.	আউটসোর্সিং	জন	৬	৫৪.৯২	৬ (১০০%)	৫২.০৯ (৯৪.৮৪%)
২০.	পিডি অফিসের আনুসাঙ্গিক ব্যয় (কৃষক এবং কর্মকর্তাদের পুরস্কারসহ)	থোক	থোক	৪৭.৪৮	থোক	৪৭.৪৬ (৯৯.৯৫%)
২১.	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (গাড়ী, কম্পিউটার, আসবাবপত্র এবং অফিস ভবন)	থোক	থোক	১০৬.৮৭	থোক	৯৭.৪০ (৯১.১৪%)
২২.	গ্রাচুইটি	সংখ্যা	১	২.০০	১ (১০০%)	০.৮৯ (৪৪.৫০%)
খ)	মূলধন					
২৩.	জীপ, ডাবল কেবিন পিক আপ (রেজিষ্ট্রেশন ও ট্যাক্স) এবং অন্যান্য	সংখ্যা	৩	১৮৩.০০	৩ (১০০%)	১৮১.৭৫ (৯৯.৩২%)
২৪.	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৪৬.৯৮	থোক	৪৬.৫১ (৯৮.৯৯%)
২৫.	ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরা	সংখ্যা	২	১.৩০	২ (১০০%)	১.২৮ (৯৮.৪৬%)
২৬.	জেনারেটর/আইপিএস	সংখ্যা	৬	৫.১০	৬ (১০০%)	৫.১০ (১০০%)
২৭.	ফ্যাক্স মেশিন ও মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	২	১.৮০	২ (১০০%)	১.৭৮ (৯৮.৮৮%)
২৮.	নার্সারী যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০ (১০০%)
২৯.	প্রিন্টার ও ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৪৩	৪৩.০০	৪৩	৪৩.০০

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	(কম্পিউটার সামগ্রীসহ)				(১০০%)	(১০০%)
৩০.	ল্যাপটপ এবং স্ক্যানার	সংখ্যা	৯	৪.৫০	৯ (১০০%)	৪.১০ (৯১.১১%)
৩১.	এয়ারকন্ডিশনার	সংখ্যা	৪	৬.০০	৪ (১০০%)	৫.৪১ (৯০.১৬%)
৩২.	ওয়াটার ফিল্টার	সংখ্যা	৩	১.৫০	৩ (১০০%)	১.৩৮ (৯২.০০%)
৩৩.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	৪.০০	২ (১০০%)	৩.৯৯ (৯৯.৭৫%)
৩৪.	অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	১৬.২২	থোক	১৬.০৫ (৯৮.৯৫%)
৩৫.	ল্যান্ডফোন/মোবাইল	থোক	থোক	১.০০	থোক	.৯৫ (৯৫.০০%)
৩৬.	ফুট পাম্প স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৬৭২	৬০.৪৮	৬৭২ (১০০%)	৬০.৪৮ (১০০%)
৩৭.	ফসল কাটার যন্ত্র পরিমাপক ফিতাসহ এবং ডিজিটাল সয়েল পিএইচ মিটার	সংখ্যা	১০০	১২.০০	১০০ (১০০%)	১২.০০ (১০০%)
৩৮.	ডিজিটাল ব্যালেন্স এবং ডিজিটাল রেইন গজ	সংখ্যা	৬০	৩৪.৫০	৬০ (১০০%)	৩৪.৫০ (১০০%)
৩৯.	নির্মাণ (সিলেট অফিস ডরমিটরী সহ) ও আনুষাঙ্গিক কাজ	বর্গ ফুট	৯০০০	৩৪২.১৮	৯০০০ (১০০%)	৩৪২.১৪ (৯৯.৯৮%)
	মোট			৫৪৮১.২৬	১০০%	৫৪১০.৮২ (৯৮.৮৪%)

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নাই মর্মে জানা যায়।

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ ইত্যাদি।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

৯.১। **মূল উদ্দেশ্য:** টেকসহ কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও শস্য উৎপাদন ৫-১০% বৃদ্ধি করা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

- দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী ও উদ্যানে চাষাবাদ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে উপযোগী প্রযুক্তি চিহ্নিত করে তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কৃষক বাজার সম্পর্ক স্থাপন উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য উৎপাদন সহায়তা এবং ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিস এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

- নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে অন ফার্ম কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;
- প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি; এবং
- ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো।

৯.২। প্রকল্পের পটভূমি:

সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকা বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে আধুনিক কৃষির প্রচলন তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এ অঞ্চলে কৃষির উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি। এ অঞ্চলে কৃষির সম্ভাবনা যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলা মাঝারি পাহাড় ঘেরা এবং সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার ভূ-প্রকৃতি মাঝারি নিম্নভূমি ও অতি নিম্ন ভূমিপূর্ণ। সিলেট ও মৌলভীবাজারে শস্য নিবিড়তা তুলনামূলকভাবে বেশী হলেও সুনামগঞ্জ অধিকাংশ এলাকা হাওরভুক্ত হওয়ায় শস্য নিবিড়তা কম। অপ্রতুল সেচ সুবিধা, শ্রমিকের স্বল্পতা, অতি বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমি বিভিন্ন মৌসুমে বিশেষ করে রবি মৌসুমে খালি পড়ে থাকে। ফলে, এ অঞ্চলের শস্য নিবিড়তা জাতীয় গড় শস্য নিবিড়তার চেয়ে কম। ক্রমশ: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনগনের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এ অবস্থা থেকে উত্তরণ প্রয়োজন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

প্রকল্পটি ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মোট ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় মার্চ/২০১৫ হতে জানুয়ারি ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৫৪৮১.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৫/১২/২০১৮ তারিখে একই মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধন অনুমোদিত হয়।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ**

গত ২৩/০১/২০২০, ২৪/০১/২০২০ ও ২৫/০১/২০২০ তারিখ আইএমইডি'র সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক জনাব মো: আফজল হোসেন সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১: অফিস কাম ডরমেটরী ভবন এর সম্মুখে (প্রকল্প পরিচালক এবং সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাসহ)



চিত্র-২: প্রশিক্ষণ কক্ষ

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

ক)	২৪৫০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ;
খ)	২০০০ ব্যাচ উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ
গ)	৫০০টি মাঠ দিবস
ঘ)	৪৯ ব্যাচ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ
ঙ)	কৃষকদের জন্য ১৯৪টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
চ)	এসএএওদের জন্য ৫টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
ছ)	অফিসারদের জন্য ৪টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
জ)	সেমিনার/ওয়ার্কশপ ২২টি
ঝ)	জেলা পর্যায়ে ১২টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ১২০টি কৃষি মেলার আয়োজন
ঞ)	কমলা ও মাল্টা বাগান ৪৩০টি
ট)	ফল বাগান ১১০০টি
ঠ)	মসলা প্রদর্শনী ৪২০টি
ড)	লতানো সবজী প্রদর্শনী ১০০০টি
ঢ)	অলতানো সবজী প্রদর্শনী ১২১০টি
ন)	ধান (আউশ, আমন ও বোরো) প্রদর্শনী ৬২০৬টি
ত)	ভুট্টা প্রদর্শনী ১২০০টি
থ)	গম প্রদর্শনী ৯০০টি
দ)	ডাল প্রদর্শনী ৮৫০টি
ধ)	এফওয়াইএম, কম্পোষ্ট ও সবুজ সার প্রদর্শনী ৩০১৪টি
ণ)	বিভিন্ন ধরণের ফলের চারা সরবরাহ

১৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নাত্তোর কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

১৩.১। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ফলের প্রদর্শনী প্লট ব্যতীত অন্য কোন প্রর্দশনী প্লট নাই। তবে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা ফসলের উৎপাদন চালু রেখেছেন মর্মে জানা যায়।

১৩.২। প্রর্দশনী খামার: ডিপিপি'র আওতায় মোট ১৬,৩৩১টি বিভিন্ন ফসলের যেমন কমলা, মাল্টা, আউশ, আমন ও বোরো ধান, ভুট্টা গম, ডাল এফ ওয়াই এম কম্পোষ্ট, সবুজ সার প্রদর্শনী প্লট তৈরির সংস্থান ছিল। ২০১৫-২০১৬ সাল

থেকে প্রদর্শনী প্লট তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় মাল্টা, আউশ, আমন ও বোরো ধান, ভুট্টা গম, ডাল, এফ ওয়াই এম, কম্পোষ্ট, সবুজ সার প্রদর্শনীর ১৬,৩৩১টি প্লট তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন জেলা ভিত্তিক প্রদর্শনী প্লটের **তথ্যাদি নিম্নরুপ:**

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা (টি)
০১.	সিলেট	৬৭১৭
০২.	মৌলভীবাজার	৩২০৫
০৩.	হবিগঞ্জ	৩১৮৮
০৪.	সুনামগঞ্জ	৩২২১
	মোট	১৬৩৩১ টি

সফলভিত্তিক প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা

ক্রমিক নং	সফলের নাম	প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা (টি)
০১.	ধান (আউশ, আমন, বোরো)	৬২০৬
০২.	ভুট্টা	১২০০
০৩.	গম	৯০০
০৪.	লতানো সবজি	১০০০
০৫.	অলতানো সবজি	১২১০
০৬.	ডাল	৮৫০
০৭.	মসলা	৪২০
০৮.	ফল বাগান	১১০০
০৯.	মাল্টা ও কমলা	৪৩০
১০.	ঘাই (আটিসান একুইফার)	০১
	মোট	১৩,৩১৭ টি

এফওয়াইএম, কম্পোষ্ট ও সবুজ সার প্রদর্শনীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রদর্শনীর নাম	প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা (টি)
০১.	এফওয়াইএম	১০০০
০২.	কম্পোষ্ট	১০১৪
০৩.	সবুজ সার	১০০০
	মোট	৩,০১৪ টি

১৩.৩। সিলেট জেলার সদর উপজেলার খাদিমনগর এলাকার সাদিমপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিন পিতা-মনফর আলীর মাল্টার প্রদর্শনী খামার পরিদর্শনকালে জানা যায় তিনি ৫০ শতক জমিতে ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে মাল্টার বাগান করেছেন। প্রকল্প থেকে তিনি ২৫৪টি চারা, ৫ বস্তা সার এবং ১৫০০/- টাকা পেয়েছেন। মাল্টার চারা লাগানোর পূর্বে তার জমিটি পতিত থাকত। এখন প্রদর্শনী খামার দেখে অন্যান্যরাও উৎসাহিত হচ্ছেন মর্মে জানা যায়।

১৩.৪। মাঠ দিবসের দিনে এলাকার ৮/১০টি প্রদর্শনী প্লটের সংশ্লিষ্ট কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪০/৫০ জন কৃষক (পুরুষ/মহিলা) একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সফলের চাষাবাদ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের নিকট থেকে

নির্দেশনা/পরামর্শ পেয়েছেন মর্মে জানা যায়। প্রকল্প চলাকালীন মাঠ দিবস ও উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ সম্পর্কিত নিম্নরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়।

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও মাঠ দিবস সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের সংখ্যা	মাঠ দিবস
০১.	সিলেট	৭১	২০০
০২.	মৌলভীবাজার	৪২	৯৫
০৩.	হবিগঞ্জ	৪০	৯৫
০৪.	সুনামগঞ্জ	৫০	১১০
	মোট	২০৩	৫০০

১৩.৫ ডিপিপি'র আওতায় ২৪৫০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ ২০০০ ব্যাচ উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ এবং ৪৯ ব্যাচ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জেলা ভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	জেলার নাম	কৃষক প্রশিক্ষণ		উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ		উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	
		ব্যাচ সংখ্যা	উপস্থিত লোক সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	উপস্থিত লোক সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	উপস্থিত লোক সংখ্যা
০১.	সিলেট	৮৩১	২৪৯৩০	৭১২	২১৩৬০	১৮	৫৪০
০২.	মৌলভীবাজার	৪৯৫	১৪৮৫০	৪০৭	১২২১০	১০	৩০০
০৩.	হবিগঞ্জ	৫১৭	১৫৫১০	৪১২	১২৩৬০	১০	৩০০
০৪.	সুনামগঞ্জ	৬০৭	১৮২১০	৪৬৯	১৪০৭০	১১	৩৩০
	মোট	২৪৫০	৭৩৫০০	২০০০	৬০০০০	৪৯	১৪৭০

১৩.৬ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফসলের চাষাধীন এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা যায়। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন সফলের চাষাধীন জমির পরিমাণ (হেক্টর):

ক্র: নং	অঞ্চল	ফসলের নাম							
		ধান		ভুট্টা		গম		ডাল	
১	২	৩		৪		৫		৬	
		২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯
১.	সিলেট অঞ্চল	৯৭০৪৯৫	১০৪৩০৭৩	২৩২	৭২৫	১৫১৭	১৩৪৪	১৭৯০	১৮৮৪

ক্র: নং	অঞ্চল	ফসলের নাম					
		সরিষা		মসলা (আদা, হলুদ, মরিচ এবং অন্যান্য)		শাকসবজি (লতানো ও অলতানো)	
৭	৮	৯		১০		১১	
		২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯
১.	সিলেট অঞ্চল	৬২০২	৭০০০	৮৩০৭	৯২৩০	৬২১৯৮	৭৮১১০

সূত্র: অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

১৩.৭ যন্ত্রপাতির বিবরণ: প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালক থেকে সরবরাহকৃত তথ্য মতে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	জেলার নাম	নার্সারী যন্ত্রপাতি (প্রুনিং শেয়ার, সিকেচার, বাডিং, নাইফ, বাডিংটেপ)	ফুট পাম্প স্প্রেয়ার	ডিজিটাল সয়েল পিএইচ মিটার	সফল কাটার যন্ত্র পরিমাপক ফিতাসহ	ডিজিটাল ব্যালেন্স	ডিজিটাল রেইন গজ	ক্যানভাস ফিতা পাইপ (ফুট)
১.	সিলেট	৮১২	২৪৫	১৮	১৮	১১	১১	৪৪০০
২.	মৌলভীবাজার	৪৫২	১৩৫	১০	১০	৬	৬	২৪০০
৩.	হবিগঞ্জ	৪৫২	১৩৫	১০	১০	৬	৬	২৪০০
৪.	সুনামগঞ্জ	৫২৪	১৫৭	১২	১২	৭	৭	২৮০০
	মোট	২২৪০	৬৭২	৫০	৫০	৩০	৩০	১২০০০ ফুট

১৩.৮ শস্যের নিবিড়তা সম্পর্কে তথ্য: প্রকল্পটির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ। প্রকল্পটি ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয় ১৮ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে। ২০১৫-১৬ সাল থেকে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অঞ্চল	শস্যের নিবিড়তা (%)			শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি (%)
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৮-১৯	
	সিলেট অঞ্চল	১৬৪	১৬৭	১৭০	০৩%

সূত্র: অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

১৩.৯ প্রকল্পের আওতায় উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট এর কার্যালয় কাম ডরমেটরি নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি প্রতিফ্লোরের ৩০০০ বর্গফুটের তিন তলা বিশিষ্ট মোট ৯০০০ বর্গফুটের। প্রত্যেক ফ্লোরের ৮ ফুট করিডোর রয়েছে। করিডোরের উভয় পার্শ্বে ১ম তলায় বিভিন্ন সাইজের ৫টি কক্ষ, ২য় তলায় বিভিন্ন সাইজের ৭টি কক্ষ রয়েছে। ৩য় তলায় ডাইনিং ও রান্নাঘর সহ ১৪ ফুট×১১ ফুট সাইজের ৮টি ডরমেটরি কক্ষ রয়েছে। প্রত্যেক তলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাক টয়লেট রয়েছে। ডরমেটরিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভবনের কাজ এবং আসবাবপত্র গুণগতমান সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।



চিত্র-৪: শ্রীমংগলে উপজেলায় আম্রপালি বাগান পরিদর্শন (উপপরিচালক, ডিএই, মৌলভীবাজার, উপজেলা কৃষি অফিসার, শ্রীমংগল এবং প্রদর্শনী কৃষকসহ)



চিত্র-৫: শ্রীঙ্গল উপজেলার আশিদ্রোন ইউনিয়নের শফিক মিয়া, পিতা- হারুন মিয়ার খামার

১৪। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক অনুমোদন ছিল ৫৪৮১.২৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৫৪১৭.৮২ লক্ষ টাকা (৯৮.৮৪%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রকল্প পরিচালকসহ ৪ জন কর্মকর্তা এবং ১জন সহকারী প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছেন (প্রকল্প পরিচালক-০১ জন, সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার-০১ জন, মনিটরিং অফিসার -০২ জন, ও ইউডিএ-০১ জন)। প্রকল্পের আওতায় মোট ০৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলেন (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর -০১ জন, অফিস সহায়ক-০১ জন ও ড্রাইভার (আউসসোর্সিং)-০৫ জন)। প্রকল্প সমাপ্তির পর ৭ জনকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) মোট ০১ জন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেওয়া হলো:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
০১.	মো: ওহিদুজ্জামান	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	মার্চ, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯

১৭। **Procurement of Works** এর উপর তথ্যাদিঃ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা কালে জানা যায় প্রকল্পভূক্ত উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট এর অফিস কাম ডরমেটরী নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজটি ওটিএম পদ্ধতিতে ই-জিপি'র মাধ্যমে হয়েছে। ১টি জীপ ও ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ ডিপিএম এর মাধ্যমে প্রগতি থেকে নেয়া হয়েছে।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য (কোটি টাকায়)	চুক্তি মূল্য (কোটি টাকায়)	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমাণ	মন্তব্য
১.	উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অফিস কাম ডমিটরী নির্মাণ এবং এন্সিলারী ওয়ার্ক	৯০০০ বর্গফুট	৩৪২.১৮	৩৪২.১৮	২৭/০৩/২০১৯	২৪/৩/২০১৯	৩৪২.১৪	

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:**

১৮.১ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫-১৬ সালে যেখানে ধান চাষের আওতাধীন জমি ছিল ৯৭০৪৯৫ হেক্টর সেখানে ২০১৮-১৯ সালে ধান চাষ হয়েছে ১০৪৩০৭৩ হেক্টর জমিতে যা ৭.৪৮% বেশী। ২০১৫-১৬ সালে ভুট্টা চাষ হতো ২৩২ হেক্টর জমিতে ২০১৮-১৯ সালে ভুট্টা চাষ হয়েছে ৭২০ হেক্টর জমিতে যা ২১২.৫০% বেশী। অনুরুপভাবে ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় সরিষা, মসলা ও শাকসবজি চাষ হয়েছে যথাক্রমে ১২.৮৭%, ১১.১১% এবং ২৫.৫০% বেশী জমিতে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি হয়েছে।

১৮.২। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিলেট অঞ্চলের শস্য বিন্যাসে সরিষা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধরণের ফলদ গাছের চারা বিতরণের ফলে পতিত জমি চাষের আওতায় এসেছে। সিলেট অঞ্চলে ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে পতিত জমিতে লতিরাজ কচু এবং মসলা ফসল হিসেবে হলুদের আবাদ শুরু হয়েছে।

১৮.৩। প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন লাগসই জাত যেমন বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৫৮, বিনাধান ১০ এবং আমন মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান ৪৯, আকস্মিক বন্যা সহনশীল ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২, আউশ মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান ৪৮ সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৮.৪। উপকারভোগীগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
১. টেকসহ কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও শস্য উৎপাদন ৫-১০% বৃদ্ধি করা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;	প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি এবং উদ্যান ফসল চাষাবাদের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৩.৬)।সেই সাথে সামগ্রিকভাবে ফসলের নিবিড়তা ৩% বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৩.৮)। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি।
২. দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী ও উদ্যানে চাষাবাদ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	
৩. খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে উপযোগী প্রযুক্তি চিহ্নিত করে তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	৩. নতুন ফসলের জাত যেমন ব্রি ধান ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২ ভুট্টা ফ্রেঞ্চ বিন এবং সরিষা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত
৪. কৃষক বাজার সম্পর্ক স্থাপন উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য উৎপাদন সহায়তা এবং ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিস এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;	৪. প্রকল্পের অন্য দুটি অংশের সাথে ড্যাম অংশটি উচ্চ মূল্যের ফসল যেমন টমেটো, গোয়াল গাদ্দা শিম, ফ্রেঞ্চ বিন, কলা এবং লতিরাজ কচু ইত্যাদি বাজারজাতকরণে একত্রে কাজ করেছে মর্মে জানা যায়।
৫. নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে অন ফার্ম কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;এবং	৫. প্রকল্পের আওতায় কৃষক/কৃষাণি প্রশিক্ষণে প্রায় ২৫০০০ কৃষাণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে মহিলারা ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে সম্পৃক্ত হয়েছে;
৬. ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো।	৬. ধানের ফসল ব্যবধান হ্রাস করে এবং উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করে ধানের ফলন ২.৫ টন/হে. থেকে ৩.৪৫ টন/হে. উন্নীত করা হয়েছে মর্মে জানা যায় (সূত্র: অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, সিলেট)

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল "টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়িতা ও শস্য উৎপাদন ৫-১০% বৃদ্ধি করা"। প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ বছর ৯ মাস মেয়াদে ৫৪১৭.৮২ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হয়। উক্ত মেয়াদ এবং বরাদ্দকৃত টাকায় উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে শস্যের নিবিড়তা ৩% বৃদ্ধি পায়। চাষাধীন জমির পরিমাণ ধান (৭.৪৮%), ভুট্টা (১১২.৫০%), সরিষা (১২.৮৭%), কমলা (১১.১১%) এবং শাকসবজি (২৫.৫০%) বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে , কিন্তু সফল ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পুরোপুরি অর্জিত না হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে:

ক) প্রকল্পে সেচের সংস্থান না থাকা।
খ) জমির মালিক প্রসাবে থাকা এবং জমি বর্গা দিতে অনীহা।
গ) শস্য বিন্যাসভিত্তিক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের সুযোগ কম থাকা।
ঘ) ভূমি মালিকদের কৃষি কাজে অনগ্রহ।

২১। সাধারণ পর্যবেক্ষনঃ

২১.১। প্রদর্শনী খামার/প্লট সংশ্লিষ্ট কৃষকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্য চাষীরা তাদের জমিতে সবজি, ভুট্টা, সরিষা, লতিকচু চাষাবাদে আগ্রহী হচ্ছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১.২। ভুট্টা ও শাকসবজির আওতাধীন চাষের জামি বৃদ্ধির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১.৩। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে ছিল শস্যের নিবিড়তা ও শস্য উৎপাদন ৫%-১০% বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু শস্যের নিবিড়তা ৩% বৃদ্ধি পেয়েছে অথাৎ উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে।

২১.৪। শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সেচ সুবিধা প্রদান সরাসরি জড়িত। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সেচের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কোন অঙ্গ/বরাদ্দ রাখা হয়নি।

২১.৫। শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের উপপরিচালক সিলেট এর অফিস-কাম ডরমেটরী নির্মাণের জন্য ৩৪২.১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ/ব্যয় করা হয়েছে যা মোট ব্যয়ের ৬.৩২%। এটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা বিবেচনা দাবী রাখে।

২১.৬ প্রস্তুতকৃত পিসিআর ত্রুটিপূর্ণ প্রতীয়মান হয়েছে। পিসিআর এর অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিতে (অনুচ্ছেদ ৫ এর ৩৯ উপ অনুচ্ছেদে) উপপরিচালকের অফিস নির্মাণের বরাদ্দ/ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৩৪২.১৮ লক্ষ টাকা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৮ এর সেই ক্ষেত্রে ৩২৫.০০/৩১৪.৮৮ লক্ষ টাকা উল্লেখ রয়েছে।

২২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

২২.১। বেশির ভাগ পতিত জমির মালিক প্রবাসী ও ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকায় চাষাবাদে অনাগ্রহ।

২২.২। বর্গা চাষীদের কৃষি জমিতে বিনিয়োগে অনাগ্রহ

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১ সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে শস্যের উৎপাদন এবং নিবিড়তা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৩.২ পতিত এলাকা/জমি চিহ্নিত করে তার মালিকদের মটিভেশনের মাধ্যমে এবং উপযুক্ত জাতের/ফল সবজি বাছাই করে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

২৩.৩ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির বিষয়টি পিসিআর এর যথাযথভাবে প্রতিফতিল হয়নি (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-১৩.৮)।

২৩.৪ কৃষক/কৃষি উন্নয়ন বান্ধব এরূপ প্রকল্প অব্যাহত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

২৩.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সরঞ্জামাদিতে (পিসিআর এর ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত)) প্রকল্পের নাম লেভেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.৬ প্রকল্পটির উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে; এবং

২৩.৭ সার্বিক পর্যাবেক্ষণ এবং সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়**	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৪.	**প্রকল্প এলাকা**	:	৬৪টি জেলার সকল উপজেলা

(লক্ষ টাকায়)

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় :	**মোট**	**টাকা**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
৫.১ মূল :	১৭২১৯.২৫	১৭২১৯.২৫	-
৫.২ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত :	২৪৮১৭.৬৪	২৪৮১৭.৬৪	৪৪%
৫.৩ ২য় সংশোধিত অনুমোদিত :	৩৩৯৪৩.৯৬	৩৩৯৪৩.৯৬	৯৭%

৬. বাস্তবায়নকাল :	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
৬.১) মূল অনুমোদিত :	জুলাই-১৩	জুন-২০১৮
৬.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত :	জুলাই-২০১৩	জুন-২০১৮
৬.৩) **২য় সংশোধিত অনুমোদিত**	জুলাই-২০১৩	জুন-২০১৯

৭. সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১ পটভূমি :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতি বছর ২০ লক্ষ হারে বাড়ছে অথচ ফসলি জমি প্রতি বছর ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে (ডিপিপি, ২০১৩)। এ পরিস্থিতি দেশের বিদ্যমান কৃষি জমিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের চাহিদা সৃষ্টি করছে। সুতরাং, ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে অধিক ফসল প্রাপ্তির লক্ষ্যে সময়মত চাষ, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ও ন্যুনতম অপচয়ে শস্য আহরণ জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সকল জমিতে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। উপরন্তু ভৌগলিক জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর প্রাণী শক্তির সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প ও পরিবহন খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে শ্রমিকের অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সনাতন কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তর করার কোন বিকল্প নেই।

ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও কৃষি পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক শস্য উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি অন্যতম উপায়। যন্ত্র শক্তির মাধ্যমে সময়মত চাষ, রোপন ও কর্তন করে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। দেশের রোপন ও কর্তন কাজ এখনও বহুলাংশে কৃষি শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল। ভরা মৌসুমে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি ও অপ্রতুলতার কারণে কৃষকরা রোপন ও কর্তনের সময় এক অর্থে অসহায় হয়ে পড়েন। সুতরাং, একদিকে শ্রমিকের উচ্চমূল্য ও অন্যদিকে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অভাব কৃষি কাজের উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ে কৃষি কাজকে চলমান রাখার স্বার্থে শস্য কর্তন যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার), রোপন যন্ত্র (রাইস ট্রান্সপ্লান্টার) ও শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র সহজলভ্য করার কোন বিকল্প নেই। এছাড়া দেশে শস্য কর্তন পরবর্তী অপচয় বর্তমানে ১৪% (ডিপিপি, ২০১৩)। যন্ত্রের ব্যবহারে সহজেই তা ৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব। আবার খন্ড খন্ড জমিকে একত্র করে বৃহৎ আকারের জমিতে একই জাতের ফসলের চাষাবাদ ও শস্য উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যেখানে নির্বিঘ্নে সকল ধরনের কৃষি যন্ত্র ব্যবহার করা সহজ হয় এবং তা বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়। বর্তমানে মাঠে বিদ্যমান কৃষি যন্ত্রের আয়ুষ্কাল ও দক্ষতা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রসমূহ অদক্ষ চালক ও মেকানিক দ্বারা পরিচালিত হয়।। অথচ যান্ত্রিকীকরণের সাফল্য অনেকাংশে মেকানিক, চালক, ডিলার ও ওয়ার্কশপ হেল্পারদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

এরূপ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় “খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি’ শীর্ষক প্রকল্প দেশের ২৫টি জেলায় পরবর্তীতে ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩৫টি

জেলায় বাস্তবায়িত হয় যা জুন, ২০১২-তে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে কৃষি যন্ত্রপাতির বিপরীতে ২৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩৮,৩৩৮টি যন্ত্রের অনুকূলে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। নতুন ধারার এ কার্যক্রমে কৃষকগণ তাদের পছন্দের যন্ত্র স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করতে পেরেছেন। একই সাথে গুণগত মানসম্পন্ন যন্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ১ম পর্যায়ে অর্জিত এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখা এবং টেকসই কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ২০১৩ শুরু হয় যা জুন ২০১৯ মাসে সমাপ্ত হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন সহায়তা ২৫% থেকে ৩০% বৃদ্ধি করা হয় (১ম আরডিপিপি অনুমোদিত ফেব্রুয়ারী, ২০১৫)। প্রকল্পের আওতায় হাওর এলাকা সম্প্রসারণ, রিপার ও সিডার যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং একটি কৃষি যন্ত্রপাতি টেস্টিং ল্যাব নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ১০/০১/২০১৭ তারিখে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ৭০% এবং দেশের অবশিষ্ট এলাকায় ৫০% হারে প্রদান এবং ৩০০টি উপজেলায় ভাড়াভিত্তিক যন্ত্রসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

- প্রাণীশক্তি ও তীব্র শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা;
- খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসরণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা; এবং
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮. অনুমোদন পর্যায় :

৮.১ মূলঃ খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক মূল প্রকল্প ১লা জুলাই, ২০১৩ ইং তারিখ থেকে ৩০ শে জুন, ২০১৮ ইং পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্প সংশোধন ও কারণসমূহঃ

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১৭২১৯.২৫ লক্ষ টাকা। বিগত ২৭/২/২০১৫ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পের মূল কার্যক্রম কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকীর হার ২৫% এর পরিবর্তে ৩০% উন্নীত করে ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২৪৮১৭.৬৪ লক্ষ টাকা। ২য় সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় মোট ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের ভর্তুকির হার পরিবর্তন করে দেশের হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার জন্য ৭০% এবং দেশের অবশিষ্ট এলাকার জন্য ৫০% হারে নির্ধারণ করা হয়। ১০/০১/২০১৭ তারিখ একনেক কর্তৃক প্রকল্পটির ২য় পর্যায় অনুমোদন করা হয়।

৯. প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	অঙ্গের নাম	২য় সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাতঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৪৮৭ জনমাস	১৩৮.৮৩	৩৮৪জনমাস	৯৬.৯০
২	কর্মচারীদের বেতন (প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়)	২৮৮ জনমাস	৩১.৭৫	২৬২জনমাস	২৪.২৩
৩	ভাতাদি	থোক	১৭০.০০	থোক	১০২.৫৪
৪	সরবরাহ ও সেবা				
৫	আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বেতন (প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়)	৩৬৮৪ জনমাস	৬৩৪.৩৭	৩৪৭৬জনমাস	৬২৮.০৩
৬	টিএ/ডিএ ইত্যাদি	থোক	৪০.০০	থোক	৩৩.৯০

ক্র নং	অঙ্গের নাম	২য় সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৭	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা				
৭.১	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রশিক্ষণ/কৃষক প্রশিক্ষণ	৩০০ ব্যাচ	৯০.০০	৩০০ব্যাচ	৯০.০০
৭.২	গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ	৬৫ ব্যাচ	৬৪৮.৭০	৬৫ ব্যাচ	৬৪৭.৪৬
৭.৩	কারিগারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১৫ ব্যাচ	২২.৬৫	১৫ ব্যাচ	২২.৬৫
৭.৪	জাতীয় কর্মশালা	২টি	১৭.৯৫	২টি	১৭.৯৫
৭.৫	আঞ্চলিক/নীতি নির্ধারণী কর্মশালা	৩০টি	৬৭.৫০	৩০টি	৬৭.৫০
৭.৬	কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা	২টি	২০.০০	২টি	২০.০০
৭.৭	শিক্ষা সফর/সেমিনার ও কর্মশালা (বৈদেশিক)	৪ ব্যাচ ৩৩জন	১১২.০০	৪ ব্যাচ ৩৩জন	১১২.০০
৭.৮	ল্যাবরেটরি স্টাফদের প্রশিক্ষণ (দেশীয়/বৈদেশিক)	৮জন	৩০.০০	৮জন	২৮.৮৮
৮	**প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস**				
৮.১	কম্বাইন হারভেস্টার (মাঝারি) প্রদর্শনী	৪০০০টি	৫২৪.৩৭	৪০০০টি	৫২৪.৩৭
৮.২	রিপার প্রদর্শনী	৩৭৫০টি	৩৯৩.৭৫	৩৭৫০টি	৩৯৩.৭৫
৮.৩	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার প্রদর্শনী	৪০০০টি	৬৬০.০০	৪০০০টি	৬৬০.০০
৮.৪	সিডার প্রদর্শনী	১০০০টি	১০৫.০০	১০০০টি	১০৫.০০
৮.৫	পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্লান্টার প্রদর্শনী	২৫০০টি	২৬২.৫০	২৫০০টি	২৬২.৫০
৮.৬	যান্ত্রিক খামার প্রদর্শনী	২০টি	১২০.০০	২০টি	১১৯.৬৫
৮.৭	কৃষি যন্ত্রপাতি শুমারি	২টি	২৩০.০০	২টি	২২৮.৫১
৮.৮	অগ্রগতি মনিটরিং (আন্তঃমন্ত্রণালয়)	থোক	১০.০০	থোক	৯.০৫
৯.১	ডিজিটাল ফেস্টুন	২০০০টি	৪০.০০	২০০০টি	৩৮.৯০
৯.২	ফোল্ডার ও বুকলেট	থোক	৩০.০০	থোক	২৮.৮৩
৯.৩	ডকুমেন্টারী ফিল্ম	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
১০	কনসালটেন্সি সার্ভিস (ল্যাব ও মেকানিক প্রশিক্ষণ সেন্টার নির্মাণের জন্য	থোক	১২.৯৬	থোক	১২.৯৫
১১	জ্বালানি/গাড়ি ভাড়া (যন্ত্র পরিবহন)	থোক	১৯৮.০০	থোক	১৯৩.৪৬
১২	আনুষাঙ্গিক (সকল উপজেলা, জেলা ও সদর দপ্তর)	থোক	৩৮৪.৫০	থোক	৩৮৩.২১
১৩	মেরামত ও সংরক্ষণ (সকল উপজেলা, জেলা ও সদর দপ্তর)		২৯৪.০০	থোক	২৯২.৯২
১৪	**খামার যন্ত্রপাতির জন্য উন্নয়ন সহায়তা (হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ৭০% হারে এবং দেশের অবশিষ্ট এলাকায় ৫০% হারে)**				
১৪.১	পাওয়ার টিলার	১৩১৮২টি	৪৫৬৯.৪৮	১৩১৮২টি	৪৫৬৬.২৯
১৪.২	পাওয়ার থ্রেসার (ইঞ্জিনসহ ও ইঞ্জিন ছাড়া)	* ৬৫১০টি	২৫৪৪.৩৭	৭৪৬৯টি	২৪৮৯.৪৫
১৪.৩	রিপার (ধান ও গম)	* ৭৩৪৮টি	৭১৭৯.০০	৪৫১০টি	৪৫৯৮.৩১
১৪.৪	কম্বাইন হারভেস্টার	* ৭০০টি	৩১০০.০০	১৩৮৮টি	৬৩৯৯.৮২
১৪.৫	রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার	* ৫০০টি	১০৪০.০০	১২৫টি	৩৩৫.৯৭
১৪.৬	ফুট পাম্প (স্প্রেয়ার)	* ১০০০টি	৪১.৫৯	১১০০টি	২৬.২৭
১৪.৭	সিডার (পিটিও/ড্রাম)	* ২০০০টি	১৮৬৫.৫৬	১৯৯৪টি	১৯৪৩.৫৩
১৫	অবসর/আনুতোষিক ভাতা	থোক	১৫.০০	থোক	৫.১১
	উপমোট (রাজস্ব) ব্যয়ঃ				
(খ)	**মূলধন ব্যয়ঃ**				
১	**প্রদর্শনীর জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ**				
১.১	কম্বাইন হারভেস্টার (ট্রেলিসহ)				

ক্র নং	অঙ্গের নাম	২য় সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(১) কম্বাইন হারভস্টার	২৫টি	৩৪৭.০০	২৫টি	৩৪৭.০০
	(২) ট্রাক্টরসহ ট্রলি	২৫টি	৩৩১.২৬	২৫টি	৩৩১.২৬
১.২	রিপার (ধান এবং গম)	৫০টি	১২০.০০	৫০টি	১২০.০০
১.৩	রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার	২৫টি	৮২.৫০	২৫টি	৮২.৫০
১.৪	পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্লান্টার	৫০টি	৭২.৫০	৫০টি	৭২.৫০
১.৫	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র (বিতরণের জন্য)	২৫০০টি	৪৮.৭৫	২৫০০টি	৪৮.৭৫
১.৬	স্পেয়ার পার্টস (কম্বাইন হারভেস্টার)	থোক	৫০.০০	থোক	৪৮.৯০
২	**সেবা প্রদানের জন্য ভাড়ায় কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (Rental Service System)**				
২.১	**রিপার (ধান ও গম)**	৩০০টি	৭২০.০০	৩০০টি	৭১৪.০০
২.২	পাওয়ার থ্রেসার	৩০০টি	৪২০.০০	৩০০টি	৪১৭.০০
২.৩	রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার	৩০০টি	১২০০.০০	৩০০টি	১২০০.০০
২.৩	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ট্রে	৬০০০০টি	১৫০.০০	৬০০০০টি	১৫০.০০
২.৪	কম্বাইন হারভেস্টার (ছোট)	৩০০টি	২৭০০.০০	৩০০টি	২৭০০.০০
২.৫	সিডার (পিটিও/ড্রাম)	৩০০টি	৭৫০.০০	৩০০টি	৭৪৪.০০
৩	জীপ	১টি	৬৭.৭৬	১টি	৬৭.৭৬
৪	পিকআপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৪৭.৯৯	১টি	৪৭.৯৯
৫.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার, স্কেনারসহ)	৩টি	৩.৫০	৩টি	৩.৫০
৫.২	ল্যাপটপ	১টি	১.০০	১টি	১.০০
৫.৩	ফটোকপি	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
৫.৪	টেলিফোন	৩টি	০.১৫	৩টি	০.১৫
৬	টেস্টিং ল্যাবরেটরিরর জন্য সরঞ্জাম	৩৫ আইটেম	২৫৭.৫২	৩৫ আইটেম	২৫৭.৫২
৭	মেশিন শেড নির্মাণ	২৫টি	২৯৯.৮৪	২৫টি	২৯৯.৮৪
৮	**টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ**				
৮.১	ল্যাবরিটরি কাম অফিস ভবন	১টি	২৩৫.১৮	১টি	২৩৫.১৮
৮.২	ল্যাবরেটরি শেড	১টি	৬২.৪১	১টি	৬২.৪১
৯	টেস্টিং ল্যাব ভবনের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ করে আবাসিক মেকানিক প্রশিক্ষণ সুবিধা তৈরি				
৯.১	ল্যাব ভবনের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ (দুই তলা নির্মাণ)	১টি	১২১.১৫	১টি	১২০.৯৫
৯.২	গার্ড ও কুক হাউস, জেনারেটর কক্ষ, গ্যারেজ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১টি	১২৭.১১	১টি	১২৬.৯৯
৯.৩	আবাসিক মেকানিক প্রশিক্ষণের জন্য আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও তৈজস পত্র সংগ্রহ	থোক	৭৩.০১	থোক	৬৯.৪৫
	মোট মুলধন				
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		**৩৩৯৪৩.৯৬**		**৩৩৭৬৪.৪১**

সূত্রঃ প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী

১০. উপরোল্লিখিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৩৩৭৬৪.৪১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৪৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

১১. **বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ**

অর্থ বছর	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
২০১৩-১৪	৪৮০৭.২৬	৭০০.০০	৬৬৯.৪৭
২০১৪-১৫	৩২০২.৭৪	৫০০০.০০	৪৯৯৭.৬৭
২০১৫-১৬	৩০০৬.৪২	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৬০
২০১৬-১৭	৩০১৮.৯২	৮৩০০.০০	৮২,৯৪.৩১
২০১৭-১৮	৩১২৩.৯২	৮০০০.০০	৭৯৮৮.৮৬
২০১৮-১৯	-	৭৮২২০০.০০	৭৭৮৪.৪১
মোট	**১৭২১৯.২৫**	**৩৩৮২২.০০**	**৩৩৭৬৪.৪১**
প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা: প্রকল্পের অগ্রগতি মুল ডিপিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্তী এবং সরকারের নীতির প্রতিফলন ও মাঠ বাস্তবতার কারনে প্রকল্পের ১ম ও ২য় সংশোধনে গৃহীত বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে হয়েছে।			

সূত্রঃ প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী

১২। (ক) ডিপিপি'তে অনুমোদিত মোট প্যাকেজ সংখ্যাঃ (পণ্য, কার্য ও সেবা) (পিসিআর অনুযায়ী ১০০.০০ লক্ষ ও কন্টিজেন্সি ৫০ লক্ষ টাকার উপরে ব্যয়কৃত): ১২ টি

(খ) **পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যঃ**

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ক) পণ্য												
জিডি-১ (১ম সংশোধিত) কম্বাইন হারভস্টার	০১-০৩-২০১৫ ২১০.০০	১৮-১০-২০১৫ ২১০.০০	ওটিএম যয/ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	১৬-১১-১৫	১৬-১১-১৫	১৬-৩-১৬	১৬-৩-১৬	-	-
জিডি-৪ (১ম সংশোধিত)	৩০-০৯-২০১৪ ১৪০.০০	৩০-০৯-২০১৪ ১৪০.০০	ওটিএম যয/ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	জিডি	১৪-০২-১৪	১৪-০২-১৪; ১৪০.০০	১৪-০৪-১৫	১৪-০৪-১৫	-	-
জিডি-৫ (১ম সংশোধিত)	০৪-০৪-২০১৪ ৪০০.০০	০৪-০৪-২০১৪ ৩৩১.৩৬	ওটিএম যয/ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২১-০৫-১৪	২১-০৫-১৪; ৩৩১.৩৬	২১-০৭-১৪	২১-০৭-১৪	-	-

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
জিডি-৩ (১ম সংশোধিত)	১৮-১০-২০১৫ ৫০.০০	১৮-১০-২০১৫ ৪৮.৭৫	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২২-০৩-১৫	২২-০৩-১৫ ৪৮.৭৫	২২-০৭-১৫	২২-০৭-১৫	-	-
জিডি-১ ((২য় সংশোধিত)	২৮-১২-২০১৬ ৭২০.০০	২৮-১২-২০১৬ ৭১৪.০০	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২২-০৩-১৭	২২-০৩-১৭, ৭১৪.০০	২২-০৬-১৭	২২-০৬-১৭	-	-
জিডি-২ (২য় সংশোধিত)	২৮-১২-২০১৬ ৪২০.০০	২৮-১২-২০১৬ ৪২০.০০	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২২-০২-১৭	২২-০২-১৭, ৪১৭.০০	২২-০৬-১৭	২২-০৬-১৭	-	-
জিডি-৩ (২য় সংশোধিত)	২৮-১২-২০১৬ ১২০০.০০	২৮-১২-২০১৬ ১২০০.০০	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২২-০২-১৭	২২-০২-১৭, ১২০০.০০	২২-০৬-১৭	২২-০৬-১৭	-	-
জিডি-৪ (২য় সংশোধিত)	২৮-১২-২০১৬ ২৭০০.০০	২৮-১২-২০১৬ ২৭০০.০০	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২২-০২-১৭	২২-০২-১৭,২৭০০.০০	২২-০৬-১৭	২২-০৬-১৭	-	-
জিডি-৫ (২য় সংশোধিত)	২৮-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬; ৭৫০.০০	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	২২-০২-১৭	২২-০২-১৭, ৭৪৪.০০	২২-০৬-১৭	২২-০৬-১৭	-	-
জিডি-৬ (২য় সংশোধিত)	২৫-০৪-২০১৬ ২৫৭.৫২	২৫-০৪-১৬; ২৫৭.৫২	ডিপিএম	ডিপিএম	পিডি	ডিজি	১১-০৫-১৬	১১-০৫-১৬, ২৩০.১২	২২-০৫-১৬	২২-০৫-১৬	-	-
খ) কার্য												
গ্রুপ-১ ডব্লিউডি-১	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	১৩-০৪-১৪	১৩-০৪-১৪, ৩৪.৮৮	১৩-০৮-১৪	১৩-০৯-১৪	১ মাস	মাটি ভরাট সমস্যা

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
গ্রুপ-২	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	০৩-০৪-১৪	০৩-০৪-১৪ ৪৬.৭৭	০৩-০৮-১৪	০৩-০৯-১৪	১ মাস	
গ্রুপ-৩	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	০৩-০৪-১৪	০৩-০৪-১৪, ৩৪.২৯	০৩-০৮-১৪	০৩-০৯-১৪	১ মাস	
গ্রুপ-৪	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	০২-০৪-১৪	০২-০৪-১৪; ৩৫.০২	০২-০৮-১৪	০২-০৯-১৪	১ মাস	
গ্রুপ-৫	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	১৩-০৪-১৪	১৩-০৪-১৪; ৩৫.০৯	১৩-০৪-১৪	১৩-০৫-১৪	১ মাস	
গ্রুপ-৬	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	০৬-০৪-১৪	০৬-০৪-১৪; ৩৪.৫৭	০৬-০৮-১৪	০৬-০৯-১৪	১ মাস	
গ্রুপ-৭	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	১৩-০৪-১৪	১৩-০৪-১৪; ৩৪.৫৭	১৩-০৪-১৪	১৩-০৫-১৪	১ মাস	
গ্রুপ-৮	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	১৪-০১-১৪ ৩৫.১০	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	১৩-০৪-১৪	১৩-০৪-১৪; ৩৫.১০	১৩-০৮-১৪	০৪-০৯-১৪	১ মাস	
ডব্লিউডি-১	২৬-০৭-১৫ ২৩৫.১৮	২৬-০৭-১৫ ২৩৫.১৮	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	২০-০২-১৬	২০-০২-১৬; ২৩৫.১৮	২০-০২-১৬	১৫-০২-১৮	-	-
ডব্লিউডি-১ লট-১	২৩-০৮-১৭ ১১৯.৭৬	২৩-০৮-১৭ ১১৯.৭৬	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	৩০-১০-১৭	৩০-১০-১৭; ১১৯.৭৬	১০-০৪-১৮	০২-০৪-১৮	-	-
ডব্লিউডি-২ লট-১	২৩-০৮-৫৫.৮৪	২৩-০৮-৫৫.৮৪	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	৩০-১০-১৭	৩০-১০-১৭; ৫৫.৮৪	১০-০৪-১৮	০২-০৪-১৮	-	-
ডব্লিউডি-২ লট-২	২৩-০৮-১৭ ৩৫.০৭	২৩-০৮-১৭ ৩৫.০৭	ওটিএম	ওটিএম	পিডি	ডিজি	০৩০-১০-১৭	৩০-১০-১৭; ৩৫.০৭	৩০-০৪-১৮	২৬-০৪-১৮	-	-

সূত্রঃ প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী

১৩. প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি প্রকৌশলী	জুলাই,২০১৩ হতে জুন ২০১৯	নিয়মিত

১৪। **অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)**

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি (নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
সিভিল অডিট অধিদপ্তর	২০১৩-১৪	৪টি	টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়কৃত ৭৩,৫০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			ট্রলী, ট্রাক্টর ও রোটাভেটর ক্রয় বাবদ ৩,৩১,৩৭,৫০০/- টাকা ব্যয়।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			জ্বালানি ও অন্যান্য খরচ সহ মাইক্রোবাস ভাড়া করা সত্ত্বেও জ্বালানি বাবদ ১,৪০,০০০/- টাকার বিল দাখিল করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			আয়কর কর্তন না করায় ২৩,৫২৫/- টাকা আদায়যোগ্য।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
	২০১৪-১৫	৬টি	কৃষি যন্ত্রপাতি বিলম্বে সরবরাহজনিত কারণে জরিমানা অনাদায় রয়েছে- ২,৪৭,৪৯৬/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে ২য় দর দাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ায় অতিরিক্ত পরিশোধ-১,৮৭,৩৭৫/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			খামার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদানের বিল পরিশোধে ব্যয়-৩৪,৭২,৯৫,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প ছাড়া বিল পরিশোধ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি-১১,৫৬০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			অনিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যয় বাবদ আর্থিক ক্ষতি-২,৪০,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	-
			ঠিকাদারের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি-১৮,৩২৮/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা	-

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি (নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
					হয়েছে।	
	২০১৫-১৬	৪টি	আপ্যায়ন বিলে ভ্যাট কম কর্তন করায় অনাদায়ী-১,৫৪,৩৪০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			আয়কর বাবদ অনাদায়ী-৪২,৭৭৫/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			বিধি বহির্ভূতভাবে এক কোডের টাকা হতে অন্য কোডের বিল পরিশোধ-১,৫০,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			সিএও/কৃষি কর্তক প্রদত্ত অফিস কোড ৪৩৩১৬০১৯ এর বিপরীতে ডিএও-৪ উপস্থাপন না করা।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
	২০১৬-১৭	৮টি	আয়কর বাবদ অনাদায়ী-৫৪,০০,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দরপত্র অনুমোদন এবং যথাযথ নিয়মে চুক্তি স্বাক্ষর ব্যতিরেকে সরবরাহকারীর নিকট হতে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৭,০০,০০,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানীভাতা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ ১,১৮,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে খন্ড খন্ড বিলের মাধ্যমে প্লাস্টিক ট্রে ক্রয়। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৫৪,৪৯,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			স্পেসিফিকেশন মডেল ব্রান্ডবিহীন এসি ক্রয় করায় সরবরাহকারীকে অনিয়মিত ভাবে পরিশোধ। জড়িত টাকার পরিমাণ ৩,০০,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			কোটেশন এবং চুক্তি না করে বাড়ী ভাড়া বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ২০,৭৯,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			অনুমোদিত কৃষি যন্ত্র ক্রয় ব্যতিরেকে অন্য কৃষি যন্ত্র ক্রয় পূর্বক সরবরাহকারী ডিলারকে অনুমোদিতভাবে পরিশোধ। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৩,৫২,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			প্রশিক্ষণ বিলে হাজিরার বেশী প্রশিক্ষার্থীর বিল দাবী করে অর্থ উত্তোলন করায় অতিরিক্ত পরিশোধ। এখানে	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা	-

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি (নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
			জড়িত টাকার পরিমাণ ২৯৪০০০/-।		হয়েছে।	
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর	২০১৭-১৮	১০টি	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫,১৯,৩৯১/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তিটি আংশিক নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩,০৫,৭৯৭/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			প্রকল্পের নিজস্ব গাড়ী থাকা সত্ত্বেও গাড়ী ভাড়া বাবদ পরিশোধ। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৬,৬৮,৯০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			নতুন করে চুক্তি সম্পাদন/চুক্তিপত্র নবায়ন না করেই কৃষি যন্ত্র আমদানিকারক/প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামের বিপরীতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪৭,২৯,৬৬,৩৭৯/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-
			ডিপিপি/আরডিপিপি বহির্ভূতভাবে আসবাবপত্র ক্রয়। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩১,৫৫,৮৮৫/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-
			ডিপিপিতে অর্থ সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ পরিশোধ। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯,২০,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-
			কোন চুক্তি সম্পাদন না করে একই প্রতিষ্ঠানকে বিধি বহির্ভূতভাবে বাড়ী ভাড়া বাবদ পরিশোধ। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৫,১২,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-
			বিলের দাবীকৃত অর্থ পার্টিকে না দিয়ে ডিডিও কর্তৃক উত্তোলন প্রসংগে। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৭,৫৬,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি (নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
				রয়েছে।		
			RFQ এবং TEC করার পূর্বেই বিল বাবদ পরিশোধ। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯,৯৪,৫০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-
			প্রকৃত কোড বহির্ভূতভাবে ব্যয়। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৩,৯৬,০৫৫/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর	২০১৮-১৯	৯টি	কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে বাস্তব যাচাইয়ে কৃষককে কোন যন্ত্র সরবরাহ করা হয়নি। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৫,০৪,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তক নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশি দরে সরবরাহকারীকে রিপার যন্ত্রের মূল্য পরিশোধ করায় অতিরিক্ত পরিশোধ। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ১,৪৪,৮৬,২৭০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে উদ্বৃত্ত দরের চেয়ে বেশী দরে পরিশোধ করায় অতিরিক্ত পরিশোধ। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৫,৪৮,০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান বহির্ভূত কম্বাইন হারভেষ্টার ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৩২৯৯৮২০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			প্রকল্প মেয়াদের শেষ প্রান্তে স্টেশনারী ক্রয় করে অর্থ উত্তোলন করায় সরকারের আর্থিক অপচয়। এখানে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯,১২,১০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			Technical Specification এর ডকুমেন্ট ব্যতীত খামার যন্ত্রপাতির ভর্তুকি বাবদ সরবরাহকারীকে পরিশোধ। এক্ষেত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৬৯৩১.৩৫/- ।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও প্রকল্পে কাজে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ/প্রদর্শনীর জন্য ক্রয়কৃত মূল্যের যন্ত্রপাতির তথ্যাদি নাই। এক্ষত্রে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯,৫৩২৬০০০/-।	বি এস জবাব প্রেরণ।	আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-
			সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায়	বি এস জবাব	আপত্তিটি	-

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি (নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
			সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১২,৫৪,৭৭,৪৩৭/-।	প্রেরণের পর নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	
			সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে আয়কার কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৭৪,৮৩,৫৭৫/-।	বি এস জবাব প্রেরণের পর নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	আপত্তিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।	-

১৫। পরিদর্শনকৃত কাজের নাম ও অগ্রগতির তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	কাজের নাম ও বিবরণ	টেন্ডারের তারিখ ও মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতির বিবরণ ও হার
০১	যন্ত্র সেবা কেন্দ্রের জন্য রিপার (ধান ও গম), পাওয়ার থ্রেসার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ট্রে, কম্বাইন হারভেস্টার (ছোট), সিডার (পিটিও/ড্রাম) সরবরাহ	২৮-১২-১৬	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১৯.২৫ লক্ষ টাকা	২৭-০৬-১৭	কৃষি যন্ত্রপাতির সুফল কৃষকেরা পাচ্ছেন

১৬. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ** প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৭. মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- ☐ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ☐ পরিদর্শন প্রতিবেদন;
- ☐ পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- ☐ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
- ☐ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৮. মনিটরিং: অক্টোবর, ২০১৭ সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রকল্পটির একটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জানুয়ারি, ২০১৭ সময়ে প্রকল্পটির উপর একটি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৯.০ "খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২৪/০৩/২০২২ তারিখ খুলনা জেলার গল্লামারী, ০১/০৪/২০২২ তারিখ কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও কুলিয়ারচর উপজেলার প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুফলভোগী কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রাপ্ত পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগী কৃষকদের মাঝে ৫০% থেকে ৭০% ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার টিলার ১৩১৮২টি, পাওয়ার থ্রেসার ৭৪৬৯টি, রিপার ৪৫১০টি, কম্বাইন হারভেস্টার ১৩৮৮টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ১২৫টি, ফুটপাম্প ১১০০টি ও সিডার (পিটিও) ১৯৯৪টি সরবরাহ করা হয়েছে।

১৯.১ ২৪/০৩/২০২২ তারিখ খুলনা জেলার গল্লামারী এলাকার কৃষক জনাব মমিনুর রহমানের প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ওয়ার্কিং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপকারভোগী আশেপাশের প্রায় ১০/১২ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনাব মমিনুর রহমান, কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, লবণচরা, খুলনা হতে ৫০% ভর্তুকী মূল্যে ওয়াকিং টাইপ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার গ্রহণ করেন। তিনি প্রতি বছর আমন ও বোরো মৌসুমে তার জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করেন। প্রথম মৌসুমে সিডরিং ট্রেতে চারা উৎপাদন করেন। কিন্তু পরবর্তী মৌসুম থেকে সিডলিং ট্রের সাথে ম্যাট পদ্ধতিতে ধানের চারা উৎপাদন শুরু করেন। এরপর এক মৌসুম পরই আশে পাশের অনেকের কাছে তার যন্ত্রটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে ধান রোপণে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৮ ইঞ্চি ও গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ৮ ইঞ্চি হওয়ায় ধানের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়। পক্ষান্তরে ওয়ার্কিং রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব প্রায় ১২ ইঞ্চি নির্ধারিত ও গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ৫ ইঞ্চি থেকে ৭ ইঞ্চি কমবেশি করে লাগাতে হয়। ফলে ধানের পরিচর্যা করা সহজ হয়, ধান সঠিকভাবে আলো, বাতাসের সংস্পর্শে আসে ও ধানের রোগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। মৌসুম শেষে দেখা যায় গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণে ফলন বেশি হয়। এর ফলে প্রতিবেশী অনেক কৃষক এখন ট্রে ও ম্যাট পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে থাকে। প্রশ্নের জবাবে জনাব মমিনুর রহমান বলেন, এক একর জমির ধান রোপণে ১২ জন শ্রমিকের ৮ ঘন্টা সময় লাগে। সেখানে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে এক একর জমির ধান রোপণে ২ জন শ্রমিকের ৩ ঘন্টা সময় লাগে। এতে তারা সময় ও অর্থ দুই দিকেই লাভবান হচ্ছে।



খুলনা জেলার গল্লামারী এলাকায় বিতরণকৃত ওয়ার্কিং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার পরিদর্শন।

১৯.২ ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন উপজেলার স্থানীয় কৃষকদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে ভর্তুকীর যন্ত্র যেমন- পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, রিপার, মিনি হার-ভেস্টার, কম্বাইন হারভেস্টার, সিডার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে ফসল উৎপাদন খরচ কমে গেছে এবং এলাকার কৃষকগণ বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখেছে। কৃষকগণ কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখার ফলে প্রতি বছরই যন্ত্রপাতির সম্প্রসারণ হচ্ছে মর্মে জানা গেছে। জনাব জিল্লুর রহমান নামে একজন কৃষক বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা মহিষারকান্দি ব্লকে একটি যন্ত্র সেবা প্রদান কেন্দ্র পেয়েছি। এর মাধ্যমে রিপার, মিনি হারভেষ্টার, পাওয়ার থ্রেসার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও সিডার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে কম খরচে ফসল উৎপাদন করছে ও নিজেরা সাবলম্বী হচ্ছে। কৃষক মোঃ ইয়াসিন মিয়া বলেন, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভর্তুকির মাধ্যমে তিনি রিপার যন্ত্র পেয়েছেন। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি তার নিজের জমির ফসল কর্তন করেন ও পাশাপাশি অন্যের জমির ফসলও কর্তন করে টাকা উপার্জন করছেন। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান বলেন তিনি প্রকল্প থেকে কম্বাইন হারভেষ্টার পেয়েছেন। এখন এর মাধ্যমে সে সাশ্রয়ী ও দ্রুত সময়ে ফসল উৎপাদন করতে পারছে।



কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন উপজেলায় যন্ত্র সেবা প্রদান কেন্দ্র পরিদর্শন

১৯.৩ কুলিয়ারচর উপজেলার চর ব্লকের মনোহরপুর গ্রামে গত ০১-০৪-২০২২ তারিখ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী একটি কৃষক সমবায় সমিতির সাথে মত বিনিময় করা হয়। সমিতির সভাপতি জনাব হারুনুর রশিদ বলেন, সমিতির সবাই এ প্রকল্পের মাধ্যমে যন্ত্রসমূহ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন এবং পূর্বের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এছাড়া এই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আজিজুল হক নামে একজন ড্রাইভার জানান, সে এখন স্থানীয় পর্যায়ে অনেক কৃষকের যন্ত্র মেরামত করেন। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি মাঝে মধ্যে যন্ত্র মেরামতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করছেন।



কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার চর ব্লকের মনোহরপুর গ্রামে বিতরণকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি পরিদর্শন

১৯.৪ প্রকল্পের আওতায় যে সকল আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে রিপার, কম্বাইন হারভেস্টার ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ইত্যাদি উন্নয়ন সহায়তার (ভর্তুকির) এবং ভাড়া সেবা কেন্দ্রের জন্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলো পরিচালনা ও মেরামতের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আওতায় কৃষকের সংখ্যা অনেক কম। এছাড়া দক্ষ চালকের অভাব থাকার কারণে সময় মতো কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এছাড়া দক্ষ মেকানিক তেরি না হওয়ায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, কম্বাইন হারভেস্টার, সিডার ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রের মেরামতের জন্য গ্রামীণ মেকানিকদের স্বল্পতা ও তাদের দক্ষতার অভাব প্রকট। ফলে সাধারণ কৃষকগণ অধিক মূল্যে এলাকার মেকানিক ভাড়ার মাধ্যমে তাদের যন্ত্রপাতি মেরামত করে থাকেন।

১৯.৫ মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত কৃষি যন্ত্র সেবা কেন্দ্র না থাকায় কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার ইত্যাদি যন্ত্র মেরামত করার জন্য কৃষকদের আগে বেগ পেতে হয়।

১৯.৬ কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় কম্বাইন হারভেস্টার প্রদর্শনী ৪০০০টি, ৩৭৫০টি রিপার প্রদর্শনী, ৪০০০টি রাইস প্লান্টার প্রদর্শনী, ১০০০টি সিডার প্রদর্শনী, ২৫০০টি পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্লান্টার প্রদর্শনী ও ২০টি যান্ত্রিক খামার প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় জানা গেছে।

১৯.৭ প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর জেলায় ল্যাবরেটরি কাম অফিস ভবন ১টি, ল্যাবরেটরি শেড ১টি ও একটি ল্যাব ভবনের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ (২য় তলা নির্মাণ) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৯.৮ প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জন ল্যাবরেটরি স্টাফদের দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জন ল্যাবরেটরি স্টাফদের প্রশিক্ষণ ও ৪ ব্যাচে ৩৩ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

১৯.৯ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৪টি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৬টি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৪টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৮টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১০টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৯টি অডিট আপত্তি ছিল। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৭টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২টিসহ মোট ৯টি কৃষি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

২০.০ আইএমইডি'র মতামতঃ

২০.১ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, সিডার-এ মতো আধুনিক কৃষিযন্ত্রের পরিচালনা ও মেরামতের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ মেকানিকদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ চালক ও মেকানিক তৈরি করতে হবে। একইসাথে আধুনিক কৃষিযন্ত্রগুলো সঠিকভাবে পরিচালনার প্রশিক্ষণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে;

২০.২ কৃষকদের মাঝে সরবারহকৃত যন্ত্রপাতির মেরামত আরও সহজ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে ডিলার, দক্ষ মেকানিক ও স্থানীয় ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তার সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে সার্ভিস সেন্টার বা ওয়ার্কশপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে কৃষিযন্ত্রপাতির মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

২০.৩ মাঠ পর্যায়ে সকল কৃষিযন্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য যন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া দেশের আবহাওয়া, প্রকৃতি ও দেশীয় শস্যের প্রকৃতি বিবেচনায় উপযোগী কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরি করার পদক্ষেপ নিতে হবে;

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত কৃষিযন্ত্রপাতিসমূহের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না তা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

২০.৫ এই প্রকল্পের অধীনে কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা যেন কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে;

২০.৬ প্রকল্পের ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের মোট ৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। আপত্তিসমূহ হলোঃ নতুন করে চুক্তি সম্পাদন/চুক্তিপত্র নবায়ন না করেই কৃষি যন্ত্র আমদানিকারক/প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামের বিপরীতে ভর্তুকি প্রদান, ডিপিপি/আরডিপিপি বহির্ভূতভাবে আসবাবপত্র ক্রয়, ডিপিপিতে অর্থ সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়, কোন চুক্তি সম্পাদন না করে একই প্রতিষ্ঠানকে বিধি বহির্ভূতভাবে বাড়ী ভাড়া, বিলের দাবীকৃত অর্থ পার্টিকে না দিয়ে ডিডিও কর্তৃক উত্তোলন, RFQ এবং TEC করার পূর্বেই বিল পরিশোধ, প্রকৃত কোড বহির্ভূতভাবে ব্যয়, সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় ও সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করা। এ সকল অডিট আপত্তিসমূহের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ মোট ৬৩,৬৬,৬১,৮৩১.০০ (তেষট্টি কোটি ছেষট্টি লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত একত্রিশ) টাকা। অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৭ প্রতিবেদনে বর্ণিত মতামতের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২০(বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১। **প্রকল্পের নাম** : সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : ১টি বিভাগের ৪টি জেলার ৩৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	সিলেট	(১) সিলেট সদর (২) দক্ষিণ সুরমা (৩) গোয়াইনঘাট (৪) বালাগঞ্জ (৫) কোম্পানীগঞ্জ (৬) বিশ্বনাথ (৭) ফেঞ্চুগঞ্জ (৮) গোপালগঞ্জ (৯) জৈন্তাপুর (১০) কানাইঘাট (১১) জকিগঞ্জ (১২) বিয়ানিবাজার
	সুনামগঞ্জ	(১) সুনামগঞ্জ সদর (২) দক্ষিণ সুনামগঞ্জ (৩) ছাতক (৪) দোয়ারাবাজার (৫) জামালগঞ্জ (৬) তাহিরপুর (৭) বিশ্বম্ভরপুর (৮) দেরাই (৯) শাল্লা (১০) জগন্নাথপুর (১১) ধর্মপাশা
	হবিগঞ্জ	(১) হবিগঞ্জ সদর (২) লাখাই (৩) চুনারুঘাট (৪) মাধবপুর (৫) বাহুবল (৬) নবীগঞ্জ (৭) বানিয়াচং (৮) আজমিরীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	(১) মৌলভীবাজার সদর (২) শ্রীমঙ্গল (৩) কুলাউড়া (৪) বড়লেখা (৫) জুড়ী (৬) কমলগঞ্জ (৭) রাজনগর
বিভাগ =১টি	জেলা = ৪টি	মোট উপজেলা = ৩৮টি

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৮০৫.৯০ ১৩৮০৫.৯০ -	১৫৬৯৪.৪৫ ১৫৬৯৪.৪৫ -	১৫৬৬৪.৩৫	অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯	অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯	অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯	১৮৫৮.৪৫	-

৬। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য :

৬.১। প্রকল্পের পটভূমি

৬.১.১। প্রকল্পের ডিপিপি থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পটি সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় (সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বহুকাল থেকে বৃহত্তর সিলেটের হাওর এলাকার লোকজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে আসছেন। এর ফলে, এ এলাকায় সেচ ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নয়ন সাধিত হয়নি। তাছাড়া সিলেট বিভাগের বড় একটি অংশ পাহাড়ি এলাকা বলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক গভীরে রয়েছে। তাই, ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচের কাজে ব্যবহার করতে হলে ৩০০ মিটারের বেশী গভীরতাসম্পন্ন গভীর নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকার ভূ-পৃষ্ঠে পানির অনেক উৎস রয়েছে। হাওর-বাওর ও অসংখ্য নদীবেষ্টিত এ চারটি জেলা ভূ-

উপরিস্থ পানিসমৃদ্ধ থাকায় এ এলাকার জন্য উপযোগী সেচকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব।

৬.১.২। প্রকল্প এলাকার ৪টি জেলায় মোট চাষযোগ্য জমি প্রায় ৮,০৩,০৯৪ হেক্টর। প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে কিছু অংশে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থা এবং অবশিষ্ট এলাকায় ভূ-উপরিস্থ সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছিল। ফলে, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৮৬,২৫১ মেঃ টন খাদ্যশস্য, শাকসব্জি ও ফলমূল উৎপাদিত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছিল। এছাড়া, প্রকল্প এলাকায় ২০০ জন সেচযন্ত্রের মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যানের সেচযন্ত্র মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৪০০ জন কৃষককে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা ছিল।

৬.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- খাল, নালা ও পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে প্রতি বছর ১৬৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ ও ৫০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণপূর্বক সর্বমোট ২১৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৫৭০০ মেট্রিকটন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- ২০০ জন ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী, মেকানিক, সহকারী মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ানদের সেচযন্ত্রের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের উপর এবং ৪০০ জন কৃষককে অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে ম্যানেজার, চালক, মটরকর্মী ও কৃষকদের আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ করা।

৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- ৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি (১০০ ফুট সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুসঙ্গিক মালামাল) সংগ্রহ -১৩ সেট
- ২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের জন্য খনন ও কমিশনিং মালামাল (৩৫০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট)-২৫ সেট
- ১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের জন্য খনন ও কমিশনিং মালামাল (৩০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট) -২০ সেট
- সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপনসহ ১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ খনন ও কমিশনিং (পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)-১০ সেট
- ২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমের বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (প্রতি সেট ১০০০ মিটার)- ৫৫ সেট
- ২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমের রাবার/কটন/ফিতা (হোজ) পাইপ ক্রয় (প্রতিটি ২০০ মিটার)- ৫৫ সেট
- সার্কেল/জোনাল ও ইউনিট অফিস ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ-০২টি
- খাল/নালা পুনঃখনন (মাঝারী আকারের) (সার্ভে ও ডিজাইনসহ) (১৫০০০ ঘনমিটার/কিঃমিঃ)-২০৮ কি.মি.
- খাল/নালা পুনঃখনন (ছোট আকারের) (সার্ভে ও ডিজাইনসহ) (১০০০০ ঘনমিটার/কিঃমিঃ)-১০৮ কি.মি.
- মাঝারী আকারের খাল/নালা/পাহাড়ী ছড়ায় পানি নিয়ন্ত্রন/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ (ক্রসড্যাম/সাবমার্জড ওয়্যার/রেগুলেটর/স্লুইস গেইট)-১৫টি
- ছোট আকারের খাল/নালা/পাহাড়ী ছড়ায় কালভার্ট/বক্স কালভার্ট, ফুটব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ-১২০টি
- ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ডিসচার্জবক্সসহ ভূ-পরিস্থ আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)/ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডারট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)- ১৩৭টি
- ২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন (টেষ্ট বোরিং ও পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)-৩৫০ মিটার পর্যন্ত-২৫টি
- ১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন (টেষ্ট বোরিং ও পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)-৩০০ মিটার পর্যন্ত-২০টি
- ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ডিসচার্জবক্সসহ ভূ-পরিস্থ আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)/ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার) (পুরাতন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় স্থাপিত এলএলপি স্কীমে)-২০টি
- ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ডিসচার্জবক্সসহ ভূ-পরিস্থ আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)/ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডারট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার) (পুরাতন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় স্থাপিত এলএলপি স্কীমে)-৫০টি

- ২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড/সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডারট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)-৫৫টি
- ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে এবং ২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে ট্রান্সফর্মার সরবরাহসহ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ - ১৮২টি

৮। অনুমোদিত ডিপিপি/আরএডিপি'র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা) এবং অডিট:

৮.১। ডিপিপি/আরএডিপি'র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা):

অর্থ বছর	বছরভিত্তিক মূল ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড়	প্রকৃত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
২০১৪-১৫	২০৭৯.৪২	১৫৪৫.১১	১৫৪৯.০০	১৫৪৯.০০	১৫৪৫.১১	৩.৮৯
২০১৫-১৬	৪৭২৪.৭৩	৩৯৭৪.৩৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৭৪.৩৫	২৫.৬৫
২০১৬-১৭	২৯০১.৬৪	৩১৯৮.৮১	৩২২০.০০	৩২২০.০০	৩১৯৮.৮১	২১.১৯
২০১৭-১৮	২৩৬৫.২৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৪.৯৭	৫.০৩
২০১৮-১৯	১৭৩৪.৮৬	৩৯৭৫.১৮	৩৯৭৯.০০	৩৯৭৯.০০	৩৯৫১.১১	২৭.৮৯
মোট	১৩৮০৫.৯০	১৫৬৯৩.৪৫	১৫৭৪৮.০০	১৫৭৪৮.০০	১৫৬৬৪.৩৫	৮৩.৬৫

** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়

প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ১৩৮০৫.৯০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত ব্যয় ১৫৬৯৩.৪৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫৬৬৪.৩৫ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৮১% এবং অব্যয়িত অর্থ রয়েছে ২৯.১০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮১%। অর্থছাড়ের পর অব্যয়িত রয়েছে ৮৩.৬৫লক্ষ টাকা।

৮.২। অডিট:

প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রেরিত পিসিআরে অডিটের তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং হলে কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা জানা যায়নি।

৯। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব				
১।	কর্মচারীর বেতন	২১ জন	৮৭.০০	২১ জন	৮৭.০০
২।	ভাতাদি	২১ জন	৮৮.০০	২১ জন	৮৮.০০
৩।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৮৬.৫০	থোক	২৬৪.৯৪
৪।	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৬৮৬.৪০	থোক	৬৬১.১৬
৫।	মেরামত, সংরক্ষণ পূর্নবাসন	থোক	৪৮০.০০	থোক	৪৭৯.৫০
	মোট রাজস্ব		**১৬২৭.৯০**		**১৫৮০.৬০**
	মূলধন				
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় :				
৬।	জীপ	১টি	৬৯.২৬	১টি	৬৯.২৬
৭।	ডাবল কেবিন পিক-আপ	৩টি	১৫৫.৮৮	৩টি	১৫৫.৮৮
৮।	মটর সাইকেল (৮০-১০০ সিসি)	১০টি	১৩.১৫	১০টি	১৩.১৫
৯।	১.৫/২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের জন্য প্রি-পেইড স্মার্ট কার্ড সরবরাহ ও স্থাপন	৫০ সেট	৭৩.৭৪	৫০ সেট	৭৩.৭৪

ক্রমিক	অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
১০।	ল্যাপটপ	৪ সেট	৩.৪০	৪ সেট	৩.৪০
১১।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (সরঞ্জামাদিসহ)	৩ সেট	৩.৫০	৩ সেট	৩.৫০
১২।	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, মডেম ও আনুসাঙ্গিক সরঞ্জামাদি	১৩ সেট	১১.০০	১৩ সেট	১১.০০
১৩।	ফটোকপিয়ার ক্রয়	৬ সেট	১১.৯৪	৬ সেট	১১.৯৪
১৪।	সার্ভে ও লেভেলিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়	২ সেট	৪.৯০	২ সেট	৪.৯০
১৫।	আববাবপত্র সরবরাহ	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০
১৬।	৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি (১০০ ফুট সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুসঙ্গিক সকল মালামাল)	১৩৭ সেট	৬৫১.১৮	১৩৭ সেট	৬৪৯.৬৯
১৭।	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ (৩৫০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট)	২৫ সেট	৫৪৪.৭২	২৫ সেট	৫৪৪.৭২
১৮।	১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ (৩০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট)	২০ সেট	৪০৪.১০	২০ সেট	৪০৩.৭০
১৯।	সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপনসহ ১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ খনন ও কমিশনিং (পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)	১০ সেট	৩৫৭.২৫	১০ সেট	৩৫৭.২৫
২০।	২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমের বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (প্রতি সেট ১০০০ মিটার)	৫৫ সেট	৪৮২.৭২	৫৫ সেট	৪৮২.৭২
২১।	২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমের রাবার/কটন/ফিতা (হোজ) পাইপ ক্রয় (প্রতিটি ২০০ মিটার)	৫৫ সেট	৪৫.৩১	৫৫ সেট	৪৫.৩১
	উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়)		**২৮৭২.০৫**		**২৮৬৯.৬৬**
	নির্মাণ ও পূর্ত :				
২২।	সার্কেল/জোনাল ও ইউনিট অফিস ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	২টি	৮২৫.০০	২টি	৮২৫.০০
২৩।	খাল/নালা পুনঃখনন (মাঝারী আকারের) (সার্ভে ও ডিজাইনসহ) (১৫০০০ ঘন মিটার /কিঃমিঃ)	২০৮ কিঃমিঃ	২৬০০.০০	২০৮ কিঃমিঃ	২৬০০.০০
২৪।	খাল/নালা পূনঃখনন (ছোট আকারের) (সার্ভে ও ডিজাইনসহ) (১০০০০ ঘন মিটার /কিঃমিঃ)	১০৮ কিঃমিঃ	৮৭০.০০	১০৮ কিঃমিঃ	৮৭০.০০
২৫।	মাঝারী আকারের খাল/নালা/পাহাড়ী ছড়ায় পানি নিয়ন্ত্রন/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ (ক্রসড্যাম/সাবমার্জড ওয়্যার/ রেগুলেটর/স্লুইস গেইট)	১৫টি	৯০০.০০	১৫টি	৯০০.০০
২৬।	ছোট আকারের খাল/নালা/ছড়ায়/সেচনালায় ক্রসড্যাম, সাবমার্জড ওয়্যার, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট, ফুটব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	১২০টি	৫৯৫.০০	১২০টি	৫৯৫.০০
২৭।	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন (টেষ্ট বোরিং ও পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)-৩৫০ মিটার পর্যন্ত	২৫টি	৩৪০.০০	২৫টি	৩৪০.০০
২৮।	১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন (টেষ্ট বোরিং ও পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)-৩০০	২০টি	২৪৫.০০	২০টি	২৪৪.৯৭

ক্রমিক	অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
	মিটার পর্যন্ত				
২৯।	৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ডিসচার্জবক্সসহ ভূ-পরিস্থ আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)/ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডারট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	১৩৭টি	৩২৫৬.০০	১৩৭টি	৩২৫৬.০০
৩০।	৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ডিসচার্জবক্সসহ ভূ-পরিস্থ আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)/ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার) (পুরাতন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় স্থাপিত এলএলপি স্কীমে)	২০টি	২৫০.০০	২০টি	২৪৯.৭৩
৩১।	২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ডিসচার্জবক্সসহ ভূ-পরিস্থ আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩০০ মিটার)/ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডারট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার) (পুরাতন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় স্থাপিত এলএলপি স্কীমে)	৫০টি	৪৯৬.৫০	৫০টি	৪৯৫.৮৩
৩২।	২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড/সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা হেডারট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	৫৫টি	২৭৬.০০	৫৫টি	২৭৬.০০
৩৩।	৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে এবং ২/১.৫-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে ট্রান্সফর্মার সরবরাহসহ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	১৮২টি	৮২৬.৫০	১৮২টি	৮২৬.৫০
	উপমোট (নির্মাণ ও পূর্ত)		**১১৪৮০.০০**		**১১৪৭৯.০২**
	(খ) মোট মূলধন ব্যয়		**১৪৩৫২.০৫**		**১৪৩৪৮.৬৮**
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		**১৫৬৯৩.৪৫**		**১৫৬৬৪.৩৪**
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		***০.০০***		***০.০০***
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		***০.০০***		***০.০০***
	সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)		**১৫৬৯৩.৪৫**		**১৫৬৬৪.৩৪**

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত :

প্রকল্পটি ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে একনেকে অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি জনিত কারণে সময় বৃদ্ধি ব্যতিত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি একবার সংশোধিত হয়।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	মেয়াদকাল	দায়িত্বের প্রকৃতি
জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৩/১২/২০১৪ থেকে২১/০১/২০১৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব
জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদার	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১/০১/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প দপ্তর পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় ।

১৩। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
▪ খাল, নালা ও পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে প্রতি বছর ১৬৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ ও ৫০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণপূর্বক সর্বমোট ২১৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ;	এই প্রকল্পের আওতায় খাল-নালা ও পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে মোট ১৬৫০০ হেক্টর আবাদি জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং খাল-নালা ও পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করে প্রায় ৫২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন করা হয়েছে অর্থাৎ মোট ২১৭০০ হেক্টর জমিকে প্রতি বছর আবাদের আওতায় আনা হচ্ছে।
▪ সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৫৭০০ মেট্রিকটন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন;	মোট ২১৭০০ হেক্টর জমি প্রতি বছর আবাদের আওতায় আনায়ন অব্যাহত রয়েছে এবং সেচের অবকাঠামোগত বিকাশ সাধন করে আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর ১,৩০,১৯৯ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, ফলমূল ও শাকসব্জী উৎপাদন করা হচ্ছে;
▪ ২০০ জন ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী, মেকানিক, সহকারী মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ানদের সেচযন্ত্রের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের উপর এবং ৪০০ জন কৃষককে অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে ম্যানেজার, চালক, মটরকর্মী ও কৃষকদের আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ করা।	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে যুক্ত করে ২০০ জন ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী, মেকানিক, সহকারী মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ানদের সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং কৃষিক্ষেত্রে খামারে দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪০০ জন কৃষককে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১। গৌরীনগর ফোর্সমোড নলকূপ সেচস্কীম ঃ

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ বানিগ্রাম ইউনিয়নের গৌরীনগর মৌজায় ফোর্সমোড নলকূপটির অবস্থান। জানা যায় যে সিলেট জেলার এই এলাকাটি ভৌগলিকভাবে উঁচু। এই এলাকাতে ভূ-পরিস্থ পানির কোনো সহজলভ্য উৎস নেই। এলাকাটিতে ফোর্সমোড পাম্প স্থাপনের পূর্বে বোরো মৌসুমে কোনো আবাদ হতো না। ফলে কৃষকগণ একমাত্র আউশ মৌসুমের আবাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই ফোর্সমোড নলকূপটি স্থাপন করা হয়। ১.৫ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন এই পাম্পের মাধ্যমে কৃষকগণ প্রায় ১৮-২০ হেক্টর জমি চাষাবাদ করতে পারেন। এই পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে এলাকাবাসী আউশ এবং বোরো দুটি মৌসুমেই আবাদ করতে পারছেন। এই গভীর নলকূপ স্কীমে প্রকল্প হতে এক কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ সেচের পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে প্রতি একর জমিতে ৭৫ থেকে ৮০ মণ ধান উৎপাদন হচ্ছে। সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ রাস্তার পাশে এই সেচ স্কীমের অধীনে আরও ৭০ থেকে ৮০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনায়নের সুযোগ রয়েছে মর্মে জানা গেছে।



চিত্রঃ গৌরীনগর গভীর নলকূপ

গৌরীনগর গনকূ স্কীমে সম্পাদিত কাজ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কাজ	পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থ
০১	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	১৫০ ফুট	১,৭৮,০০০.০০
০২	১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার সরবরাহ	৩টি	১,৮০,০০০.০০
০৩	টেস্ট বোরিং সম্পন্নকরণ	১টি	১,০০,০০০.০০
০৪	হাউজিং পাইপ, ব্লাইন্ড পাইপ, স্ট্রেইনার, রিডিউসার, বেইলপ্লাগ সরবরাহকরণ, খনন ও কমিশনিং কাজসহ পাম্পহাউজ নির্মাণ	৬০০ ফুট	৩৫,০০,০০০.০০
০৫	হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা)	১০০০ মি	১২,৫০,০০০.০০

উৎসঃ প্রকল্প পরচিালক

১৪.২। উলাকির খাল পুনঃখননঃ

সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কুচাই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর মৌজায় উলাকির খালটির অবস্থান। খালটি তলার হাওর থেকে উৎপন্ন হয়ে সিলেট টু গোলাপগঞ্জ মহাসড়কের পাশে এসে মিশেছে। এই খালটি খননের পূর্বে প্রায় ভরাট অবস্থায় ছিলো মর্মে জানা যায়। ফলে তলার হাওরে খাল সংশ্লিষ্ট উপরের জমিগুলো অনাবাদি পড়ে থাকতো। পূর্বে বর্ষা মৌসুমে হাওর থেকে পানি বের হওয়ার কোন পথ ছিল না। ফলে কৃষকের ফসল সহজেই পানির নিচে তলিয়ে যেতো। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খালটির ১.৫০ কিলোমিটার পুনঃখননের ফলে হাওরের প্রায় ২০০ হেক্টর জমির ধান জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পায় মর্মে কৃষকরা জানায়। সেই সাথে কৃষকগণ উলাকির খাল সংশ্লিষ্ট ২৫ থেকে ৩০ হেক্টর জমিতে বোরো মৌসুমে ফসলের আবাদ করতে পারছেন মর্মে জানা যায়।

১৪.৩। ডেমা খাল পুনঃখননঃ

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের মুটকিঞ্জির মৌজায় ডেমা খালটির অবস্থান। এই খালটি বেদুর হাওর থেকে উৎপন্ন হয়ে সিলেট টু জৈন্তাপুর মহাসড়কের পাশে ডেমা ব্রীজে এসে মিশেছে। এই খালটি খননের পূর্বে মরা খালের মতো অবস্থায় ছিলো। এই এলাকায় কৃষকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বর্ষা আসার পূর্বে ভারতীয় পাহাড়ী ঢলের পানি চলে আসার ফলে বোরো মৌসুমে আবাদকৃত জমির ফসলগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া। পূর্বে বর্ষা মৌসুমে হাওর থেকে পানি বের হওয়ার কোন পথ ছিল না ফলে কৃষকের কষ্টার্জিত ফসল সহজেই পানির নিচে তলিয়ে যেতো। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খালটির ১.৫০ কিলোমিটার পুনঃখননের ফলে হাওরের প্রায় ২২০ হেক্টর জমির ধান জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পায় মর্মে জানা যায়। সেই সাথে কৃষকগণ ডেমা খাল সংশ্লিষ্ট নিচের দিকে ২০ থেকে ২৫ হেক্টর জমিতে বোরো মৌসুমে ধান আবাদ করতে পারছেন।

১৪.৪। মেঘেরগাঁও সোলার ফোর্সমোড নলকূপ সেচ স্কীমঃ

সিলেট জেলার সিলেট সদর উপজেলার হাটখোলা ইউনিয়নের মেঘেরগাঁও মৌজায় ফোর্সমোড নলকূপটির অবস্থান। সিলেট জেলার এই এলাকাটিতে সুরমা নদী ব্যতীত পানির কোনো সহজলভ্য উৎস নেই। সুরমা নদী অনেক দূরবর্তী হওয়ার জন্য এই এলাকাটিতে ফোর্সমোড পাম্প স্থাপনের পূর্বে বোরো মৌসুমে কোনো আবাদ হতো না। ফলে কৃষকগণ একমাত্র আউশ মৌসুমে আবাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই সোলার ফোর্সমোড নলকূপটি স্থাপন করা হয়। ১.৫ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন এই পাম্পের মাধ্যমে কৃষকগণ প্রায় ১৫-১৮ হেক্টর জমি চাষাবাদ করতে পারেন। এই পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে এলাকাবাসী আউশ এবং বোরো দুটি মৌসুমেই আবাদ করতে পারছেন। এই ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে প্রকল্প হতে এক কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে করে প্রতি একর জমিতে ৬০ থেকে ৭০ মণ ধান উৎপাদন হচ্ছে। এই স্কীমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ফোর্সমোড নলকূপটি সোলার চালিত বিধায় কোনো প্রকার বিদ্যুৎ খরচ নেই। ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ অনেক কম। কৃষক জানান যে এই সেচ স্কীমের অধীনে আরও অনেক জমি সেচের আওতায় আনায়নের সুযোগ রয়েছে ।



চিত্রঃ মেঘেরগাঁও সোলার ফোর্সমোড নলকূপ

প্রকল্প হতে মেঘেরগাঁও সোলার ফোর্সমোড নলকূপ সেচ স্কীমে সম্পাদিত কাজ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কাজ	পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থ
০১	গ্রাউন্ড বেইজ নির্মাণসহ সোলার প্যানেল স্থাপন, ইউপিভিসি হাউজিং পাইপ, ব্লাইন্ড পাইপ, স্ট্রেইনার, রিডিউসার, বেইলপ্লাগ সরবরাহকরণ, খনন ও কমিশনিংসহ বাউন্ডারী ওয়াল ববেং পাম্পহাউজ নির্মাণ কাজ	৪৮০ ফুট	৩৫,০০,০০০.০০
০২	হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা)	১০০০ মিটার	১২,০০,০০০.০০

উৎসঃ প্রকল্প পরিচালক

১৪.৫। বড়জান ছড়ায় নির্মিত তিন ভেন্টের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোঃ

সিলেট জেলার সিলেট সদর উপজেলার খাদিমনগর ইউনিয়নের ফড়িংউড়া মৌজায় পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোটির অবস্থান। পার্শ্ববর্তী লাক্কাতুড়া ও মালনীছড়া চা বাগানের কয়েকটি ছোট ছোট ছড়ার সমন্বিত ছড়াটি হলো বড়জান ছড়া। বছরের প্রায় ১২ মাসই এই ছড়াটিতে পানির প্রবাহ বিদ্যমান। এই অবকাঠামোটি নির্মাণ করার পূর্বে স্থানীয় এলাকাবাসী নিজেদের উদ্যোগে ছড়াতে মাটির বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে বোরো মৌসুমে চাষাবাদ করতো। এতে প্রতি বছর কৃষকদের প্রায় ১৫-২০ হাজার টাকা খরচ হতো। এই অবকাঠামোটি নির্মাণ করার ফলে কৃষকদের বাঁধ নির্মাণে বাৎসরিক কোনো টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন পড়ছে না। এই অবকাঠামোতে গেইট সিস্টেম হওয়ায় প্রয়োজনীয় সময়ে কৃষকগণ প্রয়োজন অনুপাতে পানি সংরক্ষণ করতে পারছেন। পানি সংরক্ষণ করে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের মাধ্যমে এই পানি মাঠে চলে যাবে। এখানে সেচ বাবদ কৃষকের কোন খরচ হবে না। ইতিমধ্যে পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোটির আপস্ট্রীমের উভয় পাড়ে ২টি আউটলেট স্থাপন করা প্রয়োজন। এই অবকাঠামোটির নির্মাণ ব্যয় ৫০,০০,০০০.০০ টাকা।



চিত্রঃ বড়জান ছড়ায় নির্মিত তিন ভেন্টের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো

১৪.৬। সিলেট সার্কেল অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণঃ

সিলেট জেলার সিলেট সদর উপজেলার শেখঘাটস্থ এলাকায় বিএডিসি নিজস্ব ক্যাম্পাস অবস্থিত। পুরাতন একটি টিনশেড ভবনে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন হতো। প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন জীর্ণ ভবনটি ভেঙে নতুন সিলেট সার্কেল অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়। এই ভবনটির প্রতিটি ফ্লোর প্রায় ২৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট এবং মোট ৫টি ফ্লোর বিদ্যমান। জানা গেছে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চারতলা পর্যন্ত কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়; যার কার্যাদেশ মূল্য ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা, যা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে ভবনের ৫ম তলা বর্ধিতকরণ এবং একটি উন্নতমানের এলিভেটরের সংস্থান রাখা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ম তলা বর্ধিতকরণ এবং এলিভেটরের জন্য দরপত্র আহবান করে ২টি আলাদা কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। যার কার্যাদেশ মূল্য যথাক্রমে ৩৪,০০,০০০.০০ টাকা ও ২২,০০,০০০.০০ টাকা মর্মে জানা যায়। নিচতলা পার্কিং এবং গুদাম, ২য় তলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ৩য় তলায় প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়। ৪র্থ তলায় পরিদর্শন বাংলো এবং ৫ম তলায় সম্মেলন কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট বলেছেন যে ভবনটি নির্মাণের ফলে অফিসকাজ পরিচালনায় সুবিধা হয়েছে।

১৪.৭। বালিহাটা ৫ কিউসেক এলএলপি সেচ স্কীমঃ

হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের বালিহাট মৌজায় ৫-কিউসেক এলএলপি সেচ স্কীমটির অবস্থান। এই স্কীমটি স্থাপন করার পূর্বে এই এলাকার কৃষকগণ নিজেদের ছোট ছোট পাম্প ব্যবহার করার মাধ্যমে অল্প অল্প কিছু জায়গাতে সেচ প্রদান করতো। ডিজেলের মূল্য বেশী হওয়ায় কৃষকদের কোন লভ্যাংশ থাকতো না। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে লস্করপুর ইউনিয়নের বালিহাটা মৌজায় এই সেচ স্কীমটিতে ৫-কিউসেক এলএলপি স্থাপন করার পর এখানে বোরো মৌসুমে সেচের আওতায় জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্কীম স্থাপনের পাশাপাশি ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ সেচের পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে করে প্রতি একর জমিতে ৭০ থেকে ৭৫ মণ ধান উৎপাদন হচ্ছে।



চিত্রঃ বালিহাটা ৫ কিউসেক এলএলপি সেচ স্কীম

স্কীমে সম্পাদিত কাজ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কাজ	পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থ
০১	১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার সরবরাহ	৩টি	১,৮০,০০০.০০
০২	৩০-অশ্বশক্তির মটর-পাম্প, সাকশান-ডেলিভারি পাইপ, ফুটবাল্ব,প্যানেল বোর্ড, ফিতা পাইপ সরবরাহকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১-সেট	৬,৫০,০০০.০০
০৩	হেডার ট্যাংকসহ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা)	১০০০ মিটার	১৩,৫০,০০০.০০

উৎসঃ প্রকল্প পরচিালক

১৪.৮। নাজিরপুর খাল-২ পুনঃখননঃ

হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পৈল ইউনিয়নের নাজিরপুর মৌজায় নাজিরপুর-২ খালটির অবস্থান। খালটি গুইঙ্গাজুড়ি হাওর থেকে উৎপন্ন হয়ে পৈল টু হবিগঞ্জ সড়কের পাশে এসে মিশেছে। এই খালটি খননের পূর্বে প্রায় ভরাট অবস্থায় ছিলো মর্মে জানা যায়। ফলে গুইঙ্গাজুড়ি হাওরে খাল সংশ্লিষ্ট উপরের জমিগুলো অনাবাদি পড়ে থাকতো। পূর্বে বর্ষা মৌসুমে হাওর থেকে পানি বের হওয়ার কোন পথ ছিল না; ফলে কৃষকের কষ্টার্জিত ফসল সহজেই পানির নিচে তলিয়ে যেতো। এ নিয়ে কৃষকের কষ্টের কোনো সীমা ছিল না। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খালটির ২.০০ কিলোমিটার ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১.৫ পুনঃখননের ফলে হাওরের প্রায় ৬০০ হেক্টর জমির ধান জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পায়। সেই সাথে কৃষকগণ গুইঙ্গাজুড়ি খাল সংশ্লিষ্ট ৫০ থেকে ৬০ হেক্টর জমিতে বোরো মৌসুমে ফসলের আবাদ করতে পারছেন।

১৪.৯। ফুট ব্রীজ/ক্যাটাল ক্রসিং:

হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পৈল ইউনিয়নের বারাপৈত মৌজায় মন্নাফ মেম্বারের দোকানের সামনে ফুট ব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিংটির অবস্থান। ক্যাটল ক্রসিংটি তিনটি রাস্তার সংযোগ স্থলে অবস্থিত, পূর্বে এখানে বাশেঁর সাকো দ্বারা এলাকার লোকজন পারাপার হতো মর্মে জানা যায়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফুটব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং নির্মান করার ফলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে মর্মে এলাকার জনগণের নিকট হতে জানা যায়। ক্যাটল ক্রসিং এর দুইপাশে যথেষ্ট পরিমান মাটি দেওয়া হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।



চিত্রঃ ফুট ব্রীজ/ক্যাটাল ক্রসিং

১৪.১০। মৌলভীবাজার জোন অফিসের অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ:

মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ক্যাম্পাসে বিএডিসি'র পুরাতন জরাজীর্ন ইউনিট অফিস ছিল মর্মে জানা যায়। উক্ত ইউনিট অফিসের একপাশের একটি রুমে জোন অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় একটি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য উপজেলা ক্যাম্পাসের পাশেই প্রায় ২০ শতক জমি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছ থেকে ১,৬০,০০,০০০.০০ টাকার বিনিময়ে লীজ নেওয়া হয় এবং বাউন্ডারি ওয়ালসহ অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়। উক্ত অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারটি ৪ তলা বিশিষ্ট। এই ভবনটির তিনটি ফ্লোর প্রায় ২৩০০ স্কয়ারফিট বিশিষ্ট এবং আরেকটি প্রায় ৬২৫ স্কয়ারফিট বিশিষ্ট। বর্তমানে এই ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গ্যারেজ ও একটি স্টোর কক্ষসহ আরো দুইটি কক্ষ রয়েছে। প্রথম ফ্লোরে মৌলভীবাজার জোন অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং দ্বিতীয় ফ্লোরটি ডাকবাংলো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তৃতীয় ফ্লোরটি ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এই ৪র্থ তলা বিশিষ্ট ভবনটির দরপত্র আহবান করা হয়; যার কার্যাদেশ মূল্য ছিল ২,৪২,৭৪,২৩৬.৯৯ টাকা এবং যথাসময়ে ভবনটির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয় মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট বলেছেন যে ভবনটি নির্মাণের ফলে অফিসকাজ পরিচালনায় সুবিধা হয়েছে।



চিত্রঃ মৌলভীবাজার জোন অফিসের অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ

১৫। **পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ**

১৫.১। কৃষকদের চাহিদা অনুসারে এই স্কীমে আরও অধিক জমি সেচের আওতায় আনায়নের জন্য অতিরিক্ত ১০০০ মিটার সেচনালা নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেই সাথে এই এলাকায় আরও ২টি ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। তাই যে সব স্কীমে আরও অধিক জমি সেচের আওতায় আনায়নের সুযোগ রয়েছে সেসকল জমি সেচের আওতায় আনায়নের জন্য প্রয়োজনী পদক্ষেপ নিতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.১);

১৫.২। বর্ষা মৌসুমে পানির সাথে পলি ও আবর্জনা এসে পুনঃখননকৃত খালগুলো আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যেতে পারে। তাই নিয়মিত খালগুলো পরিষ্কার ও সংস্কার করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১৪.২ ও ১৪.৩);

১৫.৩। মেঘেরগাঁও ফোর্সমোড নলকূপটি সোলার চালিত। ফলে কোনো প্রকার বিদ্যুৎ খরচ নেই। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ অনেক কম হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে সোলার পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কর্মপরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ কৃষকের সোলার পাম্প পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই এবং সোলার টেকনিশিয়ানও অপ্রতুল (অনুচ্ছেদ-১৪.৪);

১৫.৪। অনেক গভীর নলকূপ স্কীমে সেচ পাম্পের সক্ষমতা ও সেচ পাম্পের আওতায় আবাদযোগ্য জমি রয়েছে; তাই সেচ পাম্পের সক্ষমতা ও সেচ পাম্পের আওতায় আবাদযোগ্য অনুযায়ী গভীর নলকূপ স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৪.১ ও ১৪.৪, ১৪.৭);

১৫.৫। বড়জান ছড়ায় নির্মিত তিন ভেন্টের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হলেও সেচ প্রদানের জন্য কোন আউটলেট নির্মাণ করা হয়নি। ফলে পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোটি কোনো কাজে লাগছে না। তাই বড়জান ছড়ায় নির্মিত তিন ভেন্টের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোর আপ স্ট্রীমে ছড়ার দুই পাড়ে আউটলেটসহ কমপক্ষে ১০০০ মিটার সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৫);

১৫.৬। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের নিকট হতে জানা গেছে যে মাঠ পর্যায়ে বিএডিসি'র জনবলের সংকট রয়েছে। তাই পাম্প মেশিনগুলো মেরামত ও নতুন মৌসুমে কমিশনিং এর জন্য মেকানিকদের সাথে/মেকানিক ফার্মের সাথে আউটসোসিং এর ভিত্তিতে চুক্তি করা যেতে পারে। বিএডিসি যেহেতু পাম্পের ভাড়া বাবদ বার্ষিক ফি আদায় করে; তাই কৃষককে এ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সেবা প্রদান করাও জরুরী। তাছাড়া, সিলেট এলাকার পাম্প অপারেটরদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তারা ছোটখাটো সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারবে। সেই সাথে সেচ মৌসুম চলাকালীন সময়ে মেকানিক সরবরাহসহ বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১৪.১ ও ১৪.৪, ১৪.৭);

১৫.৭। হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পৈল ইউনিয়নের বারাপৈত মৌজায় মন্নাফ মেম্বারের দোকানের সামনে ফ্লুটব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং নির্মান করার ফলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। তবে ফ্লুটব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং এর দুই পাশে মাটি যথেষ্ট পরিমানে নেই। ফলে ক্যাটল ক্রসিংটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই ফ্লুটব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং এর দুই পাশে মাটির প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৯);

১৫.৮। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলো পরিচালনা, মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভবনগুলো নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষণ করা যায় এবং ভবিষ্যতে ভবন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য যাতে "বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ" প্রকল্পের মত কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে না হয় (অনুচ্ছেদ-১৪.১০);

১৫.৯। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সিলেট এলাকায় খাল/নালা পুনঃখনন ও সেচ পাম্প স্থাপনের ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শষ্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে কৃষক ও সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জানা গেছে। সিলেট এলাকায় আরো অনেক পতিত জমি রয়েছে যেখানে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং শষ্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে মর্মে জানা যায়। বিএডিসি প্রয়োজন অনুযায়ী অত্র এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৪.১ ও ১৪.৪, ১৪.৭);

১৫.১০। অর্থছাড়ের পর অব্যয়িত ৮৩.৬৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.১);

১৫.১১। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রেরিত পিসিআরে অডিটের তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং হলে কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা জানা যায়নি। তাই অডিট সম্পন্ন না হলে যথাসময়ে অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট সংক্রান্ত তথ্য এ বিভাগকে জানাতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.১);

১৫.১২। অনুচ্ছেদ ১৫.১ -১৫.১১ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী দুই মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।

চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: নভেম্বর ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৪। প্রকল্পের অবস্থান : ১টি বিভাগের ১টি জেলার ১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	মতলব উত্তর
বিভাগ =১টি	জেলা = ১টি	মোট উপজেলা = ১টি

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮৪.৯০	২৮৪.৯০	২৭৭.৯০	মার্চ, ২০১৮ হতে নভেম্বর, ২০১৮ (৮ মাস)	-	মার্চ, ২০১৮ হতে নভেম্বর, ২০১৮	-	-

৬। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য :**

৬.১। **প্রকল্পের পটভূমি**

৬.১.১। প্রকল্পের ডিপিপি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতি বছর ভিত্তি, প্রত্যায়িত এবং গুণগতমান সম্পন্ন প্রায় ১৪০০০০ মে.টন বীজ উৎপাদন ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ করে থাকে। ভিত্তি বীজ ব্যতিত বিএডিসি চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে অন্যান্য বীজ উৎপাদন করে থাকে। ভিত্তি বীজের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যমান খামারসমূহ পর্যাপ্ত নয়। এই প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার অধীনস্থ এখলাসপুর ইউনিয়নের চরসমূহের মধ্যে দক্ষিণ বোরো চর ও ষষ্ঠ খন্ড বোরো চরে আনুমানিক ৭০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ১টি বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই বিনিয়োগ প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে বিএডিসি কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত খামার এলাকা পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, যদিও দক্ষিণ বোরো চর এবং ষষ্ঠ বোরো চরে নদী ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়নি তথাপি খামার প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিষয়টি একটি কারিগরি কমিটির দ্বারা সম্ভাব্যতা যাচাই করা সমীচীন হবে। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগের অক্টোবর ২০১৬ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করার নির্দেশনা রয়েছে।

৬.১.২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের মতামত এবং বিদ্যমান পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সমীক্ষা প্রকল্পটির প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে গত ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে ২৮৪.৯০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ২০১৮ হতে নভেম্বর/২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত 'চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার

স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খামার স্থাপনের জন্য বোরো চরের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, খামার স্থাপন করা হলে তা মেঘনা নদীর প্রবাহের ফলে ক্ষয় বা ভাঙ্গন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, খামারস্থ সম্ভাব্য ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে কিনা ইত্যাদি মূল্যায়নের জন্য এই সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোরচরের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন।
- বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করা হলে খামারের আওতাধীন চর মেঘনা নদীর প্রবাহের ফলে ক্ষয় বা ভাঙ্গান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণ।
- খামারস্থ সম্ভাব্য ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।
- বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যথা: বীজ গুদাম, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সানিংফ্লোর, থ্রেসিং ফ্লোর, হেরিংবন্ড রাস্তা ও গভীর নলকূপ নির্মাণ করা যাবে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খামার স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই
- স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টপোগ্রাফিক সার্ভে এবং সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাস্টার প্ল্যান, বীজ উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকা প্রতিবেদন এবং বেইজলাইন সার্ভে

৮। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

বিবরন (ডিপিপি অনুযায়ী)		একক	লক্ষমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারন
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব						
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা						
৪৮০১	ভ্রমন ব্যয়		২.৫০	থোক	২.১৮১	থোক	
৪৮১৫	ডাক ও তার		০.২৫	থোক	০.০৫৭	থোক	
৪৮১৬	টেলিফোন		০.৪০১	থোক	০	থোক	
৪৮২২	গ্যাস, ফুয়েল, পেট্রোল, লুব্রিক্যান্টস		৩.০০	থোক	১.২৭৩	থোক	
৪৮২৮	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস		২.৫০	থোক	২.৪৮	থোক	
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী		১.০০	থোক	০.৯৮৪	থোক	
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		০.৫০	থোক	০.৫০০	থোক	
৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক		২.৩৪	থোক	১.৬৯২	থোক	
৪৮৭৪	স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই		১৯১.৭৮	থোক	১৯০.০০	থোক	
৪৮৭৪	স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টপোগ্রাফিক সার্ভে এবং সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন		৪০.৩৩	থোক	৪০.০২৩	থোক	
৪৮৭৪	স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাস্টার প্ল্যান, বীজ উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকা প্রতিবেদন এবং বেইজলাইন		২৫.০০	থোক	২৪.০৫৯	থোক	

বিবরন			লক্ষমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারন
(ডিপিপি অনুযায়ী)		একক	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
	সার্ভে						
৪৮৮৩	সম্মানী/ভাতা/পারিশ্রমিক		৩.৩০	থোক	৩.১৭৪	থোক	
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী		০.৫০	থোক	০.৪৯৪	থোক	
৪৮৮৯	বিবিধ খরচ		১.৫০	থোক	১.৪৯২	থোক	
উপমোট (সরবাহ ও সেবা)			২৭৪.৯০		২৬৮.৪০৯		
৪৯০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ						
৪৯০১	মোটরযান মেরামত		১.৫০	থোক	১.৪৯৫	থোক	
উপমোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)			১.৫০		১.৪৯৫		
উপমোট (রাজস্ব)			২৭৬.৪০		২৬৯.৯০৪		
	মূলধন						
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়						
৬৮১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস এবং আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	২.০০	২	২.০০	২	
৬৮১৯	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১.৫০	১	১.৫০০	১	
৬৮১৯	প্রজেক্টর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১.০০	১	১.০০	১	
৬৮২১	অফিস আসবাবপত্র		৪.০০	থোক	৩.৫০০	থোক	
উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়)			৮.৫০		৮.০০		
উপমোট (মূলধন)			৮.৫০		৮.০০		
সর্বমোট			২৮৪.৯০		২৭৭.৯০৪		

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৫৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত : প্রকল্পটি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ০৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে মার্চ ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০১৮ (আট মাস) মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়।

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	লক্ষ্যমাত্রা	অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়
	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)		মোট (টাকা)
২০১৭-১৮	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০	৭১.৯৭
২০১৮-১৯	২০৬.০০	২১২.৯০	২১২.৪১	২০৫.৯৩৪
মোট	২৭৮.০০	২৮৪.৯০	২৮৪.৪১	২৭৭.৯০৪

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	**পদবী**	**মেয়াদকাল**	**দায়িত্বের প্রকৃতি**
আবু রায়হান মো: তারিক	ব্যবস্থাপক(বীবি), বিএডিসি, ঢাকা	২৯-০৩-২০১৮ হতে ২৯-১১-২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প দপ্তর পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় ।

১৩। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১। বোরোর চরের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন।	১। Institute of Water Modeling (IWM) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে বোরোর চরের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী চরটি বর্তমানে নদী প্রবাহের ফলে ভাঙছে না। তবে নদীর গতিধারা বিবেচনায় চরটি ২০ বছরের অধিক স্থায়ী হবে কিনা এ বিষয়টি নিশ্চিত নয়। এ মুহূর্তে নদীর তীর রক্ষাকরণের কার্যক্রম গ্রহনের প্রয়োজন নেই; তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে। খামার এলাকাটি মূল ভূখন্ড থেকে আলাদা হওয়ায় বীজ পরিবহনের জন্য নদী পথ ব্যতীত যোগাযোগের অন্য কোন মাধ্যম নেই। বোরোর চরের মাটি হালকা বুনটের। ফসল ফলানোর জন্য মাটির উন্নয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত খামার এলাকাটি খাস জায়গা হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এবং যেহেতু সেখানে লোকজন বসবাস করে খামার তৈরি করা হলে তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে।
২। বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করা হলে খামারের আওতাধীন চর মেঘনা নদীর প্রবাহের ফলে ক্ষয় বা ভাঙ্গন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণ।	২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর প্রতিবেদন অনুযায়ী চরটি বিশ বছরের অধিক স্থায়ী হবে কিনা, এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই।
৩। খামারস্থ সম্ভাব্য ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।	৩। চর এলাকাটি বর্ষায় পানিতে ডুবে যায় এবং বছরের অনেকটা সময় পানির নীচে থাকে। ফলে সারা বছরব্যাপি ফসল ফলানো এবং জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষার জন্য খামারের চারিদিকে ড্রেনেজ সুবিধাসহ বাঁধ নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সুপারিশ করেছে। প্রস্তাবিত খামার এলাকার পাশে ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেজা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ইকনমিক জোন প্রতিষ্ঠিত হলে খামারের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
৪। বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যথা: বীজ গুদাম, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সানিংফ্লোর, থ্রেসিং ফ্লোর, হেরিংবন্ড রাস্তা ও গভীর নলকূপ নির্মাণ করা	৪। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মতামত অনুযায়ী উক্ত চরে অগভীর ফাউন্ডেশন করে এসকল স্থাপনা তৈরী করা যাবে। তবে গভীর ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে পাইলিং এর প্রয়োজন হবে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
যাবে কিনা তা মূল্যায়ন করা।	

১৪। **পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীসমূহ পরিদর্শনের জন্য আইএমইডির পক্ষ হতে গত ২৬/০৫/২০১৯ তারিখে ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত বিএডিসি কার্যালয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট হলো পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ। পরিদর্শনে জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ক) Feasibility study খ)Topographic Survey and sub soil Investigation/Test গ) MasterPlan soil report For seed Production and baseline survey এর জন্য তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।

১৪.২। জানা যায় যে, সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) এর জন্য স্থানীয় পরামর্শ ফার্ম নিয়োগের নিমিত্ত ডিপিপি এর নির্দেশনা অনুযায়ী Single Source পদ্ধতি অনুসরণ করে SPARSO/BIWTA/NAVY/IWM কে পত্র প্রেরণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে IWM সম্ভাব্যতা যাচাই কাজে অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবের উপর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ও নেগোসিয়েশন করার পর ২৮/০৫/২০১৮ হতে ৩০/১১/২০১৮ মেয়াদে কার্য সম্পাদনের জন্য ১৯০.০০ লক্ষ টাকায় IWM এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

১৪.৩। প্রকল্প পরিচালক জানান টপোগ্রাফিক সার্ভে এবং সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন এর জন্য QCBS পদ্ধতিতে Land Survey Team নামক প্রতিষ্ঠান কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১/১০/২০১৮ হতে ১৪/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত ৩৯,৬৫০৭৫ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি মূলত Land Survey এর কাজ করেছে।

১৪.৪। প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বেইজ লাইন সার্ভে এর জন্য QCBS পদ্ধতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১/১০/২০১৮ হতে ৩০/১১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত ২৩,৭৪,৩২৯ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ এ বর্ণিত বিধি মোতাবেক দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া ডিপিপিতে উল্লেখিত অর্থের সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

১৪.৫। পরিদর্শনে জানা যায় যে, Land Survey Team নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর কাজের পরিধি ছিল চর এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বোরিং এর মাধ্যমে নিচের মাটির ভারবহন ক্ষমতা, গুনাগুন ইত্যাদি নির্ণয়সহ মাটির নিচে পানির স্তর সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করা। প্রকল্প দপ্তর হতে সংগৃহীত Land Survey team প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি TOR অনুযায়ী তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করেছে এবং প্রতিবেদন দাখিল করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানটি ASTM specification অনুযায়ী তাদের মাঠ পর্যায়ের কার্যাবলী সম্পাদন করে। এই পদ্ধতিতে মাটির নমুনা সংগ্রহের জন্য বোরিং পদ্ধতিতে ড্রিল (মাটি ছিদ্র) করা হয়। বোরিং এর মাধ্যমে মাটিতে সৃষ্ট bore holes গুলোতে Standard Penetration Test করা হয় এবং SPT Value নির্ণয় করা হয়।

১৪.৬। এছাড়া চরের বিভিন্ন স্থান হতে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে যে পরীক্ষাগুলো করা হয় সেগুলো হলো মাটির আর্দ্রতা নির্ণয় (Natural Moisture Content), মাটির কনাগুলোর আকার বিশ্লেষন (complete grain size analysis), Specific gravity test, Direct Shear test এবং soil composition ইত্যাদি। মাটির ফিজিকাল Property বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে মাটির বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অর্থাৎ ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করে প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামো নির্মানের জন্য শ্যালো এবং ডিপ উভয় প্রকার ভিত্তি (foundation) ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেছে। তারা প্রতিবেদনে এই সংক্রান্ত ড্রয়িং ডিজাইন ও সংযুক্ত করেছে। অবকাঠামো নির্মাণে ডিপ ফাউন্ডেশন এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি pile foundation সবচেয়ে উপযোগী হবে মর্মে সুপারিশ করেছে।

১৪.৭। পরামর্শ একটি প্রতিষ্ঠানটির মতে এই চরটি আগামী ২০ বছর স্থায়ী হতে পারে। সেখানে বিএডিসি একটি ফার্ম করতে পারে তবে বন্যা মুক্ত রাখতে হলে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হবে। এছাড়া নদীর মাওয়া মোহনপুর চ্যানেল হতে সুরেশ্বর চ্যানেল পর্যন্ত বালু উত্তোলন বন্ধ করে এবং কুমিল্লা বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তুলনামূলকভাবে অধিক উপযোগী হবে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করে। TOR অনুযায়ী ফার্মটি সকর কাজ করেছে।

১৪.৮। প্রকল্পের আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যান তৈরী, বীজ উৎপাদনের জন্য মাটি পরীক্ষা এবং উক্ত প্রকল্পের বেইজলাইন ও কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। পরিদর্শনকালে বর্ণিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রণীত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, TOR (Terms of reference) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে।

১৪.৮.১। বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ এবং স্যাটেলাইট ইমেজের সাহায্যে প্রকল্প এলাকার একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছে। এই মাস্টার প্লান এ ফার্ম এলাকার নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত সকল অবকাঠামো সহ বীজ উৎপাদন খামার এর চিত্র অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে;

১৪.৮.২। geo referencing এর সাহায্যে মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ এবং এগুলোর ডিজিটাইজেশন;

১৪.৮.৩। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রতিটি রাস্তার নেটওয়ার্ক, খাল, পুকুর, ভবনের থিমেটিক মানচিত্র প্রস্তুত করেছে;

১৪.৮.৪। টপোগ্রাফিক তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে কৃষিতে ব্যবহারের জন্য প্রতিটি প্লট এর পৃথক পৃথক ম্যাপ তৈরী;

১৪.৮.৫। টপোগ্রাফিক ইনফরমেশন এর উপর ভিত্তি করে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য প্রতিটি প্লটের মানচিত্র তৈরী;

১৪.৮.৬। খামারের জন্য বিদ্যুত সরবরাহ এবং সংযোগের লে আউট তৈরী করেছেন;

১৪.৮.৭। কনটিনজেন্সী পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী তৈরী করেছেন;

১৪.৮.৮। খামার এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা করেন;

১৪.৮.৯। প্রকল্প এলাকায় প্রচলিত কৃষি চর্চা সমূহ সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহের জন্য কৃষি সমীক্ষা পরিচালনা;

১৪.৮.১০।ভূ উপরিস্থ এবং ভূ গর্ভস্থ পানির গুনাগুন পরীক্ষা;

১৪.৮.১১।ফার্ম এলাকার প্রতিটি প্লটের জন্য চরে চাষাবাদের উপযোগী শস্যের নামোল্লেখ করে সার ব্যবহারের নির্দেশনা প্রণয়ন;

১৪.৮.১২।মাটির পুষ্টির গুণাগুন প্রদর্শন করে ম্যাপ তৈরী;

১৪.৮.১৩।সমগ্র প্রকল্প এলাকার মাটি গুণাগণ বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন।

১৪.৯। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সম্পাদিত সমীক্ষার ফলাফল হতে জানা যায় যে, যে স্থানে কৃষি খামার স্থাপন করা হবে তার অধিকাংশই খাস জমি; তবে খাস জমিতে কিছু লোক বর্তমানে বসবাস করায় তাদের পুর্নবাসনের প্রয়োজন হবে। হঠাৎ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের আশংকা থাকায় নদী তীরবর্তী এলাকায় বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খামার এলাকার মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশি থাকায় প্রচুর পরিমাণে অর্গানিক দ্রব্য যেমন জৈব সার ইত্যাদি জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া কুমিল্লায় বীজ প্রক্রিয়াকরণ খামারটি অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় যাতায়াতের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে। এছাড়া খামার এলাকায় প্রবাহিত দুটো খালের মাধ্যমে খামারে পানি সরবরাহ করার জন্য খাল খননের প্রয়োজন রয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যায় যে, মেঘনার এই বোরোর চরে সফলভাবে বীজ খামার স্থাপন অনেকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল।

১৪.১০। ফিজিবিলিটি স্টাডি এর জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি TOR অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় যে, IWM নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি TOR অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে সমীক্ষা এলাকার অবস্থান, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) মেঘনা নদীর ইখলাসপুর ও মোহনপুর চ্যানেলের ২৫ কি:মি: এর মধ্যে সার্ভে করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্প এলাকার হাইড্রোলজিকাল অবস্থা নির্ণয়ের জন্য পানির স্তর ও প্রবাহ সংক্রান্ত ডেটা বিশ্লেষণ করে একটি গাণিতিক মডেল তৈরী করা হয়েছে।

(ঘ) সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে প্রকল্প এলাকার 2D morphological model তৈরী করা হয়েছে। morphological model বলতে সাধারণত বিভিন্ন অবস্থায় নদীর ভূমি ক্ষয় ও পলি জমা হওয়া সংক্রান্ত সমূহকে ছবির সাহায্যে উপস্থাপন করাকে বুঝায়।

(ঙ) পানির প্রবাহ এবং তীব্রতা সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে প্রকল্প এলাকার 2D hydrodynamic model তৈরী করা হয়েছে।

(চ) চর এলাকায় ভবিষ্যত বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি সম্ভাবনা পরীক্ষার জন্য সফট্ওয়্যার এর সাহায্যে একাধিক কৃত্রিম বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি ইভেন্ট তৈরী করে চরের morphological অবস্থা পরীক্ষা করা হয়েছে।

(ছ) নদীর তীর রক্ষা বাঁধ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ডিজাইন ও ড্রয়িং তৈরী করা হয়েছে।

(জ) চরে সকল ধরণের স্থাপনা তৈরী ভূমি অধিগ্রহণ, পুর্নবাসন প্রক্রিয়া ও বীজ ফার্ম সহ ইত্যাদি নির্মাণ করে বীজ তৈরী ও বাজারজাতকরণের cost benefit analysis করা হয়েছে।

(ঝ) বোরোর চরে উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গাবতলী এবং কুমিল্লা এই দুটোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে লাভজনক (cost analysis) সেন্টার নির্ণয় করা হয়েছ।

১৪.১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রণীত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেঘনা নদীর বোরোর চরের ৬ষ্ঠ অংশ মূলত চরের দক্ষিণ দিকে খামারটি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই এলাকায় ইতোমধ্যে বেজা কর্তৃক মোহনপুর ও এখলাছপুর ইউনিয়নের ৩০৩৭.৮৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধার চেয়ে অসুবিধার পরিমাণই বেশী মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী চরটি ২০ বছরের বেশি স্থায়ী না হওয়ায় ঝুর্কি রয়েছে। এই স্থানে বীজ খামার স্থাপন করা হলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সহ বিভিন্ন ধরণের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (কালভার্ট, ক্যাটল ক্রসিং, ক্রমড্যাম) এবং ডেনেজ সিস্টেম নির্মাণের প্রয়োজন হবে। বীজ খামারের অভ্যন্তরে যোগাযোগ এর জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে। চরের জমিতে বালুর পরিমাণ বেশি থাকায় নির্মাণ কাজে অধিক অর্থ ব্যয় হবে। জমির মাটিতে জৈবিক গুনাগুনের পরিমাণ কম থাকায় অধিক পরিমাণে জৈব ও অন্যান্য সার ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে যা বীজ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করবে। এই জমিতে বীজ খামার স্থাপনের অন্যতম অনুবিধা হলো বীজ প্রক্রিয়াকরণ সেন্টারে নিয়ে যাবার জন্য শুধুমাত্র নদী পথই ব্যবহার করতে হবে।

১৪.১২। পরামর্শ প্রতিষ্ঠান প্রণীত Economic and Financial Analysis পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মেঘনার বোরোর চরে এই বীজ খামার স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হলে আর্থিকভাবে লাভজনক হবেনা। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, Evaluation results and sensitivity analysis indicate that the proposed project is economically viable but financially is not viable.

১৫। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৫.১। জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল ও পটুয়াখালী) বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্পটির আওতায় পটুয়াখালী জেলার দশমিনায় স্থাপিত বীজ বর্ধন খামারটি নদী ভাঙ্গানের কারণে নেতিবাচক প্রভাব ছিল অধিক। সুতরাং বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের মতো দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরামর্শক নিয়োগ করে আলোচ্য প্রকল্পটির ন্যায় সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বিএডিসি কর্তৃক এই ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৮, ১৪.৯ ও ১৪.১০)।

১৫.২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রণীত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি financially viable নয়, কিন্তু economically viable মর্মে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এমতাবস্থায় পরামর্শ প্রতিষ্ঠান প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশের আলোকে বিএডিসি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.১১ ও ১৪.১২)।

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত **২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ** রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত "ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি" প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

(ক) প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদিঃ

১.১	প্রকল্পের নাম	ঃ	"ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি" প্রকল্প।				
১.২	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি **মন্ত্রণালয়**				
১.৩	নির্বাহী সংস্থা	ঃ	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)				
১.৪	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	জেলা	উপজেলা			সংখ্যা
			রাজশাহী	গোদাগাড়ী, তানোর, পবা, মোহনপুর, বাগমারা, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, বাঘা, চারঘাট।			০৯ টি
			চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট।			০৫ টি
			নওগাঁ	বদলগাছি, মান্দা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ, রাণীনগর, আত্রাই, মহাদেবপুর,পত্নীতলা, ধামুইরহাট, সাপাহার, পোরশা।			১১ টি
						মোট =	২৫
১.৫	বাস্তবায়নকাল	ঃ	মুল : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯।				
১.৬	প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা	ঃ	অনুমোদিত				
১.৭	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি অর্থায়নে				
১.৮	অনুমোদিত মেয়াদ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
	মূল মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	০৪/০৮/২০১৫	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯।	-	১৩৬১৬.২০	-
১.৯	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	t	ক) মালামাল সংগ্রহ পূর্বক ১০৮০টি গভীর নলকূপে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেচনালা নির্মাণ। খ) ৩০০০ জন কৃষককে সর্বশেষ আধুনিক কৃষি কৌশল ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।				
১.১০	৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ ১৩৫১০.৫২ লক্ষ টাকা বা ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।						

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর

০২। পটভূমিঃ

বরেন্দ্র এলাকায় খরাপ্রবণ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার জলবায়ু ও ভূমিরূপগত বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন। এ এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন পূর্বক শুস্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ১৫টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে প্রকল্পটির ২য় পর্যায়

গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রকল্পের আওতায় বিএমডিএ কর্তৃক বর্ণিত ৩টি জেলায় স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহ থেকে সেচের পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে নির্মিত ভূ-পরিস্থ পাকা/কাঁচা সেচনালা সমুহ দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহারের কারণে প্রায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে সেচের পানির অপচয় হচ্ছে। তাছাড়া ভূ-পরিস্থ সেচনালার কারণে অনেক আবাদী জমি ও নষ্ট হচ্ছে। বর্ণিত অবস্থায় কৃষি জমির অপচয় রোধ, সেচের পানির দক্ষ ব্যবহার এবং সেচনালার স্থায়িত্ব বিবেচনায় ভূ-পরিস্থ পাকা/কাচা সেচনালা সমূহ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার রূপান্তর করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বর্নিত সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৫-২০০০ সালে মধ্যে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় নির্মিত ১০৮০টি ভূ-উপরিস্থ পাকা/কাচা সেচনালা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রূপান্তরের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২১৬ হেক্টর জমি (যা ভূ-উপরিস্থ সেচনালা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে) চাষের আওতায় এসেছে এবং ১০৮০টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ৩২৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান পূর্বক বছরে অতিরিক্ত ৬৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৩০০০ জন কৃষক সর্বশেষ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বক সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় শস্য বহুমুখীকরণ, সুষম সারের ব্যবহার এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং মাঠে তা বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে প্রান্তিক চাষী ও দিন মজুরদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়ে দেশকে এসডিজি লক্ষ্যমাত্র অর্জনের পথে এগিয়ে নিচ্ছে।

০৩। উদ্দেশ্যঃ

ক) ১০৮০টি গভীর নলকূপে ১০৮০টি কিঃমিঃ ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করে শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ৩২৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।
খ) অতি পুরাতন ভূপরিস্থ ইটের নালা ভেঙ্গে ও কাঁচা নালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে ২১৬ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনা।
গ) প্রকল্প এলাকায় সেচের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচের পানির অপচয়রোধ করে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকরণ।
ঘ) শস্য বহুমুখীকরণের জন্য গভীর নলকূপ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন, সেচের পানি ব্যবস্থাপনা, শস্য উৎপাদন, সুষম সারের ব্যবহার ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিষয়ে ৩০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঙ) কৃষি কাজের মাধ্যমে দিন মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

(খ) প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

০৪। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ১৩৬১৬.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০৮/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটিতে মালামাল সংগ্রহ পূর্বক ১০৮০টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয় এবং সর্বশেষ উদ্ভাবিত আধুনিক কৃষি কৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে ৩০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

০৫। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তক এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি			ব্যয়		
	মুল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০১৫-১৬	১৩৭৯.০০	১৩৭৯.০০			১৩৭৯.০০			১৩৭৯.০০
২০১৬-১৭	৪৮৯০.০০	৪৮৯০.০০			৪৮৯০.০০			৪৮৮৯.৯৩
২০১৭-১৮	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৪০০.০০			৫৩৯৬.০৫
২০১৮-১৯	১৮৪৭.০০	১৮৪৭.০০			১৮৪৬.৫৭			১৮৪৫.৫৪
মোট	১৩৫১৬.০০	১৩৫১৬.০০			১৩৫১৫.৫৭			১৩৫১০.৫২

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসি আর

"ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ১৩৬১৬.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৫১০.৫২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প

ব্যয়ের ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান অবমুক্ত অব্যয়িত ৫.০৫ লক্ষ টাকা চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

০৬। ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	ev¯Ie	Avw_©K
১	কর্মকর্তাদের বেতন (৫৬ জন)	বরেন্দ্রের নিজস্ব তহবিল হতে			
২	কর্মচারীদের বেতন (১১০ জন)				
৩	ডাক	লট	০.৫০	লট	০.৫০
৪	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ	লট	৩.০০	লট	৩.০০
৫	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	লট	১০.০০	লট	১০.০০
৬	মূদ্রণ ও প্রকাশনা	লট	২.০০	লট	২.০০
৭	ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প	লট	১০.০০	লট	১০.০০
৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ	লট	১০.০০	লট	১০.০০
৯	কৃষক প্রশিক্ষণ (৩০০০ জন)	৩০০০ জন	৩৫.০০	৩০০০ জন	৩৫.০০
১০	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর (৬জন)	৬ জন	২১	৬ জন	২১
১১	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	লট	৮.০০	লট	৮.০০
১২	কম্পিউটার সামগ্রী	লট	২.০০	লট	২.০০
১৩	অন্যান্য ব্যয়	লট	৫.০০	লট	৫.০০
উপমোট (রাজস্ব) =			১০১.৫০		১০১.৫০
	সম্পদ সংগ্রহ				
১৪	জীপ (১টি চার দরজা)	৭২.০০	১টি	৬৮.০৫	লট
১৫	মাঠ সামগ্রী (লট)	৩.০০	লট	৩.০০	লট
১৬	কম্পিউটার (৫টি)	৩.৫০	৫	৩.৫০	৫
১৭(১)	ফটোকপিয়ার মেশিন (১টি)	১.৩০	১	১.৩০	১
১৭(২)	আসবাবপত্র ক্রয়	৫.০০	লট	৫.০০	লট
১৮	ইউপিভিসি পাইপ, ফিটিংস ও রাইজার ভাল্ব ক্রয়	৮২২১.৫০	১০৯৬২০০ মিঃ	৮২২০.৮০	১০৯৬২০০ মিঃ
১৯	ফিতা পাইপ ক্রয়	৮৬৪.০০	২১৬০০০ মিঃ	৮৬৪.০০	২১৬০০০ মিঃ
	নির্মাণ কাজ				
১৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	৪২৪৪.৪০	১০৮০ কিমি	৪২৪৩.৩৭	১০৮০ কিমি
উপমোট (মূলধন)=		**১৩৪১৪.৭০**			
মূল্য কন্টিজেন্সী		**১০০.০০**			**১০০%**
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন+মূল্য কন্টিজেন্সী)=		**১৩৬১৬.২০**		**১৩৫১০.৫২**	

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের **সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

০৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	কার্যকাল	দায়িত্বের ধরণ
জনাব মোঃ শহীদূর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।	পূর্ণকালীন

০৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্য বিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

(গ) প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শহীদুর রহমান, নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সমশের আলী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশল জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, মোহনপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব জিএফএম হাসনুল ইসলাম, তানোর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, পবা জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, গোদাগাড়ী-১ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিল্লুল বারী, গোদাগাড়ী-২ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, নিয়ামতপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মান্দা জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, নাচোল জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব শাহ মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করেন।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ১০৮০টি গভীর নলকূপে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১০৮০টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়। নির্মিত উক্ত সেচনালাগুলির ভিতর নিম্নবর্ণিত সেচনালাগুলি মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা	জে এল নং	দাগ নং
১।	রাজশাহী	পবা	হরিপুর	গোপালপুর-৫	৪১	২৫০৩
২।	রাজশাহী	পবা	হরিপুর	গোপালপুর-৬	৪১	১০৩
৩।	রাজশাহী	পবা	হরিপুর	হরিপুর-৬	৪০	৩১৯৭
৪।	রাজশাহী	মোহনপুর	বাকশিমইল	বিদ্যাধরপুর	১৩৬	৩২২
৫।	রাজশাহী	মোহনপুর	ধুরইল	পোল্লাকুড়ি-২	১১৪	১৩৮৮
৬।	রাজশাহী	তানোর	তানোর পৌরসভা	ধানতৈড়	১৫১	১৪৬১
৭।	রাজশাহী	তানোর	তানোর পৌরসভা	ধানতৈড়	১৫১	১২১৯
৮।	রাজশাহী	তানোর	তানোর পৌরসভা	তালন্দ	১৫৬	১৭১

৯।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	কাকড়ামারী পৌরসভা	কাকন	১৪৮	১১৮০
১০।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	কাকড়ামারী পৌরসভা	সুন্দরপুর	১১৩	৭৪৯
১১।	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	গোগ্রাম	কমলাপুর	৩৪৩	১২২৯
১২।	নওগাঁ	মান্দা	ফতেপুর	ফতেপুর	২১২	২৭২
১৩।	নওগাঁ	মান্দা	ফতেপুর	ফতেপুর	২১২	১১৩৪
১৪।	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	ভাবিচা	রাওপাড়া	২৩৩	২০৫
১৫।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	নেজামপুর	কাটাপুকুর	১৬২	২৯৩
১৬।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	নেজামপুর	বৈদ্যপুর	১৫৮	২৬৮
১৭।	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	নাচোল	দুলাহার	৫২	২৬১

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসি আর

১০.১। রাজশাহী জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

১০.১.১। উপজেলাঃ পবা, মৌজাঃ হরিপুর, জেএল নং-৪০, দাগ নং-৩১৯৭

প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহ গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ইতিপূর্বে নির্মিত অতি পুরাতন অকেজো ইটের নালার পরিবর্তে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত গভীর নলকূপের কমান্ড এরিয়াভুক্ত মাঠে আমন ধানের ক্ষেত, শিম ও অন্যান্য শাকসবজির ক্ষেত দেখা যায়। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত কৃষক (জনাব মোঃ আবু তাহের, সভাপতি (টেলিফোন নং-০১৭১৩৬১৮২০০), জনাব মোঃ সামসুজ্জামান (টেলিফোন নং-০১৭১০০১১০১৬), জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭১৫৪৪৪২৪৮৯), জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৫৪২৩৫৯), জনাব মোঃ হাসান আলী, জনাব মোঃ লাল মিয়া) ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা তৈরী হওয়ায় তাদের সেচের পানির কোন অপচয় হচ্ছে না এবং সেচ খরচ আগের তুলনায় কমে গেছে। পূর্বে স্থাপনকৃত ২০০০ ফুট ইটের নালার পরিবর্তে বর্তমানে ৩২৮০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ পাইপ নালা প্রতিস্থাপিত হওয়ায় অধিক পরিমাণ জমি সেচের আওতায় এসেছে। ইতিপূর্বে অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব না হলেও বর্তমানে উচুঁ নীচু সকল জায়গায় সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ইটের নালায় পূর্বে অনেক জমি নষ্ট হতো, বর্তমানে পাইপ নালা মাটির নীচে থাকায় জমি নষ্ট হয় না, বরং উচুঁ নীচু সকল স্থান ভেদে মাটির নীচে দিয়ে পাইপ নালা তৈরী করা হয়েছে। ফলে আগের তুলনায় অনেক জমি সেচের আওতায় এসেছে। কৃষকগণ আরো ১০০০ ফুট নালা বৃদ্ধির দাবী জানান, যাতে তারা আরো অধিক জমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ দিতে পারে।



চিত্র - ১: রাজশাহী জেলার পব উপজেলার গোপালপুর মৌজায় স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাভূক্ত চাষের জমি



চিত্র - ২: রাজশাহী জেলার পব উপজেলার গোপালপুর মৌজায় স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়

১০.১.২। উপজেলাঃ পবা, মৌজাঃ গোপালপুর, জেএল নং-৪১, দাগ নং-২৫০৩:

এ গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পরিদর্শনকালে দেখা যায় গভীর নলকূপটির বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধানের চাষ হয়েছে এবং গভীর নলকূপের নিকটবর্তী কিয়দংশ এলাকায় শাকসবজির চাষ হয়েছে। উপস্থিত কৃষকগণ ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেচনালা পেয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। তারা বলেন বর্তমানে সুনিয়ন্ত্রিত সেচের মাধ্যমে তারা বছরে তিনটি ফসল ফলাচ্ছেন এবং সেচনালা হওয়ার ফলে সেচের পানির অপচয় ছাড়াই অধিক জমিতে সেচ দিতে পারছেন। পরিদর্শনকালে বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে আউশ, আমন ধান ও অন্যান্য শাকসবজি ও ফলমুলের চাষাবাদ বৃদ্ধি করার আহ্বান জানালে কৃষকগণ এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন।

১০.১.৩। উপজেলাঃ পবা, মৌজাঃ গোপালপুর, জেএল নং-৪১, দাগ নং-১০৩:

এ গভীর নলকূপটি পরিদর্শনকালে কৃষকগণ জানান পূর্বের ইটের নালা অকেজো হওয়ায় তারা সেচাবাদ করতে পারতেন না। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ হওয়ায় তারা সেচাবাদ করতে পারছেন। সেচের পানির অপচয় না হওয়ায় তাদের সেচের খরচ পূর্বের তুলনায় কমে গেছে। বর্তমানে নালার দৈর্ঘ্য পূর্বের তুলানায় ১২৮০ ফুট বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা পূর্বের তুলনায় অধিক জমিতে সেচাবাদ করতে পারছেন। বছরে তারা কমপক্ষে তিনটি ফসল ফলাতে পারছেন। তারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য আরো বৃদ্ধি করার দাবী জানান। অন্য কয়েকজন কৃষক জানান যে, প্রায় ২০ বছর পূর্বে তাদের গভীর নলকূপে সিসি পাইপ দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মিত হয়েছিল, বর্তমানে উহা নষ্ট হয়ে সেচ কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তারা উক্ত নালার পরিবর্তে ভূ-গভর্স্থ ইউপিভিসি সেচনালা নির্মাণের দাবী জানান।

১০.১.৪। উপজেলাঃ মোহনপুর, মৌজাঃ বিদ্যাধরপুর, জেএল নং-১৩৬, দাগ নং-৩২২:

পরিদর্শনকালে উপস্থিত কৃষকগণ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তারা জানান বর্তমানে স্কীমের আওতায় প্রায় ১৫০ বিঘা ধান, ৫০/৬০ বিঘা জমিতে আলু, অন্যান্য সবজি ও পান চাষ হচ্ছে। এতে প্রায় ১১০-১১৫ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। তারা জানান বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে আউশ ধান, আমন ধান ও শাক সবজি ও পান আবাদের দিকে তারা অধিক মনোযোগ দিচ্ছেন। এ সকল ফসল উৎপাদন ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে উচুঁ নীচু জমিতে তারা সহজেই কম খরচে ফসলে সেচ দিতে পারছেন।

১০.১.৫। উপজেলাঃ মোহনপুর, মৌজাঃ পোল্লাকুড়ি, জেএল নং-১২৪, দাগ নং-১৩৮৮:

পরিদর্শনকালে এই স্কীমের কৃষকগণ তাদের গভীর নলকূপে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা জানান বর্তমানে প্রায় ১৬০ জন কৃষক এই গভীর নলকূপের আওতায় ১৫০ বিঘা জমিতে বোরো ধান, ১২০ বিঘা জমিতে আলু, ৪০ বিঘা জমিতে পটল, বেগুন, শিম, ফুল কপি, বাঁধা কপি ইত্যাদি সবজি ও পান, ১৫০ বিঘা জমিতে আউশ ধানের চাষাবাদ করেন। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে উচুঁ নীচু সকল জমিতে তারা পানির অপচয় ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সেচ দিতে পারেন। তারা কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

১০.১.৬। উপজেলাঃ তানোর, মৌজাঃ ধানতৈড়, জেএল নং-১৫১, দাগ নং-১৪৬১:

পরিদর্শনকালে কৃষকগণ জানান তারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে অনেক উপকৃত হয়েছেন। বর্তমানে তারা পূর্বের তুলনায় কম খরচে পানির কোন অপচয় ছাড়াই সকল উচুঁ নীচু জমিতে সেচ দিতে পারছেন। বর্তমানে তারা এই স্কীমে ১৫০ বিঘা জমিতে বোরো ধান, ১২০ বিঘা জমিতে আলু, পটল, বেগুন, শিম ইত্যাদি সবজি, ৪০ বিঘা জমিতে আউশ ধান আবাদি করেন। কৃষকের সংখ্যা প্রায় ১৬০ জন।

১০.১.৭। উপজেলাঃ তানোর, মৌজাঃ ধানতৈড়, জেএল নং-১৫১, দাগ নং-৬৩৭:

পরিদর্শনকালে উপস্থিত কৃষকগণ জানান বর্তমানে তারা ১৪০ বিঘা জমিতে আমন ধান ও ৫ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করছেন। এই স্কীমে তারা ১৪০ বিঘা জমিতে বোরো ধান এবং ১৪০ বিঘা জমিতে আলুর আবাদ করেন। ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেচনালা পেয়ে কৃষকগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। উচু নীচু সকল জমিতে পূর্বের তুলনায় কম খরচে তারা সেচ দিতে পারছেন বলে জানান।

প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ফসলের উৎপাদন বিষয়ের সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সরেজমিনে খোঁজ খবর নিচ্ছেন বলে তারা জানান।

১০.১.৮। উপজেলাঃ তানোর, মৌজাঃ তালন্দ, জেএল নং-১৫৬, দাগ নং-১৭১:

পরিদর্শনকালে উপস্থিত কৃষকগণ জানান বর্তমানে ১৭০ বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষাবদ হচ্ছে। ১৭০ বিঘা জমিতে বোরো ধান, ২০ বিঘা জমিতে আলু ও অন্যান্য শাক সব্জিআবাদ হয়। তারা ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে অনেক খুশী। উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে অনেকে জানান তাদের গভীর নলকূপের বর্তমান দৈর্ঘ্য ৬১০ মিটার। ঐ সমস্ত গভীর নলকূপের সেচনালার দৈর্ঘ্য আরো বৃদ্ধি করলে কম খরচে অধিক জমিতে সেচাবাদ করা সম্ভব হবে। কাচা নালায় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হবে না বিধায় সেচের পানির অপচয় হবে না এবং কম খরচে সেচ প্রদান করা যাবে বিধায় উৎপাদন খরচ কম হবে বলে জানায়।

১০.১.৯। উপজেলাঃ গোদাগাড়ী, মৌজাঃ কাঁকন, জেএল নং-১৪৮, দাগ নং-১১৮০:

পরিদর্শনকালে কৃষকগণ (জনাব মোঃ সাব্বির হাসেন, জনাব মোঃ বিপ্লব মিয়া (টেলিফোন নং-০১৬৩৯৫৪৫৭৫৬০), জনাব মোঃ মামুন হোসেন (টেলিফোন নং-০১৯১৩৮৫০৫০৭) জানান ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন। বর্তমানে তাদের উচুঁ নীচু জমিতে সেচের পানির অপচয় ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে কম খরচে চাষাবাদ করতে পারছেন। বর্তমানে তাদের স্কীমে ১৬০ বিঘা আমন ধান, ৫ বিঘা মাণ্টা, ২৫ বিঘা আম ও ৩০ বিঘা পেয়ারার বাগান রয়েছে। আরো ২০ বিঘা জমিতে বেগুন, করল্লা ইত্যাদি শাক সবজি চাষ হচ্ছে। এই স্কীমে ৮৫ জন কৃষক হচ্ছেন মর্মে পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী কৃষকেরা জানায়।

১০.১.১০। উপজেলাঃ গোদাগাড়ী, মৌজাঃ সুন্দরপুর, জেএল নং-১১৩, দাগ নং-৭৪৯:

বর্তমানে এ স্কীমে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে মাঠে দেখা যায় প্রায় ১৪০ বিঘা আমন ধান, ৩০ বিঘা পেয়ারা, ১ বিঘা মাল্টার চাষ হয়েছে। সুবিধাভোগী কৃষকগণ জানায় যে, গোদাগাড়ীর বরেন্দ্র এলাকায় আগে সেচের অভাবে শুধুমাত্র অমন ধান হত। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ফলে সারা বছর বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করা যায়। এমনকি বরেন্দ্র এলাকায় বর্তমানে অনেকে ফলের বাগানও করেছে। সুষ্ঠভাবে চাষাবাদ করতে পেরে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১০.২। নওগাঁ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

১০.২.১। উপজেলাঃ মান্দা, মৌজাঃ ফতেপুর, জেএল নং-২১২, দাগ নং-২৭২ :

১৯৮৬ সালে বিএডিসি কর্তৃক এ সাইটে একটি গভীর নলকূপ (ডিজেল চালিত ভার্টিক্যাল ইঞ্জিন) স্থাপন করা হয়। ১৯৮৮ সালে ১ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয় যা বর্তমানে চালু রয়েছে। গভীর নলকূপ স্থাপনের পূর্বে একটি ফসল (আমন) করা যেত। বর্তমানে ৩টি ফসল/সবজি আবাদ করা হয়। ২০০৬ সালে স্থাপিত প্রি-পেইড মিটার কার্ডের মাধ্যমে সেচের ব্যয় মেটানো হচ্ছে। ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ও আনুসংঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নির্দিষ্ট জমিতে সেচের পানি পৌছানো সম্ভব হচ্ছে এবং সেচের পানির অপচয়রোধ হয়েছে। এতে কৃষকের সেচ খরচ পূর্বের তুলনায় কম হচ্ছে। আমন, আলু, বোরো আবাদ করা হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পূর্বে সেচের খরচ ছিল বিঘা প্রতি ১০০০০.০০-১২০০.০০ টাকা বর্তমানে যা ৮০০.০০-৯০০.০০ টাকায় হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প থেকে ২০০ মিটার ফিতা পাইপ দেয়া হয়েছে, যা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার আউট লেটের সাথে সংযোগের মাধ্যমে অতিরিক্ত জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

১০.২.২। উপজেলাঃ মান্দা, মৌজাঃ ভারশো, জেএল নং-২১২, দাগ নং-১১৩৪:

১৯৮৮ সালে এ সাইটে টারবাইন ভার্টিক্যাল ডিজেল চালিত গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২ কিউসেক সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয়। ২০০২-০৩ সালে গভীর নলকূপে বিদ্যুতায়িত করা হয়। ২০১২ সাল থেকে প্রি-পেইড মিটারের সাহায্যে সেচের বিল প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে প্রকল্পের আওতায় এ গভীর নলকূপের সাথে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা

ও আনুসংঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ফলে সেচের খরচ কমেছে। প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ২০০ মিটার ফিতা পাইপের সাহায্যে অতিরিক্ত জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।



চিত্র - ৩: নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা


চিত্র - ৪: নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়

১০.২.৩। উপজেলাঃ নিয়ামতপুর, মৌজাঃ রাওতাড়া, জেএল নং-২৩৩, দাগ নং-২০৪:

এই গভীর নলকূপে ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে উপস্থিত কৃষকগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা জানান বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে সেচাবাদ করতে পারছেন। মাঠে বর্তমানে ১৫০ বিঘা জমিতে আমন ধান ১০ বিঘা জমিতে নানারকম শাক সবজি চাষাবাদ দেখা যায়। কৃষকগণ জানান তারা বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে দিয়ে আউশ ও আমন ধানের আবাদ করতে আগ্রহী কারণ এই ধান দুটিতে সেচের পরিমাণ কম লাগে। তারা আমন ধানের উন্নত বীজ সরবরাহেরও দাবী জানান। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাদের উন্নত বীজ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তারা যে সব গভীর নলকূপে ২০০০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে সেগুলিতে আরো সেচনালা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

১০.৩। চাঁপাই নবাবগঞ্জ কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

১০.৩.১। উপজেলাঃ নাচোল, মৌজাঃ কাটাপুকুর, জেএল নং-১৬২, দাগ নং-২৯৩:

এই স্কীমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১০০০ মিটার বা ৩২৮০ ফুট ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়। সেচনালা নির্মাণের ফলে গভীর নলকূপের কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উপস্থিত কৃষকগণ জানান। তারা জানান সেচনালা নির্মাণের পূর্বে উক্ত গণকূতে আউশ ৩.০০ হেক্টর, আমন ৮.০০ হেক্টর এবং বোরো ও অন্যান্য (রবি ফসল) ১৪.০০ হেক্টর আবাদ হতো। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পরে আউশ ১১.০০ হেক্টর, আমন ২৭.০০ হেক্টর, বোরো ও অন্যান্য (রবি ফসল) ২৫.০০ হেক্টর জমিতে আবাদ হচ্ছে। উক্ত ফসল সমূহ চাষাবাদের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩৬%, ৩৩% ও ১৮%। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা হওয়ায় ঠাঁঠাঁ বরেন্দ্রের উচুঁ নীচু মাটিতে সহজেই সেচ দিতে পারছে এবং সেচ খরচ পূর্বের তুলনায় কম হচ্ছে ফলে কৃষকগণ অভিমত প্রকাশ করেন।



চিত্র - ৫: চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার বৈদ্যপুর গ্রামে স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা



চিত্র - ৬: চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার বৈদ্যপুর গ্রামের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দের সাথে মত বিনিময়

১০.৩.২। উপজেলাঃ নাচোল, মৌজাঃ বৈদ্যপুর, জেএল নং-১৫৮, দাগ নং-২৬৮:

এই স্কীমের সেচনালাটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নির্মিত হয়। দৈর্ঘ্য ৩২৮০ ফুট। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত কৃষকবৃন্দ (জনাব মোঃ বজলুর রহমান, জনাব মোঃ মোসাহাক হোসেন, জনাব মোঃ নাহিদুল ইসলাম, জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম) জানান সেচনালা নির্মাণের পূর্বে আউশ ৪.০০ হেক্টর, আমন ১০ হেক্টর, বোরো ও অন্যান্য (রবি ফসল) ১৬.০০ হেক্টর আবাদ হতো। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পরে আউশ ১২ হেক্টর, আমন ২৫ হেক্টর, বোরো ও অন্যান্য (রবি ফসল) ২২ হেক্টর আবাদ হচ্ছে। আবাদ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩৩%, ৪০% ও ৭২%। কৃষকগণ জানান ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পেয়ে তারা বরেন্দ্রের উচু নীচু জমিতে সহজেই সেচ দিতে পারছেন। সেচের পানির কোনরূপ অপচয় হচ্ছে না। ফলে খরচ কম হচ্ছে। মূল্যবান পানি সম্পদ সুরক্ষিত থাকছে। কৃষকগণ তাদের যে সব গভীর নলকূপের সেচনালার দৈর্ঘ্য ২০০০ ফুট সেগুলিতে সেচনালা বৃদ্ধির দাবী জানান।

(ঘ) প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যাদিঃ

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয়রোধ করা হচ্ছে।	ক) ১০৮০টি গভীর নলকূপে ১০৮০টি কিঃমিঃ ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করে শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ৩২৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এবং সেচের পানির অপচয়রোধ করা হচ্ছে।
খ) ভূ-উপরিস্থ সেচনালা অপসারণ পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে চাষাবাদযোগ্য জমি রক্ষা করা।	খ) অতি পুরাতন ভূপরিস্থ ইটের নালা ভেঙ্গে ও কাঁচা নালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে ২১৬ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে।
গ) সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচের পানির অপচয়রোধ করা।	গ) প্রকল্প এলাকায় সেচের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচের পানির অপচয়রোধ করে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা হয়েছে।
ঘ) সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে সর্বাধুনিক কৃষি কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	ঘ) শস্য বহুমুখীকরণের জন্য গভীর নলকূপ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন, সেচের পানি ব্যবস্থাপনা, শস্য উৎপাদন, সুষম সারের ব্যবহার ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিষয়ে ৩০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঙ) শস্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা।	ঙ) ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শস্যবহুমুখীকরণ করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
চ) কৃষি কাজের মাধ্যমে দিন মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।	চ) সামগ্রীক কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দিন মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৩। অডিটঃ (পিসিআরএর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে)

১৩.১। অভ্যন্তরীণ অডিট

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/ আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
বছরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার	পরিদর্শনের ঠিক পরে	বড় কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি।	নিস্পত্তি হয়েছে।

১৩.২। এক্সটারনাল অডিট (এজি অফিস হতে বাণিজ্যিক অডিট)

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
২০১৫-২০১৬	০১/০৩/২০১৭	কিছু ছোট খাট আপত্তি উত্থপিত হয়েছে। বড় কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।	কিছু আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে। কিছু আপত্তি নিস্পত্তি হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২০১৬-২০১৭	১৭/০৭/২০১৮		
২০১৭-২০১৮	৩০/০৪/২০১৯		
২০১৮-১৯			

১৪। **কৃষকদের সাথে** মতাবিনিময়ঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্প এলাকার (রাজশাহী, নওগাঁর ও চাপাইনবাবগঞ্জ) সুবিধাভোগী কৃষকদের (জনাব মোঃ আবু তাহের, সভাপতি (টেলিফোন নং-০১৭১৩৬১৮২০০), জনাব মোঃ সামসুজ্জামান (টেলিফোন নং-০১৭১০০১১০১৬), জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭১৫৪৪৪২৪৮৯), জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৫৪২৩৫৯), জনাব মোঃ হাসান আলী, জনাব মোঃ লাল মিয়া, জনাব মোঃ বজলুর রহমান, জনাব মোঃ মোসাহাক হোসেন, জনাব মোঃ নাহিদুল ইসলাম, জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম) সাথে মতবিনিময়কালে কৃষকবৃন্দ জানান যে, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) দীর্ঘ প্রায় ৩৪ বছর যাবত প্রকল্প এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। বিএমডিএ সেচ কাজের পাশাপাশি গ্রামীণ সড়ক, বৃক্ষরোপণ, পুকুর ও খাল পুনঃ খনন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুর্তপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বিএমডিএ -এর আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১০৮০টি গভীর নলকূপে প্রতিটিতে ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালা নির্মিত হয়েছে। উক্ত সেচনালা নির্মাণের পরেও অনেক গভীর নলকূপ রয়েছে; যে গুলিতে ৬১০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা রয়েছে। ঐ সমস্ত গভীর নলকূপের সেচনালার দৈর্ঘ্য আরো বৃদ্ধির জন্য কৃষকেরা দাবী জানান। এছাড়া রাজশাহী অন্চলের বিস্তির্ণ চর এলাকায় বিদুযৎ সংযোগ না থাকায় সেচকার্যক্রম বিঘ্নিত হয় বিধায় সোলার প্যানেল স্থাপনপূর্বক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ জানায়। বরেন্দ্র এলাকার সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুনগত মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, উৎপাদিত ফসল পরিবহণের সুবিধার্থে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, খাল-পুকুর খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমেও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বিএমডিএ -এর কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

(ঙ) <u>আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ</u>

১৫১। প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয়ে (১৩৬১৬.২০ লক্ষ টাকা) এবং নির্ধারিত মেয়াদে (জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৯) মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং কৃষি মন্ত্রণালয় তথা বিএমডিএ এর তত্বাবধানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে **(অনুচ্ছেদ ১.৫, ১.৮, ১.১০, ৫, ৬);**

১৫.২। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সেচনালার দৈর্ঘ্য ২০০০ ফুট; যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ নয় বিধায় সেচনালার বর্হিভূত এলাকায় অনেক কৃষক কাঁচানালা নির্মাণ করে সেচ প্রদান করে থাকে। ফলে পানির অনেক অপচয় হয় ও সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় কৃষকেরা সেচনালার দৈর্ঘ্য আরও অন্ততঃ ১০০০ ফুট বৃদ্ধির অনুরোধ জানায়। খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক বাস্তব সম্মতভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.৩। বরেন্দ্র এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ কৃষক বোরো ধান চাষ করে থাকে। বোরো ধান চাষে অনেক বেশী পরিমাণে সেচের প্রয়োজন হয় ও সেচ খরচও বৃদ্ধি পায়। পানির অপচয় ও খরচ হ্রাস কল্পে কম পানির প্রয়োজন এমন ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে বিএমডিএ' এর কর্মকর্তাদের আরো জোরদার ভূমিকা পালন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.৪। রাজশাহী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ চর এলাকা এখনও বিএমডিএ এর সেচ কার্যক্রমের বাইরে রয়েছে। সোলার প্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে চর এলাকায় সেচসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএমডিএ এর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে চলমান অন্য কোন প্রকল্প বা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে অনুরুপ কার্যক্রম অব্যহত রাখা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১০.২, ১০.৩, ১৪);

১৫.৫। সেচের পানির নিরবচ্ছিন্ন ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন গভীর নলকূপের পাম্প, সেচনালা ও কূপের অন্যান্য কারিগরী ও যান্ত্রিক বিষয়সমূহ নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষাকার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে এবং পূর্বক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১০.২, ১০.৩);

১৫.৬। প্রকল্পের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিটে উত্থাপিত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.২); এবং

১৫.৭। অনুচ্ছেদ ১৫.১. ১৫.৬ এ বর্ণিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

৪। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মান্দা, রাণীনগর, আত্রাই, পত্নীতলা এবং ধামুইরহাট

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৯১২.৫০ ৭৯১২.৫০ -	৭৯১২.৫০ ৭৯১২.৫০ -	৭৯১২.৫০	০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯	০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯	০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯	-	প্রযোজ্য নয়

৬। পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৬.১। প্রকল্পের পটভূমি:

৬.১.১ প্রকল্প এলাকায় একধিক নদী যেমন আত্রাই, ছোট যমুনা ইত্যাদি প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে এই সকল নদীতে ও নদীর শাখা প্রশাখায় প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়। এই সমস্ত পানি খাল/খাড়ীর মাধ্যমে ক্রমশঃ নীচু এলাকায় এসে জমা হয়। স্থানীয়ভাবে এইগুলিকে বিল বলা হয়। প্রকল্প এলাকায় উল্লেখিত নদী বেষ্টিত এরূপ একাধিক বিল যেমন-বিল মনসুর, বিল পাকুড়িয়া, বিল বারোমাসিয়া, নলামারা, ঘুকশী, টেপা বিল ইত্যাদি আছে এবং এই সকল বিলের প্রতিটির সাথে একাধিক সংযোগ খাল/খাড়ী রয়েছে। সময়ের বিবর্তনে সংস্কারের অভাবে এই সকল খাল/খাড়ীসমূহে মাটি/পলি পড়ে ভরাট হয়ে অনেকাংশেই মজে গিয়েছে। ফলে এই সকল খালে পানি ধারণ ক্ষমতা যেমন একেবারেই নাই, পাশাপাশি পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও কোন কার্যকরী ভূমিকা নাই। অনেক ক্ষেত্রে খালের কোন কোন অংশ আবার ভূমির সমতলের সাথে আবার এক হয়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদীর অতিরিক্ত পানি উজানের খাল/খাড়ীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার এই সকল বিলে এসে জমা হয়। পরবর্তীতে উক্ত পানি সংযোগকৃত এই সকল খাল/খাড়ীর মাধ্যমে নিষ্কাষিত হতে না পারার কারণে বিলসহ আশে পাশের অনেক অংশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জলমগ্ন থাকে।

৬.১.২ প্রকল্প এলাকায় ১৪ একরের একটি জলাশয়, নওগাঁ জেলার আত্রাই ও ছোট যমুনা নদীর সাথে সংযুক্ত আছে ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাস খাল/খাড়ী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সকল খাল/খাড়ীসমূহ একদা চওড়া ও গভীর ছিল, যা সংস্কারের অভাবে বর্তমানে ভরে প্রায় মজে গিয়ে এর পানি ধারণ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এই কারণে এই এলাকায় জলাবদ্ধতা বর্তমানে একটি বিরাট সমস্যা। প্রকল্প এলাকার এইরূপ প্রায় ১৬৩৫০ হেক্টর জমি জলমগ্ন আছে যেখানে বছরে শুধুমাত্র ১টি ফসল (বোরো

আবাদ) ছাড়া বর্তমানে অন্য কোন শস্য উৎপাদন করা যায় না। তাও আবার কোন সময়ে আগাম বৃষ্টিপাত হলে ঐ একটি ফসলও নষ্ট হয়ে যায়। প্রকল্প এলাকার বিল সংলগ্ন এই সকল অংশের সংযোগ খাল/খাড়ীসমূহ সংস্কার/পুনঃ খননের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করে ১৬৩৫০ হেক্টর জমিতে বছরে অন্ততপক্ষে ২টি ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব।

৬.১.৩ উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে নওগাঁ জেলার ৬টি উপজেলার একাধিক খাল ও বিলের খনন কাজ প্রস্তাব করে আলোচ্য প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়। নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ নামক এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১১/০৮/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৬.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি অনুযায়ী):

- প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা;
- এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তর করা;
- ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃ খনন, ১৪ একরের জলাশয় সৃষ্টি এবং ১৩টি ক্রসড্যাম নির্মাণ;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৬৩৫০ হেক্টর জমিতে বোরো, আমন ও রবিশস্য চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ৬০৫০০ মেঃ টন ফসল উৎপাদন করা;
- ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস করা;
- খালের পাড়ে ০.৩০ লক্ষ বনজ ফলদ বৃক্ষরোপন করে পরিবেশের ভারসাম্য আনয়নে সহায়তা করা;
- খাল পুনঃ খনন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৭.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

(ক) ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখনন;

(খ) ১৪ একরের জলাশয় সৃষ্টি;

(গ) ১৩টি ক্রসড্যাম নির্মাণ;

(ঘ) ০.৩০ লক্ষ বৃক্ষরোপন (বনজ ও ফলদ);

৮। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, পিসিআর এর ভিত্তিতে): পরিশিষ্ট-ক

৯। বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৫-১৬	১৫০০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০
২০১৬-১৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৯.৯১
২০১৭-১৮	২৫০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০
২০১৮-১৯	১৪১২.৫০	১২৯৭.০০	১২৯৭.০০	১২৯৪.৬৯
মোট	৭৯১২.৫০	৭৮৯৭.০০	৭৮৯৭.০০ (১০০%)	৭৮৯৪.৬০ (৯৯.৯৬%)

১০. ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা : ২৭ টি।

খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য : (লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
২০১৫-১৬ (১ম বছর)					
পণ্য (৩টি)	০৫/০১/১৬ ও ৩.০০	১২/০১/১৬ ও ৩.০০	২৭/০১/১৬	২৫/০১/১৬	--
কার্য (২টি) (একাধিক লট)	১৪/১২/১৫ ও ১০৯৪.০০	১৫/০২/১৬ হতে ২৮/০২/১৬ পর্যন্ত ও ১০৯৪.০০	৩০/০৬/১৬	২৬/০৬/১৬	--
২০১৬-১৭ (২য় বছর)					
পণ্য (৫টি)	০২/১০/১৬ ও ১৪.৫০	০৯/১০/১৬ ও ১৪.৫০	২৪/১০/১৬	২২/১০/১৬	--
কার্য (৪টি) (একাধিক লট)	৩০/০৮/১৬ ও ২৪৭০.৫০ (ইজিপি)	০১/১১/১৭ হতে ২০/১১/১৭ পর্যন্ত ও ২৪৭০.৫০	৩০/০৬/১৭	২২/০৬/১৭	--
২০১৭-১৮ (৩য় বছর)					
পণ্য (৪টি)	১৮/১০/১৭ ও ১৮.৫০	০৭/১২/১৭ ও ১৮.৫০	২২/১২/১৭	১৯/১২/১৭	--
কার্য (৪টি) (একাধিক লট)	০৬/০৭/১৭ ও ২৯৬০.৫০ (ইজিপি)	১০/০৯/১৭ হতে ২৮/০৯/১৭ পর্যন্ত ও ২৯৬০.৫০	৩০/০৬/১৮	২৪/০৬/১৮	--
২০১৮-১৯ (৪র্থ বছর)					
পণ্য (৩টি)	০৬/০৬/১৮ ও ৭১.০০	২৫/০৭/১৮ ও ৭১.০০	২৪/০৮/১৮	০৪/১০/১৮	--
কার্য (২টি) (একাধিক লট)	০৬/০৭/১৮ ও ১২২১.০০ (ইজিপি)	০৫/০৯/১৮ হতে ২০/০৯/১৮ পর্যন্ত ও ১২২১.০০	৩০/০৬/১৯	--	--

সূত্রঃ প্রকল্প দপ্তর, নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালক-এর নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
এ. টি. এম মাহফুজুর রহমান	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, রাজশাহী ও নির্বাহী প্রকৌশলী	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	পূর্ণকালীন (নিয়মিত)	না	-

১২। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;

- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও বিএমডিএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময়।

১৩। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	**অর্জন**
(ক) প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা;	(ক) প্রকল্পের আওতায় খাল খননের মাধ্যমে বিল এলাকার পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে।
(খ) এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তর করা;	(খ) প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ফলে প্রধানত দুটি ফসল (আমন/আউশ এবং বোরো) এবং কোন কোন সময়ে ০৩টি ফসল (রবি শস্য) চাষ করা সম্ভব হয়েছে।
(গ) ৯২.২০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃ খনন, ১৪ একরের জলাশয় সৃষ্টি এবং ১৩টি ক্রসড্যাম নির্মাণ;	(গ) ৯২.২০ কিঃমিঃ খাস খাল/খাড়ি পুনঃ খনন এবং ১৪ একর বিল পুনঃ খননের মাধ্যমে পানির সংরক্ষণাগার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া খননকৃত খালে পানি ধরে রাখার মাধ্যমে সেচ প্রদানের জন্য খালগুলোর সুনির্দিষ্ট স্থানে ১৩টি সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত এই পানি ব্যবহার এর কারণে ফসলের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
(ঘ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৬৩৫০ হেক্টর জমিতে বোরো, আমন ও রবিশস্য চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ৬০৫০০ মেঃ টন ফসল উৎপাদন করা;	(ঘ) প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অতিরিক্ত ১৬০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত এবং প্রায় ৬০০০ মেঃ টন শস্য (আমন/আউশ এবং বোরো, রবি) উৎপাদিত হয়েছে।
(ঙ) ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস করা;	(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খননকৃত খাল/খাড়ি ইত্যাদিতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। সংরক্ষিত এই পানি প্রধানতঃ আমন/বোরো শস্যের সেচ কার্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমছে।
(চ) খালের পাড়ে ০.৩০ লক্ষ বনজ ফলদ বৃক্ষরোপন করে পরিবেশের ভারসাম্য আনয়নে সহায়তা করা;	(চ) খননকৃত খাল/খাড়ি/বিল এর পাড়ে ৩০ হাজার বনজ, ফলদ বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। এটি প্রকল্প এলাকার বনায়নে সাহায্য করেছে।
(ছ) খাল পুনঃ খনন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	(ছ) প্রকল্প চলাকালীন খাল খনন কার্যক্রমে অনেক শ্রমিক অংশহগ্রহণ করেছেন। উক্ত সময়ে স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৪। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীসমূহ পরিদর্শনের জন্য আইএমইডির পক্ষ হতে নওগাঁ জেলার আত্রাই, রাণীনগর, ধামুইরহাট ও পত্নীতলা উপজেলায় গত ২৫/০৭/২০১৯ তারিখ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও বিএমডিএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.২ আত্রাই উপজেলার ক্ষিদ্রকালিকাপুর নামক স্থানে পুনঃ খননকৃত নলামারা খালটি পরিদর্শন করা হয়। এই খালটি আত্রাই উপজেলার ছোট যমুনা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে আত্রাই নদীতে পড়েছে। প্রকল্পের আওতায় আত্রাই উপজেলায় এই খালটির ৫ কিঃমিঃ খনন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, খালটি গড় প্রস্থ (উপরিতল) ৩০/৩৩/৩৬ মিটার, নীচে ২০/২২/২৪ মিটার এবং ৩.৫০/৪.৫০/৫.০০ মিটার গড় গভীরতায় খনন করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খননকৃত এই খাল হতে শুষ্ক মৌসুমে কৃষকদের লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকগণ জানান খালটি মজে (ভরাট) হয়ে যাওয়ায় এই এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্ট হতো। খালটি পুনঃ খননের ফলে জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং বিগত দুই বছর যাবৎ শুষ্ক মৌসুমে এলএলপি এর মাধ্যমে তারা পানি উত্তোলন করে চাষাবাদ করতে পারছেন।



ভূ-পরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম, নলামারা খাল, আত্রাই উপজেলা



খননকৃত ঘুকশি খাল, ধামুইরহাট উপজেলা

১৪.৩ রানীনগর উপজেলার মিরাট ইউনিয়নে এই নলামারা খালের ৩নং স্লুইস গেট হতে পলাশবাড়ী অভিমুখী খালের গেট সংলগ্ন অংশের খনন কাজ পরিদর্শন করা হয়। বিএমডিএ'র সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, রানীনগরে এই খালটির সর্বমোট (১৪.৫০+২.৫০)=১৭ কিঃমিঃ খনন করা হয়েছে। খালটি উপরিতলে গড় প্রস্থ ৪৫/৩০/৩৩ মিটার, নীচে গড় প্রস্থ ২৯/২৪/২৬ মিটার এবং ৫.৩৯/৩.৫০/৪.৮৪ মিটার গড় গভীরতায় খনন করা হয়। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এই খালটি একাধিক বিলের সাথে সংযুক্ত থাকায় পুনঃ খননের পর পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হচ্ছে। তবে শুষ্ক মৌসুমে খালের কোন কোন অংশে পানির পরিমাণ খুব কমে যায় বলে তারা অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, মৌসুমে খালের আপ স্ট্রীমে মাটির বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার কারণে খালের ডাউন স্ট্রীমে পানি কম থাকে।



খননকৃত ২ নং স্লুইচগেট খাল, রাণীনগর উপেজেলা

১৪.৪ রানীনগর উপজেলায় ২নং স্লুইস গেট হতে পলাশবাড়ী অভিমুখী নলমারা খালের খননকৃত অংশ দেখা হলো। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই স্থানের উপরিতলে গড় প্রস্থ ৬০/৪৮/৩০/৩২ মিটার, নীচে গড় প্রস্থ ২০/২২/২৪ মিটার এবং ৫.১৫/৪.৭০/৩.৫/৩.০ মিটার পরিমাপে খালটি পুনঃ খনন করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, খননকৃত খালের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশিত হয়ে আত্রাই নদীতে পতিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, রানীনগরের এই ১৭ কিঃমিঃ পুনঃ খননের ফলে প্রায় ২৮০০ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। স্থানীয় কৃষকগণের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এই খাল খননের ফলে তারা আমন ও বোরো ধানের চাষাবাদ করতে পারছেন। তারা রানীনগর উপজেলার আরো কিছু ছোট ছোট বিল/জলাশয় এবং ছোট খাল খননের অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই সকল খালে স্থাপিত এলএলপি স্কীমের সাহায্যে চাষাবাদের আওতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বরেন্দ্র এলাকায় সেচ চার্জ আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।



খননকৃত ঘুকশী খালে নির্মিত ফুটওভার ব্রীজ, ধামুইরহাট উপজেলা

১৪.৫ ধামুইরহাট উপজেলায় পুনঃ খননকৃত ঘুকশি খালটি পরিদর্শন করা হয়। জানা যায় যে, ভারত থেকে উৎপন্ন হয়ে ঘুকশি খাল বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ধামুইরহাট ও পত্নীতলা উপজেলার উপর দিয়ে ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুকশি খালের ১৫.৫০ কিঃমিঃ খনন করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, খালের মাটি খননের পর খালটি উপরিতলে গড় প্রস্থ ২৪ মিঃ, নীচে গড় প্রস্থ ১৬.৫০ মিঃ এবং গভীরতায় ছিল গড়ে ৩.৫০ মিঃ। পরিদর্শনকালে খালে অনেক পানি থাকায় মেপে দেখা সম্ভব হয়নি। তবে খালের পাড় ভেঙ্গে যাওয়া জনিত কোন সমস্যা দেখা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা/উপকারভোগীরা জানান, খাল খননের পূর্বে বর্ষা মৌসুমে উজান (ভারত) থেকে পানি এসে খাল সংলগ্ন এলাকা ডুবে যেতো এবং জলাবদ্ধতা তৈরি হতো। খাল খননের পর পূর্বের তুলনায় পানি তাড়াতাড়ি নেমে যায়। ফলে তারা এখন আমন ধান চাষ করতে পারছেন। তবে তারা এই খালের সাথে সংযুক্ত আরো কিছু খাল খননের জন্য অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান, এই এলাকার সকল অংশে আমন ধান চাষ করা হয়না তবে খাল খননের পর আমন চাষ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।



খননকৃত ৩ নং স্লুইচগেট খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ, রাণীনগর উপেজেলা

১৪.৬ ধামুইরহাট উপজেলার ঘুকশি খালের গোকুল নামক স্থানে চেইনেজ ৬+৫০০ নির্মিত সাবমার্জড ওয়্যারটি পরিদর্শন করা হয়। সাবমার্জড ওয়্যার মূলতঃ খালের উপর আড়াআড়ি ভাবে তৈরি একটি অবকাঠামো যেটি উপর দিকে ব্রিজ হিসেবে কাজ করে এবং এর নীচের দিকে নির্মিত অবকাঠামোর সাহায্যে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পানি আটকে রাখা যায়। এটিকে অনেক সময় ক্রস ড্যাম হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বর্ষাকালে এই সাবমার্জড ওয়্যার এর নীচ দিয়ে খালে ছোট নৌকাও চলাচল করতে পারে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঘুকশী খালের উজানে নির্মিত ২৩ মিটার দীর্ঘ এই সাবমার্জড ওয়্যার এর মাধ্যমে বর্ষাকালে খাল দিয়ে প্রবাহিত অতিরিক্ত পানির কিছু অংশ আটকে রেখে শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ জানান উক্ত অঞ্চলে খালের ওপর রাস্তা/ব্রিজ না থাকায় উৎপাদিত ফসল পরিবহনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এই সাবমার্জড ওয়্যারটি ব্রিজ হিসেবে কাজ করায় এটি তাদের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে এসেছে।

১৪.৭ পত্নীতলা উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চকনন্দন গ্রামে টেপাবিল ও খাল খনন এর কাজ পরিদর্শন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় টেপাবিলের ১৪ একর এবং বিল এর সাথে সংযুক্ত টেপা খালের ৩.২০ কিঃ মিঃ খনন করা হয়। এই টেপা খালটি উজানে আত্রাই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, ভারত হতে আগত পানিতে টেপা বিল সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। ফলে এই এলাকায় বোরো ব্যতীত অন্য কোন মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না।



খননকৃত টেপাবিল/জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ, পত্নীতলা উপজেলা

১৪.৮ এই খাল খননের বিল পার্শ্ববর্তী প্রায় ১০০ হেক্টর একর এলাকা চাষাবাদের আওতায় এসেছে। দেখা যায় যে, খাল খনন করে টেপা বিলের চারপাশ উঁচু করা হয়েছে এবং প্রচুর পানি রয়েছে। বিলের দুই পাশে নির্মিত ০২টি গেট ভাল্ব এর সাহায্যে বর্ষাকালে বিলের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও শুষ্ক মৌসুমে পানি আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিলটির একপাশে ২ কিউসেক সৌর চালিত মোটর পাম্প এর সাহায্যে পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেচের জন্য পানি সরবরাহ করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ জানান এই বিল খননের ফলে বর্ষা মৌসুমে যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো তা নিরসন হয়েছে এবং একই সাথে বোরো মৌসুমে এই বিলের পানি হতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, সোলার পাম্পটি অপর একটি প্রকল্পের অর্থায়নে স্থাপন করা হয়েছে। দেখা যায় যে, পুনঃ খননকৃত বিলের পাড় ভেঙ্গে যাওয়া রোধ করতে পাড়ে নিম গাছ লাগানো হয়েছে যার অধিকাংশ বড় হয়ে গিয়েছে। সার্বিকভাবে বিলের চারপাশে মৃদুমন্দ বাতাসে মনোরোম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

১৫.০ সুপারিশ/মতামতঃ

১৫.১ প্রকল্পটির অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো কোনরূপ সময় বর্ধিতকরণ ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের কার্যাবলী সমাপ্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে কার্যাবলী সমাপ্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্প সমূহকে একইভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১৫.২ পরিদর্শনে জানা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে পুনঃ খননকৃত খাল সমূহের কোন কোন স্থানে পানির পরিমাণ কমে যায়। এমতাবস্থায়, খালের সংরক্ষিত পানি দিয়ে সম্পূরক সেচ প্রদানের মাধ্যমে রবিশস্য (পানির প্রয়োজন কম হয়) উৎপাদনের জন্য স্থানীয় জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে।

১৫.৩ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, শুধু মাত্র খাল খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব নয়। প্রকল্প এলাকার মূল দুটো নদী আত্রাই ও ছোট যমুনা খনন করা না হলে খালের পানি নদীতে প্রবাহিত হবে না, জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে। খাল খননের সুফল বজায় রাখতে হলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাসহ সমন্বয় করে খাল খনন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৪ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং স্বল্প পানির সাহায্যে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে কৃষকদেরকে উন্নত ও মানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৫ ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে আরো অধিক পরিমাণ জমিতে সেচ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় আরো খাল খনন বিশেষ করে দীঘি/বিল খননের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৬ অনুচ্ছেদ ১৫.১ হতে ১৫.৫ এ বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই মাসের) মধ্যে আইএইমডি-কে অবহিত করতে হবে।